ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-27 ■ 3 November, 2024 ■ আগরতলা ৩ নভেম্বর, ২০২৪ ইং ■ ১৭ কার্তিক, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

শ্রীনগরে এনকাউন্টারে দুই জওয়ান সহ আহত ৩, অনন্তনাগে নিকেশ ২ জঙ্গি

শ্রীনগর, ২ নভেম্বর (হি.স.)।। শ্রীনগরের খানাইয়ার এলাকায় জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে আহত হয়েছেন দু''জন সিআরপিএফ জওয়ান। এছাড়াও একজন পুলিশ কর্মীও আহত হয়েছেন। শনিবার সকাল থেকে গোটা এলাকা চারিদিক থেকে ঘিরে রেখেছে সুরক্ষা বাহিনী। বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে শনিবার সকালে শ্রীনগরের খানাইয়ার এলাকায় অভিযান চালায় সুরক্ষা বাহিনী। অভিযান চলাকালীন জঙ্গিরা এলোপাথাড়ি গুলি চালায়।এরপরই শুরু হয় এনকাউন্টার। জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াই চলাকালীন দু''জন সিআরপিএফ জওয়ান আহত হয়েছেন এবং একজন পুলিশ কর্মীও আহত হয়েছেন। জঙ্গিরা যাতে পালিয়ে যেতে না পারে, তাই গোটা এলাকা চারিদিক থেকে ঘিরে রাখা হয়েছে। এদিকে, জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয়েছে দুই জঙ্গি। শনিবার দক্ষিণ কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার হালকান গালি বনাঞ্চলে এনকাউন্টারে দুই সন্ত্রাসবাদী নিকেশ হয়েছে। ওই এলাকায় এখনও অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে সেনাবাহিনী, জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ এবং সিআরপিএফ।জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ জানিয়েছে, অনন্তনাগ জেলার হালকান গালি বনাঞ্চলে জঙ্গিদের গতিবিধি সম্পর্কে টের পাওয়ার পর ওই এলাকায় অভিযান চালায় সুরক্ষা বাহিনী। জওয়ানদের দেখতে পাওয়া মাত্রই জঙ্গিরা গুলি চালায়, সুরক্ষা বাহিনী পাল্টা গুলি চালালে নিকেশ হয়েছে দুই সন্ত্রাসবাদী। এখনও গুলির লড়াই চলছে বলে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে, শ্রীনগরেও চলছে গুলির লড়াই। সেখানে জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে দুই সিআরপিএফ জওয়ান ও একজন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বৈঠাখালে বাস দুর্ঘটনায় আহত একাধিক যাত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ নভেম্বর।। বৈঠাখালে ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনায় বহু যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিমত অনুযায়ী জানা গেছে মোবাইলো বার্তালাপই দুর্ঘটনার মূল কারন।
শনিবার পাথারকান্দি থানধীন বৈঠাখাল শেরওয়ালি ধাবার সম্মুখে একটি এসটিসি বাস ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে আহত হয়েছেন বহু যাত্রী। জানা গেছে সকালে লোয়াইরপোয়া ব্লকের বাজারিছড়া থানাধীন রাঙামাটি থেকে করিমগঞ্জ যাবার পথে এই দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়। এতে জখম হন ত্রিশের অধিক যাত্রী।পরে স্থানীয় লোকজন এগিযয়ে এসে আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য পাথারকান্দি সামুহিক হাসপাতালে প্রেরন করেন। শেষে তদন্তে নামে পুলিশ।দুর্ঘটনাগ্রস্থ বাসের এক যাত্রী জানান চালক মোবাইল ফোনে কথা বলায় ব্যস্ত থাকায় বৈঠাখালে কিছু যাত্রী বাসটিতে সিগন্যানল দিলে চালক আচমকা ব্রেক কষায়, বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে পাল্টে যায়। আহতদের মধ্যে স্কুল ও কলেজ পড়ুয়া রয়েছে।

সাম্প্রদায়িক বীজ রোপন করে বিভেদ তৈরির ষড়যন্ত্র চলছে আশিষ সাহা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ নভেম্বর।। বিভিন্ন জাতি, ধর্ম বর্ণের মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বীজ রোপণ করে দেশে জাতিগত বিভেদ তৈরীর ষড়যন্ত্র চলছে। আজ কংগ্রেসের সংহতি পদযাত্রায় এমনটাই অভিযোগ তুলেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা।
আজ প্রদেশ কংগ্রেসের তরফ থেকে রাজধানীর দুর্গা চৌমুহনীতে পদযাত্রা সংগঠিত করা হয়। এদিনেট পদযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা এবং বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ সহ অন্যান্যরা। এদিন প্রদেশ কংগ্রেস ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

লামডিং-বদরপুর ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ নভেম্বর।। লামডিং-বদরপুর লাইনচ্যুত ক্ষতিগ্রস্ত অংশ দিয়ে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। আজ উত্তর পূর্বাঞ্চলের রেলওয়ের তরফ থেকে এই বার্তা দেওয়া হয়েছে।
লামডিং-বদরপুর পাহাড়ী অংশের মুপার কাছে লাইনচ্যুত ক্ষতিগ্রস্ত অংশের মধ্য দিয়ে ট্রেন পরিষেবাগুলি পুনরুদ্ধারের কাজ শেষ হয়েছে। আজ সন্ধ্যায় আবার ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে। ১০০ শতাংশ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হালকা ইঞ্জিন ও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাকরিচ্যুত শিক্ষিকার মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ নভেম্বর।। চাকুরীচ্যুত আরো একজন শিক্ষিকার মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে চাকুরীচ্যুত ১০ হাজার ৩২৩ শিক্ষকদের মধ্যে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ১৮৭।
আর্থিক অভাবের দরুন বিনা চিকিৎসায় আগরতলা জিবি.৭৯ টিলার এলাকার চাকুরিচ্যত ১০, ৩২৩ এর স্নাতক শিক্ষিকা শ্রীমতি স্বপ্না ভট্টাচার্য্য আজ ভোরে নিজ বাসভবনে প্রয়াত হলেন। এখন পর্যন্ত মৃত্যুর সংখ্যা ১৮৭।জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটির পক্ষ থেকে উনার অকাল প্রয়ানে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়েছে। সংগঠনের তরফ থেকে প্রয়াতের পরিবার- ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রিপেইড মিটারের বিল নিয়ে বিভ্রান্ত না হওয়ার বার্তা মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ নভেম্বর।। ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেডের প্রিপেইড মিটারের বিল এবং আনুষাঙ্গিক কিছু ফি নিয়ে ভোক্তা সাধারণের মধ্যে কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। অতিসত্বর সমস্যা সমাধান করা হবে বলে দাবি করেন নিগমের ডিজিএম রাজীব কুমার রায়। এদিকে, এ বিষয়ে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিভ্রান্ত না হওয়ার আবেদন করেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ।
প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে টিএসইসিএল- এর প্রিপেইড মিটারের ফি নিয়ে অভিযোগ উঠেছে। ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেডের প্রিপেইড মিটারের বিল এবং আনুষাঙ্গিক কিছু ফি নিয়ে ভোক্তা সাধারণের মধ্যে কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। আজ এবিষয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নিগমের ডিজিএম রাজীব কুমার রায় বলেন, রাজ্যে প্রিপেইড ও পোস্ট পেইড দুইধরণের পদ্ধতি রয়েছে। তাতে প্রিপেইড গ্রাহক রয়েছেন প্রায় ১ লক্ষাধিক। কিছুদিন যাবৎ প্রিপেইড মিটারের বিল এবং আনুষাঙ্গিক কিছু ফি নিয়ে জনগণের মধ্যে সমস্যা দেখ দিয়েছে। তা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা ৩ নভেম্বর ২০২৪ ইং
১৭ কার্ত্তিক, রবিবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

আজ ভাই ফোঁটা উৎসব

গণেশ চতুর্থী দিয়া যে উৎসবের সূচনা হয় সেই উৎসবের সমাপ্তি হয় ভাই ফোঁটার মধ্যে দিয়া। ভাইফোঁটা সমাপ্ত হওয়া মানেই আবার ফিরিয়া যাওয়া নিজের কাজে। ভাই বোনদের সম্পর্ককে আরও মজবুত করিবার জন্য প্রতিবছর ভাইফোঁটা পালন করা হয় বাঙালির ঘরে ঘরে।ভাইফোঁটার এই উৎসবে যে শুধু বাঙালিই গা ভাসায় তাহা নয়। সঙ্গে গা ভাসায় দেশের বহু এলাকার মানুষও। দেশের বহু অংশে এই উৎসব ভাই দুজ নামে খ্যাত।কার্তিক মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে পালিত হয় ভাইফোঁটা উৎসব। মূলত, এপার বাংলায় দ্বিতীয়া তিথিতে পালিত হইলেও, পূর্ব বঙ্গের বহু মতে প্রতিপদেও ভাইফোঁটা পালিত হয়।

ভাইফোঁটার ছড়ার লাইনও আলাদা! ভাইবোনের সম্পর্কের অটুট আনন্দকে উদযাপন করিয়া এই উৎসব। ভাইফোঁটার এই উৎসবে যে শুধু বাঙালিই গা ভাসায় তা নয়। সঙ্গে গা ভাসায় দেশের বভাইবোনেরহার মানুষও। দেশের বহু অংশে এই উৎসব ভাই দুজ নামে খ্যাত।ভাইফোঁটার দ্বিতীয়া তিথি পড়িয়াছে ১৭ কার্তিক অর্থাৎ ৩ নভেম্বর। সেদিন রবিবার। দ্বিতীয়া তিথি শুরু হইতেছে ২ নভেম্বর ১৬ কার্তিক থেকে। সন্ধ্যা ৬ টা৫৩ মিনিট ২৪ সেকেন্ড থেকে এই তিথি শুরু। দ্বিতীয়া তিথি শেষ হইবে ৩ নভেম্বর ১৭ কার্তিক। সেদিন রাত্রি ৮ টা ১৫ মিনিট ১২ সেকেন্ড পর্যন্ত দ্বিতীয়া রহিয়াছে।ভাইফোঁটা হইল একটি বিশেষ উৎসব যাহা মূলত ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার এবং ওড়িশাসহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পালিত হয়। এই উৎসবটি ভাই-বোনের মধ্যে ভালোবাসা, স্নেহ এবং সম্পর্কের মধুরতা উদযাপন করিবার জন্য বিখ্যাত। এটি সাধারণত দীপাবলির পরে অনুষ্ঠিত হয় এবং বাংলায় যম-দ্বিতীয়া নামেও পরিচিত।ভাইফোঁটার মূল তাৎপর্য্য হইলো ভাইয়ের দীর্ঘায়ু ও সুরক্ষার জন্য বোনের প্রার্থনা। অনুষ্ঠানে, বোনেরা তাহাদের ভাইদের কপালে একটি বিশেষ ফোঁটা বা চিহ্ন দিয়া থাকে। এটি শুভ এবং রক্ষাকবচ হিসেবে বিবেচিত হয়। ভাইরা এই সময় বোনদের উপহার দিয়া তাহাদের ভালোবাসার প্রকাশ করে। এটি বিশ্বাস করা হয় যে, বোনের এই প্রার্থনায় ভাইরা দুষ্টু শক্তি থেকে সুরক্ষিত থাকে এবং তাহাদের জীবন দীর্ঘায়ু ও সুখী হয়।ভাইফোঁটা উৎসবটি পারিবারিক বন্ধনকে আরও মজবুত করে এবং পরিবারে সম্প্রীতি ও আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি করে।

ভাইফোঁটার ঐতিহাসিক উৎপত্তি সম্পর্কে সুস্পষ্ট তথ্য পাওয়া কঠিন, কারণ এটি বহু শতাব্দী ধরিয়া পালিত হইয়া আসিতেছে এবং এর নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠাআসছোই। তবে, এই উৎসবের পেছনে বেশ কিছু পুরাণকথা ও কাহিনী প্রচলিত আছে।একটি জনপ্রিয় কাহিনী অনুযায়ী, যমরাজ (মৃত্যুর দেবতা) এবং তাহার বোন যমুনা এর মধ্যে সম্পর্কের কথা উল্লেখ করা হয়। বলা হয়, যমুনা তাহার ভাই যমরাজকে বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাইয়া তাহার কপালে ফোঁটা দিয়াছিলেন এবং যমরাজ তাহাকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন যে, এই দিনটি যাহারা তাহাদের বোনের কাছ থেকে ফোঁটা নেবে তাহাদের জীবন দীর্ঘায়ু ও সুখী হইবে। সেই থেকে এই প্রথার প্রচলন হইয়াছে বলিয়া ধারণা করা হয়। আরেকটি কাহিনী হইলো, কৃষ্ণ যখন দৈত্য নারকাসুরকে বধ করিয়া ফিরিয়া আসেন, তখন তাহার বোন সুভদ্রা তাহাকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং কপালে ফোঁটা দিয়া মিষ্টি খাওয়ান। এই ঘটনাও ভাইফোঁটার প্রচলনের ভিত্তি হইতে পারে।তবে এই উৎসবের মূল তাৎপর্য্য হইল ভাই-বোনের মধ্যে স্নেহ ও ভালোবাসা উদযাপন, যাহা ভারতের বহু অঞ্চলে প্রাচীনকাল থেকেই পালিত হইয়ায়ে আসিতেছে।

আপাতত শুষ্কই থাকবে কলকাতা-সহ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গ পাহাড়ে বৃষ্টির পূর্বাভাস

কলকাতা, ২ নভেম্বর (হি.স.): কলকাতায় আগামী কয়েক দিন মূলত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে, জানাল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। তবে বৃষ্টি হতে পারে পাহাড়ে। উত্তরবঙ্গের পাহাড় লাগোয়া জেলাগুলিতে আগামী কয়েক দিন বিক্ষিপ্ত ভাবে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া দফতর আরও জানিয়েছে, নভেম্বরের শুরুতেই ঠান্ডার আমেজ মিলতে পারে উত্তর থেকে দক্ষিণবঙ্গে। আগামী চার দিনে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে দুই থেকে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে তাপমাত্রা। কমতে পারে উত্তরবঙ্গেও। তবে দক্ষিণের মতো উত্তরবঙ্গ শুষ্ক থাকবে না। সেখানে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।আলিপুর আবহাওয়া দফতর পূর্বাভাসে জানিয়েছে, আগামী কিছু দিন কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলাতেই আবহাওয়া থাকবে মূলত শুষ্ক। কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টি হলেও হতে পারে। শুধু দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে হালকা বৃষ্টি হতে পারে। তবে এই জেলাগুলিতে আবহাওয়া সংক্রান্ত কোনও সতর্কতা জারি করা হয়নি। উত্তরবঙ্গে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে কিছু জেলায়। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারে বিক্ষিপ্ত ভাবে বৃষ্টি হতে পারে। শনিবার থেকে মূলত শুকনো আবহাওয়া থাকবে কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদায়। উত্তরবঙ্গেও কোথাও আবহাওয়া সংক্রান্ত সতর্কতা জারি করা হয়নি।

চাষিদের কাছ থেকে সহায়ক মূল্যে ধান সংগ্রহ শুরু হচ্ছে, সব জেলাতেই থাকছে ক্রয় কেন্দ্র

কলকাতা, ২ নভেম্বর (হি.স.): খরিফ মরশুমে চাষিদের কাছ থেকে সহায়ক মূল্যে ধান সংগ্রহের কাজ শনিবার থেকে শুরু হচ্ছে। এ জন্য সব জেলাতেই কেন্দ্রীয় স্তরে ক্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে। বাড়িতে বসেই এখন কৃষকেরা সরাসরি ধান বিক্রি করতে পারবেন অনলাইনে। ধান বিক্রির টাকা সরাসরি ঢুকে যাবে চাষিদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। কৃষকদের সুবিধার জন্য জেলায় বৃদ্ধি করা হয়েছে ধান কেনার ক্রয় কেন্দ্রও। প্রত্যন্ত এলাকার কৃষকেরাও যাতে সরকারি সহায়ক মূল্যের ধান বিক্রি থেকে বঞ্চিত না হন, তার জন্য সরকারিভাবে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।উল্লেখ্য, খাদ্য দফতর এবার ৭০ লক্ষ টন ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। স্থায়ী ক্রয়কেন্দ্র ছাড়াও বিভিন্ন এলাকায় গাড়ি পাঠিয়ে ভ্রাম্যমাণ কেন্দ্রের মাধ্যমেও ধান সংগ্রহ করা হবে। পাশাপাশি খাদ্য দফতর গ্রামীণ কৃষি সমবায় সংস্থা ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির মাধ্যমে অস্থায়ী শিবির খুলে চাষিদের কাছ থেকে ধান কিনবে বলে জানিয়েছে। চাষিদের কাছ থেকে ধান কেনার পর তা থেকে চাল উৎপাদনের জন্য সরাসরি নথিভুক্ত রাইস মিলগুলির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

দিল্লি-এনসিআর দূষিতই, বায়ুদূষণ পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ার আশঙ্কা

নয়াদিল্লি, ২ নভেম্বর (হি.স.): রাজধানী দিল্লির বাতাস এখনও দূষিতই। দিন দিন খারাপ হচ্ছে দিল্লির বাতাসের গুণগতমান। আগামী কয়েকদিনে দূষণ পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। আবহাওয়া দফতর পূর্বাভাসে জানিয়েছে, দিল্লি ও সংলগ্ন অঞ্চলে ৩ নভেম্বর পর্যন্ত রাতে ও সকালের সময়ে ধোঁয়াশা এবং ঘন কুয়াশা থাকবে।শীতের মরসুম কড়া নাড়ছে। প্রতি বছরের মতো এবারও দিল্লি ও রাজধানী সংলগ্ন এলাকায় হাজির বায়ুদূষণ। শীত যত এগিয়ে আসছে দিল্লির বাতাসের গুণগত মান (এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স) বা একিউআই ততই খারাপ থেকে আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতি যে আগামী দিনে আরও খারাপ হতে পারে, সেই আশঙ্কাই গ্রাস করছে রাজধানীবাসীকে। শনিবার সকালে দিল্লির আনন্দ বিহার, নেহরু প্লেস, অক্ষরধাম মন্দিরের মতো এলাকাগুলিতে বাতাসের গুণগত মান খারাপ ছিল।

আজও অমলিন ভাই ফোঁটা উৎসব

অমিতাভ বসু

আজ ভাতৃ দ্বিতীয়া বা ভাই ফোঁটা। সাধারণত, কালী পূজার দুই দিন পর ভাই ফোঁটা পালিত হয় । বোনেরা ধান-দূর্বা ভাইয়েদের মাথায় রেখে আর কপালে দই, চুয়া, চন্দন ও সিঁদুরের টিপ পড়িয়ে ভাইয়েদের দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন এবং তাদের সব বিপদ থেকে সুরক্ষার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে। বলে "ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা, যমুনা দেয় যমকে ফোঁটা, আমি দিই আমার ভাইকে ফোঁটা"। শুভ লক্ষণ হিসাবে একটি প্রদীপ জ্বালানো হয় । তারপর বোনেরা ভাইয়েদের প্রিয় খাবার তৈরি করে তাদের পরিবেশন করে খাওয়ায়। ভাইয়েরা বোনদের উপহার দেয় এবং বোনদের প্রতি তাদের যত্নবান হওয়ার যে দায়বদ্ধতা আছে তা স্মরণ করে ।

কথিত আছে, সূর্যের দুই পুত্র-কন্যা যম আর যমুনা। যমুনার মন একদিন খুব বিষন্ন। অনেক দিন হল সে তাঁর ভাই যমকে দেখেনি। তাই যমকে বাড়িতে ডেকে পাঠাল যমুনা। মৃত্যুর দেবতা যম বোনের ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁর বাড়িতে হাজির হল। আনন্দে ভাইয়ের সুরক্ষা কামনা করে তাঁর কপালে ফোঁটা এঁকে দিলেন যমুনা আর ভাই যমকে ভুড়িভোজে আপ্যায়ন করেন। সেদিন থেকেই কার্তিক মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে পালিত হয় ভাইফোঁটা।

আর এক কিংবদন্তি অনুসারে রাক্ষসরাজ নরকাসুরকে পরাজিত করার পর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বোন সুভদ্রার কাছে যান। তাঁকে স্বাগত জানাতে এবং তাঁর বিজয় উদযাপন করতে, সুভদ্রা

শ্রীকৃষ্ণকে আরতি করেন আর ভাইয়ের কপালে তিলক কেটে দেন । তারপর সুভদ্রা শ্রীকৃষ্ণকে মিষ্টি এবং নানা সুস্বাধু খাদ্য উপহার দেন। শ্রীকৃষ্ণ সুভদ্রাকে সৌভাগ্য, আনন্দ, এবং সুরক্ষা আশীর্বাদ করেন। সেই থেকে বোনেরা ভাইদের মঙ্গল প্রার্থনা করে এবং ভাইরা বোনদের সুরক্ষা কামনা করে ভাতৃ দ্বিতীয়া পালন করে আসছে ।

আজও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে নানা নামে ভাতৃ দ্বিতীয়া উৎসব পালিত হয় । যেমন, মহারাষ্ট্র এবং গোয়ায় "ভাউ বীজ" বলে প্রচলিত, বিহার এবং উত্তর প্রদেশে "ভাউ টিকা" বলা হয়, বাংলায় "ভাই ফোটা" হিসাবে পরিচিত। বাংলায় ভাইফোঁটার মতো লোকাচার বা উৎসবের সূত্রপাত ঠিক কতদিন আগে হয়েছিল, সে বিষয়ে কোনও তথ্য না পাওয়া গেলেও এর প্রাচীনত্বের আভাস পাওয়া যায় 'সর্বানন্দ সুন্দরী' নামে এক তালপাতার পুঁথিতে। অনুমান করা হয় খ্রিস্টপূর্ব ৫২৭ সাল থেকে এই প্রথা চালু হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ব্রাহ্মধর্মালম্বী হলেও জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে ভাইফোঁটার প্রচলন ছিল। মহর্ষির দেবেন্দ্রনাথের মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে কনিষ্ঠ বর্ণকুমারী, আর রবীন্দ্রনাথ সকলের চেয়েই বয়সে ছোট। বর্ণকুমারী দেবীর কবিকে ফোঁটা দেওয়ার দুটি দৃশ্য ধরা আছে বিভিন্ন জনের স্মৃতিচারণায়। দুটি ঘটনাই কবির জীবনের অন্তিম পর্বের। মহর্ষির দেবেন্দ্রনাথের পনেরোজন সন্তানের মধ্যে তখন অবশিষ্ট কেবল এই দুই ভাই বোন। বয়স ছাপ ফেলেছে তাঁদের শরীরেও। তার উপরে রবীন্দ্রনাথ অধিকাংশ সময়েই কলকাতায় থাকেন না। ফলে দুজনের দেখাসাক্ষাতের অবকাশও কমে গিয়েছে। ১৯৩৯ সালে ভাইকে চিঠি লিখলেন বর্ণকুমারী দেবী। চিঠিতে ঝরে পড়ল ভাইকে ফোঁটা দিতে না পারার আক্ষেপ। লিখলেন, "ভাইটি আমার, শুনলুম তুমি জোড়াসাঁকোয় এসেছ। সেইখানে গিয়ে ভাইফোঁটা দেব ভেবেছিলুম, কিন্তু হল না। বিকেলে লোক পাঠালুম জানতে। সে এসে বল্লে, তিনি সকালে চলে যাবেন।" ভাইফোঁটার আগেই জোড়াসাঁকো ছেড়ে শান্তিনিকেতনে ফিরে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাই দিদির তরফ থেকে চিঠির সঙ্গে এল ভাইয়ের জন্য উপহার। সঙ্গে আদরমাখা হুকুম, "আমি বড়, তোমায় কিছু পাঠাতে হবে না।" দিদির চিঠি পেয়ে কী উত্তর দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ? আন্তরিক খুশি হয়ে জবাবি চিঠি পাঠিয়েছিলেন তিনিও। লিখেছিলেন, "ভাই ছোড়দি, তোমার ভাইফোঁটা পেয়ে খুশি হয়েছি। আমাদের ঘরে ফোঁটা নেবার জন্যে ভাই কেবল একটিমাত্র বাকি আর দেবার জন্য আছেন এক দিদি। সেবার উপহার আর আশীর্বাদ পাঠিয়েছিলেন বটে, কিন্তু ওতে কি দিদির মন ভরে? পরের বছর তাই সশরীরে জোড়াসাঁকোয় উপস্থিত হয়ে ভাইকে ফোঁটা দেন বর্ণকুমারী দেবী। ভাইফোঁটার দিনটি ভাই এবং বোনেদের জীবনে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কেননা এই অনুষ্ঠান ভাইবোনের মধ্যে গভীর আত্মীয়তার এক অমোঘ সম্পর্কের আনন্দোৎসব। এই দিনটি ভাই আর বোনের সেই চিরন্তন সম্পর্কের গাথাই বহন করে চলেছে - উভয়ের মধ্যে ভালোবাসা, স্নেহ ও আত্মীয়তার এক পবিত্র ও অনাবিল বার্তা ।

বঙ্গ জীবনের অঙ্গ হিসাবে যে কটি উৎসব আজও অমলিন তার মধ্যে অবশ্যই একটি ভাইফোঁটা। সময় বদলেছে, জীবনযাত্রা বদলেছে কিন্তু ভাই ফোঁটার উৎসব যথারীতি পূর্ণ ঐতিহ্যে ও মর্য্যাদায় বহমান।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে আমাদের কতটা ভয় পাওয়া উচিৎ

অ্যান্থনি জার্কার

আমরা যেভাবে জীবন-যাপন করি, তা নাটকীয়ভাবে পাল্টে দেয়ার দারুণ ক্ষমতা আছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার- সেটি ভালো বা মন্দ উভয় অর্থেই। কিন্তু পৃথিবীতে ক্ষমতা যাদের হাতে, তারা ভবিষ্যতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যে বিরাট উন্নতি হতে যাচ্ছে সেটির জন্য কতটা প্রস্তুত, তা নিয়ে সন্দেহ আছে বিশেষজ্ঞদের।

২০১৯ সালে ওপেন এ আই নামের একটি গবেষণা দল এমন একটি সফটওয়্যার তৈরি করেছিল, যেটি কয়েক মাত্র প্যারাগ্রাফের একটি অর্থবহ টেক্সট লিখতে পারতো। এছাড়া এই সফটওয়্যার সুনির্দিষ্ট নির্দেশ ছাড়া কোন কিছু পড়ে মোটামুটি তা বুঝতে পারতো, কিছুটা বিশ্লেষণ করতে পারতো।

ওপেনএআই শুরুতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তাদের তৈরি এই সফটওয়্যার, যেটির নাম তারা দিয়েছিল জিপিটি-টু, সবার ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করবে না। তাদের আশংকা ছিল, লোকে এটি ব্যবহার করে খারাপ উদ্দেশ্য ব্যাপক হারে অপপ্রচার এবং মিথ্যাচার চালাবে। তখন এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে ওপেনএআই এর গবেষক দল বলেছিল, "এটি খুব বেশি বিপদজনক।"

এরপর ফাস্ট ফরোয়ার্ড করে তিন বছর সামনে আসা যাক। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সক্ষমতা বহুগুণ বেড়েছে।

ওপেনএআই এর জিপিটি-টু সীমিত কিছু ব্যবহারকারীর মধ্যে ছাড়া হয়েছিল। কিন্তু গত নভেম্বরে যখন তারা জিপিটি-থ্রী বাজারে ছাড়লো, সেটি তাৎক্ষণিক-ভাবে সবার ব্যবহারের জন্যই উন্মুক্ত করে দেয়া হয়।

সাংবাদিকরা এবং বিশেষজ্ঞরা যখন এই প্রোগ্রামিং এর চ্যাটবট-জিপিটির সক্ষমতা পরীক্ষা করে দেখছিলেন, তখন তাদের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। চ্যাটবট-জিপিটি ব্যবহার করে হাজার হাজার সংবাদ প্রতিবেদন এবং সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট লেখা হয়েছে।

প্রয়াত কমেডিয়ান জর্জ কার্লিনের স্টাইলে এটিকে দিয়ে স্ট্যান্ড- আপ কমেডি লেখানো হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের দেউলিয়া হয়ে যাওয়া সিলিকন ভ্যালি ব্যাংক নিয়ে। এটি খ্রিস্টধর্ম তত্ত্ব সম্পর্কে মতামত দিয়েছে। কবিতা লিখেছে। পদার্থবিদ্যার কোয়ান্টাম থিউরি বুঝিয়ে দিয়েছে শিশুকে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের অন্যান্য মডেল, যেমন ডাল-ই এমন নিখুঁত ছবি তৈরি করেছে যে, এগুলো আর্ট ওয়েবসাইটে দেয়া উচিৎ কিনা তা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে।

মেশিনও এখন সৃষ্টিশীল হয়ে উঠেছে, অন্তত খালি চোখে তাই মনে হবে।

ওপেনএআই গত মার্চ মাসে যখন তাদের সর্বশেষ সংস্করণ জিপিটি-ফোর চালু করে, তখন তারা বলেছিল, অপব্যবহার বন্ধের জন্য এটির ভেতরে নানা ব্যবস্থা করা আছে। প্রথম যারা এর গ্রাহক হয়েছে তাদের মধ্যে আছে মাইক্রোসফট, মার্কিন ব্যাংক মেরিল লিঞ্চ এবং আইসল্যান্ডের সরকার।

মার্চ মাসেই যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের অস্টিনে এক সম্মেলনে জড়ো হয়েছিলেন সারা বিশ্বের প্রযুক্তি খাতের নীতি-নির্ধারক, বিনিয়োগকারী এবং নির্বাহীরা। সেখানে সবচেয়ে আলোচিত বিষয় ছিল আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের সম্ভাবনা এবং ক্ষমতা। আরতি প্রভাকর হোয়াইট হাউসের বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি নীতি বিষয়ক দফতরের পরিচালক। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের সম্ভাবনা নিয়ে তিনি দারুণ উৎসাহী। তবে এ নিয়ে তিনি একটা হুঁশিয়ারিও দিচ্ছেন।

"আমরা যা দেখছি, তা হলো অসম্ভব শক্তিশালী এক প্রযুক্তির আবির্ভাব। এটি সংক্রমণের পর্যায় মাত্র। ইতিহাসে সব সময় দেখা গেছে, এ ধরণের শক্তিশালী নতুন প্রযুক্তি ভালো এবং মন্দ --- উভয় কাজেই ব্যবহৃত হয়"- সম্মেলনে একটি প্যানেলে আলোচনায় অংশ নেয়ার সময় বলছিলেন তিনি।

তার প্যানেলের আরেকজন আলোচক অস্টিন কার্লসন হুঁশিয়ারিটা দিলেন একদম রাখ-ঢাক না রেখে।

"আগামী ছয় মাসের মধ্যে আপনি যদি আপনি হতবাক হয়ে না যান, আমি আপনাকে ডিনার খাওয়াবো", বলছিলেন সীডএআই নামে একটি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নীতি বিষয়ক উপদেষ্টা গ্রুপের এই প্রতিষ্ঠাতা।

অ্যামি ওয়েব হচ্ছেন ফিউচার টুডে ইন্সটিটিউটের প্রধান এবং নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক। এই সম্মেলনে তিনি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের সম্ভাব্য ফল কী দাঁড়াবে, তার একটা চিত্র দেয়ার চেষ্টা করলেন। তার মতে, আগামী দশ বছরে এটি দুই বিপরীত দিকে যেতে পারে।

তিনি প্রথমে এমন একটি আশাবাদী দৃশ্যপটের কথা বলছে, যেখানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের সমস্ত উন্নতি ঘটানো হবে সর্বসাধারণের কল্যাণে। এআই সিস্টেমগুলোর ডিজাইনে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হবে। সেখানে একজন ব্যক্তি চাইলে তার প্রকাশ্য তথ্য এআই'র জ্ঞানের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করতে দেয়া হবে কিনা, সেই সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। এখানে প্রযুক্তি ব্যবহৃত হবে মানুষের জীবন সহজ এবং বাধাহীন করার কাজে। ভোক্তাদের ঠিক কি ধরণের পণ্য দরকার, এআই তা আঁচ করতে পারবে এবং যে কোন কাজ সম্পাদনেই সাহায্য করতে পারবে।

অন্যদিকে অ্যামি ওয়েব এআই নিয়ে বিপর্যয়কর যে দৃশ্য-কল্প অনুমান করছেন, সেখানে ডেটা নিয়ে ব্যক্তিগত গোপনীয়তার সুরক্ষা থাকবে কম, অল্প কটি কোম্পানির হাতে অনেক বেশি ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হবে, এবং এআই মানুষের চাহিদা আগে থেকেই অনুমান করবে। তবে এর ফলে তাদের অনেক সময় ভুল হবে, অথবা মানুষের পছন্দকে তারা অনেক বেশি সংকুচিত করে ফেলবে। অ্যামি ওয়েবের মতে, তিনি যে সম্ভাব্য আশাবাদী দৃশ্যপটের কথা বলছেন, সেরকম ঘটার সম্ভাবনা মাত্র ২০ শতাংশ। বিবিসিকে অ্যামি ওয়েব বলেন, "এই প্রযুক্তি আসলে কোন দিকে যাবে, তা নির্ভর করবে কোম্পানিগুলো এই প্রযুক্তি তৈরিতে কতটা দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেয়, তার ওপর। তারা কি এটি স্বচ্ছতার সঙ্গে করছে? যে তথ্যভাণ্ডার থেকে চ্যাটবটগুলো তথ্য সংগ্রহ করছে, সেগুলোর সূত্র কী তারা প্রকাশ করছে? এগুলো কি তারা ঠিকমত তদারকি করছে?"

তিনি বলেন, এক্ষেত্রে অন্য বিবেচনাটি হচ্ছে, এ ধরণের প্রযুক্তির নিয়ন্ত্রণ এবং অপব্যবহার বন্ধে আইনি সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে সরকার- ফেডারেল নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং কংগ্রেস- যথেষ্ট দ্রুততার সঙ্গে আগাতে পারবে কিনা।

এক্ষেত্রে অতীতে ফেসবুক, টুইটার, গুগল বা এধরণের সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানিগুলোর বেলায় সরকারের যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, সেটা একটা উদাহরণ হতে পারে। সেই অভিজ্ঞতা খুব উৎসাহব্যঞ্জক ছিল না। "অনেক আলোচনাতেই যে বিষয়টা আমি বেশি শুনেছি, তা হলো এ ধরণের যথেষ্ট আইনি সুরক্ষা ছিল না বলে উদ্বেগ," বলছেন মেলানি সুবিন। তিনি ফিউচার টুডে ইন্সটিটিউটের ব্যবস্থাপনা পরিচালক। তিনি সাউ বাই সাউথ-ওয়েস্টের সম্মেলনে তার অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করছিলেন। "কিছু একটা যে করতে হবে, এরকম একটা বোধ তৈরি হয়েছে। আমার মনে হয় সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে অশনি সংকেতের সেই কাহিনী মানুষের মনে আছে। লোকে যখন দেখে এআই'র কত দ্রুত উন্নতি ঘটছে, তখন লোকে সে কথাই স্মরণ করে।" সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানিগুলোর ওপর ফেডারেল নজরদারি মূলত ১৯৯৬ সালে কংগ্রেসের পাশ করা কম্যুনিকেশন ডিসেন্সী এ্যাক্ট দিয়ে নিয়ন্ত্রিত। এর সঙ্গে আছে আইনের ২৩০ ধারায় যুক্ত একটি সংক্ষিপ্ত এবং শক্তিশালী ধারা। এই আইনের ধারায় ইন্টারনেট কোম্পানিগুলোকে ব্যবহারকারীদের তৈরি করা কনটেন্টের জন্য তাদের ওপর দায় চাপানোর ব্যাপারটা থেকে রেহাই দেয়া হয়েছে। এই আইনের বলে নাকি এমন একটা পরিবেশ তৈরি সম্ভব হয়েছে, যাতে করে সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানিগুলো ভালো ব্যবসা করতে পারে। কিন্তু অতি সম্প্রতি আবার এই আইনকেই দোষারোপ করা হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানিগুলোর এতে বেশি ক্ষমতাশালী এবং প্রভাবশালী হয়ে ওঠার জন্য।

ডানপন্থী রাজনীতিকরা অভিযোগ করেন যে, এরফলে গুগল বা ফেসবুকের মত প্রতিষ্ঠান রক্ষণশীল মতাদর্শকে সেভাবে সামনে না আনার ক্ষমতা পেয়েছে। অন্যদিকে বামপন্থীদের অভিযোগ, এসব কোম্পানি ঘৃণা এবং সহিংসতার হুমকি রোধে যথেষ্ট করছে না। মিশিগানের সেক্রেটারি অব স্টেট জোসেলিন বেনসন বলেন, "ঘৃণ্য বাদানুবাদ যে ঘৃণ্য কাজে মদত দেয়, সেটা স্বীকার করা, এবং সেটার দায়িত্ব নেয়ার সুযোগ আমাদের আছে।" ২০২০ সালে ডিসেম্বরে তার বাড়িকে টার্গেট করেছিল ডোনাল্ড ট্রাম্পের সশস্ত্র সমর্থকরা। এই বিক্ষোভের আয়োজন করা হয়েছিল ফেসবুকে। তারা ২০২০ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফল চ্যালেঞ্জ করছিল।

মিশিগানে একটি প্রস্তাবিত আইনে তিনি সমর্থন দিয়েছেন, যেটিতে জেনেশুনে ক্ষতিকর তথ্য প্রচারের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানিকে দায়ী করা যাবে। ফেডারেল পর্যায়ে এবং অন্যান্য রাজ্যে একই ধরণের আইনের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। অপ্রাপ্ত বয়স্কের জন্য সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানিগুলো যেন আরও সুরক্ষার ব্যবস্থা করে, সেটাও বলা হয়েছে। কনটেন্ট মডারেশন নীতির ব্যাপারে তারা যেন আরও খোলামেলা হয় এবং অনলাইনে হয়রানি বন্ধে যেন আরও সক্রিয় হয়, সেই দাবিও উঠছে। কিন্তু এধরণের সংস্কারের প্রস্তাব সফল হওয়ার সম্ভাবনা কতটা, তা নিয়ে মতামত মিশ্র। বড় বড় প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর ওয়াশিংটন ডিসি-তে বড় বড় লবি গ্রুপ আছে, তারা কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার এবং নীতি-নির্ধারকদের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখে। তাদের পকেটে অর্থও অঢেল। রাজনীতিকদের নির্বাচনী প্রচারণায় চাঁদার যোগান দিয়ে তাদের ওপরেও প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

"ফেসবুকে এবং অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়ায় বহু ধরণের সমস্যার প্রমাণ থাকার পরও কিন্তু ২৫ বছর পেরিয়ে গেছে। আমরা কিন্তু এখনও ভোক্তাদের স্বার্থ সুরক্ষার জন্য কংগ্রেসের দিক থেকে এখনো কোন ধরণের আইনের প্রতীক্ষায় আছি, কিন্তু তারা তাদের দায়িত্ব মোটেই পালন করেনি," বলছেন প্রযুক্তি বিষয়ক সাংবাদিক কারা সুইশার। তিনি বলছেন, এখানে বিপদটা হচ্ছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় যারা সবচেয়ে বড় বড় কোম্পানি- যেমন ফেসবুক, গুগল, আমাজন, অ্যাপল এবং মাইক্রোসফট- তারাই এখন আবার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে এগিয়ে আছে। কাজেই কংগ্রেস যেখানে সোশ্যাল মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি, সেখানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের জন্য এখন 'অস্ত্র প্রতিযোগিতার' মতো যেরকম দৌড় শুরু হয়েছে, সেটি নিয়ে কতটা কী তারা করতে পারবে, সেটা নিয়ে প্রশ্ন আছে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং সোশ্যাল মিডিয়ার এই তুলনা কেবল তাত্ত্বিক নয়। নতুন যে এআই প্রযুক্তি তৈরি হচ্ছে, সেগুলো কিন্তু ফেসবুক, ইউটিউব বা টুইটারের মতো সাইটের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিতে পারে। এরপর এগুলোকে টগবগ করে ফুটতে থাকা ভুল তথ্য আর মিথ্যাচারের এক সমুদ্রে পরিণত করতে পারে। কারণ সত্যিকারের মানুষ থেকে ভুয়া মানুষের পোস্ট আলাদা করা তখন আরও বেশি কঠিন হয়ে পড়বে। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দিয়ে পরিচালিত ভুয়া একাউন্টগুলো তখন এমনভাবে পরিচালিত হবে যে তাদের বিশ্বাস না করার কোন কারণ থাকবে না। সরকার যদি সোশ্যাল মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণের জন্য নতুন নীতি তৈরিতে সফলও হয়, ততদিনে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ভুয়া তথ্যের বন্যায় ক্ষতি যা হওয়ার হয়ে যাবে। এসব নতুন রেগুলেশন তখন অর্থহীন হয়ে পড়বে।

> ২০১৯ সালে ওপেনএআই নামের একটি গবেষণা দল এমন একটি সফটওয়্যার তৈরি করেছিল, যেটি কয়েক মাত্র প্যারাগ্রাফের একটি অর্থবহ টেক্সট লিখতে পারতো। এছাড়া এই সফটওয়্যার সুনির্দিষ্ট নির্দেশ ছাড়া কোন কিছু পড়ে মোটামুটি তা বুঝতে পারতো, কিছুটা বিশ্লেষণ করতে পারতো।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ভিড় সামলাতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরও উৎসব স্পেশাল ট্রেন

মালিগাঁও, ০২ নভেম্বর, ২০২৪: এই উৎসবের মরসুমে যাত্রীদের বর্ধিত চাহিদা পূরণ করতে ও আরামদায়ক ভ্রমণ নিশ্চিত করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে আরও কয়েকটি উৎসব স্পেশাল ট্রেন পরিচালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। উৎসব স্পেশাল ট্রেনগুলির বিবরণ নিম্নরূপঃ

ট্রেন নং. ০৫৬২৯ (আগরতলা-সেকেন্দ্রাবাদ) একমুখী স্পেশাল ০৩ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখের ০৬.২০ ঘণ্টায় আগরতলা থেকে রওনা দিয়ে তৃতীয় দিন ১৬.১৫ ঘণ্টায় সেকেন্দ্রাবাদ পৌঁছবে।

ট্রেন নং. ০৪৬১৯ (আগরতলা-ফিরোজপুর ক্যান্ট.) একমুখী স্পেশাল ০৩ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখের ১৪.১০ ঘণ্টায় আগরতলা থেকে রওনা দিয়ে তৃতীয় দিন ২১.৪০ ঘণ্টায় ফিরোজপুর ক্যান্ট পৌঁছবে।

ট্রেন নং. ০৪৬৯৬ (লুধিয়ানা-নিউ জলপাইগুড়ি) উৎসব স্পেশাল ০২ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখের ২২.১৫ ঘণ্টায় লুধিয়ানা থেকে রওনা দিয়ে তৃতীয় দিন ০৫.১০ ঘণ্টায় নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময় ট্রেন নং. ০৪৬৯৫ (নিউ জলপাইগুড়ি-লুধিয়ানা) উৎসব স্পেশাল ০৪ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখের ১০.০০ ঘণ্টায় নিউ জলপাইগুড়ি থেকে রওনা দিয়ে পরের দিন ১৬.৫৫ ঘণ্টায় লুধিয়ানা পৌঁছবে।

ট্রেন নং. ০১০৮১ (ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ টার্মিনাস-আগরতলা) উৎসব স্পেশাল ০৩ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ টার্মিনাস থেকে রওনা দিয়ে ০৬ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখের ০৭.৪০ ঘণ্টায় আগরতলা পৌঁছবে। ফেরত যাত্রার সময় ট্রেন নং. ০১০৮২ (আগরতলা-ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ টার্মিনাস) উৎসব স্পেশাল ০৭ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখের ১৫.১০ ঘণ্টায় আগরতলা থেকে রওনা দিয়ে ১০ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখের ০৮.২০ ঘণ্টায় ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ টার্মিনাস পৌঁছবে।

গঙ্গায় পবিত্র স্নানে যাওয়া ছট পূজা ভক্তদের জন্য দুটি ডেমু স্পেশাল ট্রেন কাটিহার ও মনিহারির মধ্যে চালানো হবে। প্রথম স্পেশাল ট্রেনটি ০২ থেকে ০৫ নভেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত কাটিহার থেকে দৈনিক ২১.১৫ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে মনিহারিতে পৌঁছবে ২২.০০ ঘণ্টায়। ফেরত যাত্রার সময় ট্রেনটি মনিহারি থেকে ২৩.৪৫ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে রওনা দিয়ে কাটিহারে ০০.৩০ ঘণ্টায় পৌঁছবে। দ্বিতীয় স্পেশাল ট্রেনটি ০৩ থেকে ০৬ নভেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত কাটিহার থেকে দৈনিক ০১.৩০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে মনিহারিতে পৌঁছবে ০২.১৫ ঘণ্টায়। ফেরত যাত্রার সময় ট্রেনটি মনিহারি থেকে ০৪.০০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে রওনা দিয়ে কাটিহারে ০৪.৪৫ ঘণ্টায় পৌঁছবে।

এই ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি-এর ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন সংবাদপত্র ও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বিভিন্ন সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রা করার পূর্বে এই বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের প্রতি অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

ঢাকায় ৮ দফা দাবিতে শহীদ মিনারে গণসমাবেশ সংখ্যালঘু ঐক্যমোর্চার

ঢাকা থেকে মনির হোসেন।। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন ও মন্দিরে হামলার ঘটনায় দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল গঠন করে দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি, ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদান ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থাসহ ৮ দফা দাবিতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গণসমাবেশ করেছে সংখ্যালঘু ঐক্যমোর্চা।

শনিবার বিকেল সাড়ে তিনটায় ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গনে এ মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় দলে দলে বিভিন্ন সনাতনী সংগঠনের ব্যানারে শহীদ মিনারে জড়ো হয় আন্দোলনকারীরা। শঙ্খ বাজিয়ে ও জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে সমাবেশ শুরু করেন তারা। এসময় সমাবেশে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশে চলমান হিন্দু নির্যাতনের বিরুদ্ধে এবং হিন্দুদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে ৮ দফা দাবি নিয়ে ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বিশাল প্রতিবাদ সমাবেশ করে। গত ৯ আগস্ট থেকে হিন্দুরা আন্দোলন করে যাচ্ছে। হিন্দুদের উপর যে অত্যাচার হচ্ছে সেটা বন্ধ করার জন্য সংখ্যালঘুরা সংগ্রাম করছে। তাদের উদ্দেশ্য ক্ষমতায় বসার নয়, দেশকে অস্থিতিশীল করার নয়। তারা কেবল অধিকারের জন্য আনন্দোলন করছে। তাদের ৮ দফা দাবি বাস্তবায়নের জন্যই এই সংগ্রাম করছে। এসময় যাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে তাদের মামলা প্রত্যাহারের আহব্বান জানান।

মূলত চতুর্মুখী লড়াই বিধানসভার উপনির্বাচনে ৫ জেলায় ৬ আসনে

কলকাতা, ২ নভেম্বর (হি. স.) : বিধানসভা কেন্দ্রের ৬ আসনের উপ-নির্বাচনে মূলত চতুর্মুখী লড়াই। এই মুহূর্তে ভোটের প্রচার তুঙ্গে। শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া বিরোধীরাও পিছিয়ে নেই এ যাত্রায় লড়াইয়ে। প্রধান বিরোধী দল বিজেপি ও কংগ্রেস এবং বামেরা সব আসনে প্রার্থী দিয়েছে। বামেরা শরিকদলকে সুষমভাবেই আসন বন্টন করেছে। সিপিআই (এম), সিপিআই, আর এস পি, ফরওয়ার্ড ব্লক, সিপিআইএম (লিবারেশন), আই এস এফ প্রত্যেকে একটি করে আসনেই রয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নে টেক্কা দিতে সন্মুখ সমরে বাম-কংগ্রেস। প্রতিষ্ঠান বিরোধী ভোটের দিকেই তাকিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি। এর সঙ্গে দুর্নীতি পিছু ছাড়েনি শাসকদলের। চতুর্মুখী লড়াই হলেও নির্দল প্রার্থী ও রয়েছেন আসরে। এছাড়াও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিও সশরীরে বহাল তবিয়তেই ভোটের আসরে প্রার্থী পদে খাড়া হয়ে রয়েছেন। যদিও তাদেরকে তেমন ধর্তব্যের মধ্যেই আনছেন না প্রধান স্বীকৃত দলগুলি। এত সব কিছুকে ছাপিয়েও যে ভোটবাক্সে আর জি কর ইস্যুতে যে প্রভাব বিস্তার করবে না হলফ করে তা কিন্তু বলা যায় না। এমতাবস্থায় শাসকের ভোট ভাগের প্রশ্ন রয়েই গিয়েছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে উপ নির্বাচনে ভোটগ্রহণ করা হবে। দুর্নীতির প্রতিফলন কতটা সুদূরপ্রসারী আদৌ তা রয়েছে কিনা জানতে হলে আমজনতার রায়ের দিকেই তাকিয়ে থাকতে হবে।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-46/ EE/RD/KGT/DIV/IE/DMU/ 2024-25 dt 22/10/2024

On behalf of the Governor of Tripura, The Executive Engineer, R D Kumarghat Division, Kumarghat, Unakoti Tripura invites Percentage rate e-tender on double bid system from the eligible bidders up to 11.00 A.M. of 06/11/2024 for 01 no. work. For details visit website https:// tripuratenders.gov.in leprocure.gov.in and may contact at ph. No.9612590474 (M)/ e- mail een1kgt@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA/C/2268/24

RD Kumarghat Division'

PNIT NO: e-PT-XXIII/EE/ RDD/ABS-DIVN/JNR/2024-25, DATED-31/10/2024

On behalf of the 'Governor of Tripura' the Executive Engineer, R.D Ambassa Division, Dhalai District, Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 3.00 P.M. on 13/11/2024 for Hiring of 1 No. Scorpio for SE R.D 4th Circle, Ambassa for the period of 1 (one) year. For details visit website https:// tripuratenders.gov.in and contact at M-08732042622 (during office hours only). Any subsequent corrigendum will be available in the website only. Also everyone is requested to give up the use of plastic for the sake of the earth.

ICA/C/ 2259/24

[Er. U. Debbarma]
Executive Engineer
R.D. Ambassa Division

রাতে যুবতীর দেহ উদ্ধার গরফায় বন্ধুর ফ্ল্যাট থেকে

কলকাতা, ২ নভেম্বর (হি.স.): দক্ষিণ কলকাতার গরফা এলাকায় এক যুবতীর রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।শারীরিক অসুস্থতায় মৃত্যু নাকি ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে অন্য কিছু, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ২/৭ শহিদ নগর এলাকার এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে গড়ফা থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রের খবর, বিশেষ বন্ধুর ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হয় মধুরিমা রায় নামে বছর ৩৫-এর ওই যুবতীর দেহ।

খুন না কি আত্মহত্যা, না কি অন্য কোনও কারণে মৃত্যু হয়েছে যুবতীর, তা এখনও পরিষ্কার নয়। ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ। গরফা থানার পুলিশ সূত্রে খবর, ওই ঘটনায় এক জনকে আটক করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে প্রতিবেশীদেরও।

পুলিশ সূত্র খবর, কালীপুজোর পরের দিন ওই ফ্ল্যাটে পার্টি হয়। বৃহস্পতিবারের পর শুক্রবার সন্ধেয় বন্ধুর বাড়িতে পার্টি ছিল। তাতে যোগ দিয়েছিলেন তরুণী। সঙ্গে পার্টিতে যান তরুণীর বোনও। জানা গিয়েছে, পার্টিতে আকণ্ঠ মদ্যপান করেছিলেন তরুণী। রাত ১২টা নাগাদ বাড়ি ফেরার চেষ্টা করেন।

সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামছিলেন তিনি। সেই সময় আচমকাই বেসামাল হয়ে পড়ে যান। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করা হয়।

যদিও তাঁর বিশেষ বন্ধু দাবি করেছেন, দুপুরে একাই ফ্ল্যাটে ছিলেন ওই যুবতী। মাকে ডাক্তার দেখিয়ে দুপুরে যখন তিনি বাড়ি ফেরেন, তখন বান্ধবী শুয়ে ছিলেন। ঘুমিয়ে আছেন ভেবে তাঁরা তাঁকে ডাকাডাকি করেননি। কিন্তু সন্ধ্যার পরেও বান্ধবী বিছানা ছেড়ে না ওঠায় তাঁকে ডাকাডাকি করেন। কিন্তু তখন তাঁর সাড়াশব্দ পাননি।

যুবকের দাবি, তিনি এবং তাঁর মা এর পর ওই যুবতীর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। প্রতিবেশীদের ডাকেন। ১০০ নম্বর ডায়াল করে খবর পাঠানো হয় পুলিশকেও। পরে পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে এমআর বাঙুর হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানকার চিকিৎসকেরা মহিলাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

কাশ্মীরের অনন্তনাগে নিকেশ দুই জঙ্গি, শ্রীনগরেও চলছে গুলির লড়াই

শ্রীনগর, ২ নভেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয়েছে দুই জঙ্গি। শনিবার দক্ষিণ কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার হালকান গালি বনাঞ্চলে এনকাউন্টারে দুই সন্ত্রাসবাদী নিকেশ হয়েছে। ওই এলাকায় এখনও অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে সেনাবাহিনী, জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ এবং সিআরপিএফ।জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ জানিয়েছে, অনন্তনাগ জেলার হালকান গালি বনাঞ্চলে জঙ্গিদের গতিবিধি সম্পর্কে টের পাওয়ার পর ওই এলাকায় অভিযান চালায় সুরক্ষা বাহিনী। জওয়ানদের দেখতে পাওয়া মাত্রই জঙ্গিরা গুলি চালায়, সুরক্ষা বাহিনী পাল্টা গুলি চালালে নিকেশ হয়েছে দুই সন্ত্রাসবাদী। এখনও গুলির লড়াই চলছে বলে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে, শ্রীনগরেও চলছে গুলির লড়াই। সেখানে জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে দুই সিআরপিএফ জওয়ান ও একজন পুলিশ কর্মী-সহ ৩ জন আহত হয়েছেন।

জম্মু ও কাশ্মীরে উপর্যুপরি সন্ত্রাসী হামলা, নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি ফারুক আব্দুল্লাহর

শ্রীনগর, ২ নভেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরে উপর্যুপরি সন্ত্রাসী হামলার ঘটনায় নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানালেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা ন্যাশনাল কনফারেন্স প্রধান ফারুক আব্দুল্লাহ। শনিবার ফারুক আব্দুল্লাহ বলেছেন, "আমি সন্দেহ করি কেন সরকার গঠনের আগে গুলির লড়াইয়ের ঘটনা ঘটেনি। কে এটা করছে তা খুঁজে বের করার জন্য একটি নিরপেক্ষ ও স্বাধীন তদন্ত হওয়া উচিত।'ফারুক আব্দুল্লাহ আরও বলেছেন, পর্যটন সমৃদ্ধ হচ্ছে এবং মানুষজন নিজেদের নিয়মিত কাজ করছেন, সন্ত্রাসবাদ সর্বনিম্ন পর্যায়ে ছিল, তাই আমি তদন্ত দাবি করছি।

PNIe-T No:- 85/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2024-25 Dated: 29/10/2024

The Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid system tender(s) from reputed resourceful Manufacturers / Authorized Sales & Service Dealer or Distributor having experience in similar nature of Air Conditioning works in Government/Government Undertaking Buildings and Service centre/Service Provider in Tripura for the following work:-

Name of work: Providing, installation and commissioning of Air Conditioning System in the newly Constructed Integrated Public Health Lab (IPHL) under PM-ABHIM at Sonamura Sub-Divisional Hospital at Melaghar, Sipahijala, Tripura..

DNIET No: 10/B/DNIeT/SE-IV/PWD(R&B)/2024-25.

1. ESTIMATED COST:- Rs 63,94,984.00
2. EARNEST MONEY :- Rs 1,27,900.00
3. TIME OF COMPLETION:- 180 (One Hundred Eighty) Days.
4. Bid Fee
: Rs 4,000/-
5. Last date & time for online Bidding: 18/11/2024 upto 3:00 PM

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https:// tripuratenders.gov.in

ICA/C/2263/24

Executive Engineer
Mechanical Division, PWD, Agartala

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA: TRIPURA
Notice inviting e- tender.

PNIe-T- No: 11/EE/DIV-I/AMC/2024-25 Dated:- 29/10/2024

The Executive Engineer, PW DIV-I, AMC on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC invites online percentage rate bids, on open bidding format for the following works:-

Sl No.	DNIET No	Estimate Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	D.N.I.E.T No. 24/EE/DIV-I/AMC/ 2024-25	Rs. 27,75,572/-	Rs. 55,511/-	120 (One hundred twenty) days
2	D.N.I.E.T No. 25/EE/DIV-I/AMC/ 2024-25	Rs. 9,70,957/-	Rs. 19,419/-	45 (Forty five) days
3	D.N.I.E.T No. 26/EE/DIV-I/AMC/ 2024-25	Rs. 63,20,520/-	Rs. 1,26,410/-	120 (One hundred twenty) days

1. Last date and time for document downloading / bidding: 11-11-2024 at 14.00 Hrs / 15.00 Hrs
2. Time and date of opening of bid: 11-11-2024 at 16.00 Hrs (if possible)
3. Bid forms and other details can be obtained from website https://tripuratenders.gov.in

(Er. Sujay Chaudhury)
Executive Engineer,
PW Division- I,
Agartala Municipal Corporation.

জলপাইগুড়িতে আগুনে পুড়ে ছাই তিনটি ঘর

জলপাইগুড়ি, ২ নভেম্বর (হি. স.) : জলপাইগুড়ির বানারহাট ব্লকের তোতাপাড়া চা বাগান বাজার এলাকায় আগুনে তিনটি ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে। এই ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই। জানা গেছে, এদিন স্থানীয় লোকজন প্রথমে আগুন দেখতে পান। পরে স্থানীয় লোকজনসহ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যরা আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেন। একই সঙ্গে দমকল সার্ভিসকে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে বীরপাড়া থেকে দমকল সার্ভিসের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ততক্ষণে তিনটি ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। এই ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর নেই। আগুনে লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এসটিএফের বড় পদক্ষেপ, পশ্চিমবঙ্গে ৮ কোটি টাকার কাশির সিরাপ বাজেয়াপ্ত

কলকাতা, ২ নভেম্বর (হি.স.) : পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)-এর শিলিগুড়ি ইউনিট একটি আন্তঃরাজ্য মাদক পাচারকারী চক্রের বিরুদ্ধে বড় সাফল্য পেল। আট কোটি টাকার মাদক মিশ্রিত কাশির সিরাপের বিশাল চালান বাজেয়াপ্ত করেছে বাহিনী। শনিবার বিকেলে এসটিএফ এসপি ইন্দ্রজিৎ বসু এ তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি জানান, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে ৩১শে অক্টোবর থেকে ১লা নভেম্বর রাতে এসটিএফের শিলিগুড়ি ইউনিটের দল ফাঁসিদেওয়া থানার বিধাননগর এলাকার মুরুলিগাছ চেকপোস্টের কাছে তল্লাশি চালায়। এই সময় এসটিএফের দলটি একটি ট্রাক থেকে ইস্কুফ নামের ওষুধ মেশানো ৫৪ হাজারেরও বেশি বোতল কাশির সিরাপ উদ্ধার করে, যার আনুমানিক বাজার মূল্য ৮ কোটি টাকা বলে জানা গেছে।

এই ঘটনায় অসমের চিরাং জেলার বাসিন্দা আবু তাহির (৩৬ বছর) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, ধৃত ব্যক্তি একটি আন্তঃরাজ্য মাদক চোরাচালান চক্রের সদস্য। উদ্ধার হওয়া চালানটি ঝাড়খণ্ড থেকে অসমে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। মার্বেল পাউডার (ওয়াল পুটি) এর নীচে প্রচুর পরিমাণে লুকিয়ে ট্রাকে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল যাতে কেউ কাশির সিরাপ দেখতে না পারে।

করিমগঞ্জের বৈঠাখালে বাস দুর্ঘটনা, আহত ৩০-এর বেশি যাত্রী, সংকটজনক পাঁচ

পাথারকান্দি (অসম), ২ নভেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দি থানাধীন বৈঠাখাল বাজার এলাকায় ৮ নম্বর জাতীয় সড়কে একটি যাত্রীবাহী বাস দুর্ঘটনায় ৩০-এর বেশি আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে পাঁচজনের শারীরিক অবস্থা সংকটজনক বলে জানা গেছে।

দুর্ঘটনাটি আজ শনিবার সকাল প্রায় সোয়া আটটা নাগাদ সংঘটিত হয়েছে।

বাজারিছড়া থানাধীন রাঙামাটি থেকে জেলা সদর করিমগঞ্জ যাচ্ছিল যাত্রীবোঝাই এএসটিসি পরিষেবার এএস ১০ ৫৮২০ নম্বরের বাস। বাসে স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী সহ শিশু-পুরুষ-মহিলা সাধারণ যাত্রী ছিলেন। কিন্তু বাসটি বৈঠাখাল এলাকায় জাতীয় সড়কের পাশে একটি ধাবার সামনে এসে আচমকা পাল্টি খেয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। সংঘটিত দুর্ঘটনায় জখম হয়েছেন তিরিশের বেশি যাত্রী।

স্থানীয়রা দ্রুত ছুটে গিয়ে বাসের ভিতর থেকে আহত যাত্রীদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য পাথারকান্দি সামূহিক হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। পরবর্তীতে পাথারকান্দি হাসপাতাল থেকে আহত বেশ কয়েকজনকে করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে পাঁচজনের শারীরিক অবস্থা সংকটজনক বলে জানা গেছে।

ইত্যবসরে অকুস্থলে ছুটে আসে পুলিশের দল। পুলিশ দুর্ঘটনার কারণ ইত্যাদি জানতে তদন্ত শুরু করেছে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসের যাত্রীরা পুলিশের কাছে প্রদত্ত বয়ানে বলেছেন, বাসের চালক দুর্ঘটনার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত অনর্গল তার মোবাইল ফোনে কথা বলতে ব্যস্ত ছিলেন। বৈঠাখালে আসার পর অপেক্ষারত কয়েকজন যাত্রী বাসটিকে দাঁড়াতে সিগন্যাল দেন। তখন আচমকা ব্রেক কষেন ফোনে বার্তালাপে ব্যস্ত চালক। আচমকা ব্রেক কষার ফলে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে উল্টে যায়।

মাঙ্কিপক্স নয়, চিকেনপক্স-এর রোগী ছিলেন মৃত ব্যক্তি, স্পষ্টীকরণ গৌহাটি মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষের

গুয়াহাটি, ২ নভেম্বর (হি.স.) : গৌহাটি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল (জিএমসিএইচ)-এ কোনও মাঙ্কিপক্সের রোগী নেই বা ছিলেনও না। নিহত ব্যক্তি ছিলেন চিকেনপক্সের রোগী, অকপটে বলেছেন জিএমসিএইচে-র সুপারিনটেনডেন্ট ডা. অভিজিৎ শর্মা। বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত এবং সম্প্রচারিত একটি উদ্বেগজনক খবরের সত্যতা জানাতে গিয়ে এই স্পষ্টীকরণ দিয়েছেন তিনি।

প্রাথমিক এক খবর ছিল, গৌহাটি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে মাঙ্কিপক্সে আক্রান্ত জনৈক রোগীর মৃত্যু হয়েছে। ওই রোগী কার্ডিওথোরাসিক এবং নিউরোসায়েন্স সেন্টারের নিউরো সার্জারি বিভাগে ভরতি ছিলেন। খবর ছিল, তিনজন মেডিক্যাল স্টাফ যেমন একজন নার্স, একজন টেকনিশিয়ান এবং একজন ওয়ার্ড বয় মৃত ব্যক্তির সংস্পর্শে এসেছেন।

তাঁদের শরীরে সংশ্লিষ্ট সংক্রমণের লক্ষণ ধরা পড়েছে। আরও জানা গিয়ছিল, মাঙ্কিপক্সে আক্রান্ত আরেক রোগীর অবস্থা স্থিতিশীল এবং তাঁকে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

এ ধরনের খবর সম্প্রচারিত হলে মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপতালের সুপারিনটেনডেন্ট ডা. শর্মা স্পষ্টীকরণ দিয়ে বলেছেন, 'প্রশ্নবিদ্ধ বিষয়টি আসলে চিকেনপক্স, মাঙ্কিপক্স নয়।

মিডিয়ায় এই খবর ভুল রিপোর্ট করা হয়েছে। মাঙ্কিপক্স সম্পর্কে ভুল তথ্য প্রকাশিত এবং সম্প্রচারিত হওয়ায় জনমনে অহেতুক আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে।'

শীতের মরশুমের জন্য বন্ধ হয়ে গেল গঙ্গোত্রী ধাম, ধর্মীয় রীতি মেনে হল পুজো

উত্তরকাশি, ২ নভেম্বর (হি.স.): চারধামের অন্যতম গঙ্গোত্রী ধাম শনিবার বন্ধ হয়ে গেল। শনিবার যথোচিত ধর্মীয় রীতি মেনে শীতকালীন মরশুমের জন্য বন্ধ হয়ে গেল গঙ্গোত্রী ধাম। মন্দির বন্ধ হওয়ার আগে এদিন সকাল থেকে বিশেষ পূজার্চনাও করা হয়। শুভ অভিজিৎ মুহুর্তে দুপুর ১২.১৪ মিনিটে বিপুল সংখ্যক ভক্তদের উপস্থিতিতে মন্দিরের দরজাগুলি আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ করা হয়।এই উপলক্ষে মন্দির গাঁদা ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে। অপরূপ সৌন্দর্য্যে সাজিয়ে তোলা হয়েছিল গঙ্গোত্রী মন্দির। এই বছর এখনও পর্যন্ত আট লক্ষেরও বেশি তীর্থযাত্রী উত্তরকাশী জেলার গঙ্গোত্রী ধাম দর্শন করেছেন। এছাড়াও, রুদ্রপ্রয়াগের কেদারনাথ ধাম এবং উত্তরকাশীর যমুনোত্রী ধামের দরজাগুলিও বন্ধ করার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। আগামীকাল ভাইফোঁটার দিন উভয় ধামের দরজা বন্ধ করা হবে।

Walk-in-Interview

Programme for Walk-In Interview is scheduled to be held on 11th November-2024 to 13th November-2024 for filling up of vacant post of Anganwadi Workers & Anganwadi Helpers in different AWCS of various GP/ VC/Ward, Ambassa RD Block, Ganganagar RD Block & Ambassa Municipal Council under Ambassa ICDS Project, Dhalai, Tripura on Purely" No Work No Honorarium basis".

Notification No.F.1 (87) CDPO/AMB/2024/244(14) Dated-18/09/2024

Block wise Walk-in-interview scheduled are given below:

Nameof Block/AMC	Dateof interview	Nameof Post	TIME	Venue	Remarks
Ganganagar R.DBlock	11-11-2024	Anganwadi Workers	10.30AM to 12 Noon	Office of the CDPO, Ambassa Dhalai Tripura.	All eligible candidates of AWWs under Ganganagar RD Block
Ganganagar R.DBlock	11-11-2024	Anganwadi Helpers	12.30PM to1.30PM	Office of the CDPO, Ambassa Dhalai Tripura.	All eligible candidates of AWHs under Ganganagar RD Block.
AmbassaRD Block	12-11-2024	Anganwadi Workers	10.30AM to11.30 AM	Office of the CDPO, Ambassa Dhalai Tripura.	All eligible candidates of AWWs under Ambassa RD Block
AmbassaRD Block	12-11-2024	Anganwadi Helpers	11.30PM to1.30PM	Office of the CDPO, Ambassa Dhalai Tripura.	All eligible candidates of AWHs under Ambassa RD Block
AmbassaRD Block	12-11-2024	Anganwadi Helpers	2 PM to 3 PM	Office of the CDPO, Ambassa Dhalai Tripura.	All eligible candidates of AWHs under Ambassa RD Block
Ambassa Municipal Council	13-11-2024	Anganwadi Workers	10.30AM to12 Noon	Office of the CDPO, Ambassa Dhalai Tripura.	All eligible candidates of AWWs under Ambassa MC.
Ambassa Municipal Council	13-11-2024	Anganwadi Helpers	12 Noon to 1.30 PM	Office of the CDPO, Ambassa Dhalai Tripura.	All eligible candidates of AWHs under Ambassa MC.

At the time of interview all candidates are required to produce educational qualification certificate, marital status proof, age proof, address proof, ration card, Aadhaar card, ROR, PRTC, disability certificate (if applicable, caste certificate (If applicable} etc original certificates/ testimonials.

Reporting time before 1(one) hour commencement of the interview.

ICA/D/1184/24

Child Development Project Officer (I/C)
Ambassa ICDS Project
Ambassa Dhalai Tripura.

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

লিভারের বিরল রোগ চুপিসারে ক্ষতি করে কিডনিরও

শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলির মধ্যে একটি হল লিভার, যা একবার খারাপ হতে শুরু করলে তাকে মেরামত করা খুব কঠিন। আর লিভারের বেশির ভাগ রোগ সহজে সারতেই চায় না। বরং দীর্ঘ দিন ধরে কুরে কুরে লিভারকে নিঃশেষ করতে থাকে। শেষে গিয়ে প্রতিস্থাপন ছাড়া আর কোনও গতি থাকে না। লিভারের রোগগুলির মধ্যে এটি বড়ই বিরল। এই রোগ আবার জানান দিয়ে আসে না। তলে তলে বাসা বাঁধে এবং বছরের পর বছর উপসর্গহীন ভাবেও থেকে যেতে পারে। এই রোগ কেবল লিভারের নয়, শরীরের অন্য অঙ্গগুলিরও ক্ষতি করে। বিশেষ করে কিডনির ক্রনিক অসুখের কারণও হয়ে উঠতে পারে।

ফ্যাটি লিভারের কয়েক কাঠি উর্ধ্বে লিভারের পরতে পরতে চর্বি জমলে এই রোগ হয়, যার নাম ''মেটাবলিক ডিজফাংশন-অ্যাসোসিয়েটেড স্ট্যাটোটিক লিভার ডিজিজ'' বা এমএএসএলডি। লিভারে যদি ১০ শতাংশের বেশি মেদ জমে যায়, তখন তা ধীরে ধীরে স্ট্যাটোটিক রোগের দিকে বাঁক নেয়। এই রোগ ফ্যাটি লিভারেরই একটি ধরন, তবে তার চেয়েও মারাত্মক। এই বিষয়ে কলকাতার একটি হাসপাতালের ইন্টারনাল মেডিসিনের চিকিৎসক পুষ্পিতা মণ্ডল আনন্দবাজার অনলাইনকে বললেন, ''লিভারের ক্ষতি হলে তা সারা শরীরে প্রভাব ফেলে। এমনও দেখা গিয়েছে, ক্রনিক লিভারের রোগ থেকে কিডনি ফেলিয়োরও হয়েছে। এই ধরনের ফ্যাটি লিভারের অসুখ থেকে লিভার সিরোসিসও হতে পারে।'' ফ্যাটি লিভার দু'রকম। অ্যালকোহলিক ও নন অ্যালকোহলিক। মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান থেকে লিভারে চর্বি জমলে তা অ্যালকোহলিক ফ্যাট। কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রটি মূলত খাদ্যতালিকায় অতিরিক্ত, তেল, ফ্যাট জাতীয় উপাদান বেড়ে গেলে হয়। এমএএসএলডি নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভারের রোগ। মদ্যপানের কারণে নয়, হজমপ্রক্রিয়ার দীর্ঘস্থায়ী গোলমালের কারণে হয়। চিকিৎসক জানাচ্ছেন, লিভারে অতিরিক্ত চর্বি বা ফ্যাট জমতে শুরু করলে এই অঙ্গটি তার নিজস্ব কার্যক্ষমতা হারাতে শুরু করে। শরীরে জমা দূষিত পদার্থ বা ''টক্সিন'' থেকে লিভার নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে পারে না। রক্তের মাধ্যমে বাহিত হয়ে সেই দূষিত পদার্থ অন্ত্রে পৌঁছে যায়। প্রাথমিক ভাবে সেখান থেকেই প্রদাহ শুরু হয়। আর এর আক্রমণ এতই নিঃশব্দে ও ধীরে ধীরে হয় যে, ধরা পড়ার আগেই শরীরের ভিতরে তা অনেকটাই ক্ষতি করে ফেলে। এই ধরনের ফ্যাটি লিভার থেকে সিরোসিস, হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমায় আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। কিডনির ক্ষতি হয় কতটা? লিভারের রোগ হলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে আসে। তখন অন্য অঙ্গগুলিও ভুগতে শুরু করে। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় কিডনির। এই বিষয়ে নেফ্রোলজিস্ট অনিন্দ্য মৈত্র বলছেন, ''ক্রনিক লিভারের রোগ হলে তার থেকে অ্যাকিউট কিডনি ফেলিয়োর হতে পারে। তলপেটে ব্যথা, যন্ত্রণা, প্রদাহ শুরু হবে, প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে লিভার যদি একেবারেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তা হলে আগে লিভার প্রতিস্থাপন করতে হবে। তার পরে কিডনি প্রতিস্থাপনের কথা ভাবা যাবে। লিভারের রোগ যদি মারাত্মক আকার নেয়, তা হলে তার থেকে ''হেপাটোরেনাল সিনড্রোম'' নামে কিডনির রোগ হয়, যা প্রাণঘাতী হতে পারে। রোগীর অবস্থা বাড়াবাড়ি পর্য্যায়ে গেলে তখন লিভার বা কিডনি কোনও কিছুই আর প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হবে না।''

রোগ শনাক্ত করার উপায় কী? লিভারে কোনও সমস্যা হয়েছে কি না, তা নির্ধারণ করতে ''লিভার ফাংশন টেস্ট'' (এলএফটি) করতে হয়। তা ছাড়া সিটি স্ক্যান, লিভার আলট্রাসাউন্ড, এমআরআই স্ক্যান করে লিভারের অবস্থা বোঝা যেতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে লিভার বায়োপসি করেও দেখা হয়।

এমএএসএলডি ধরা পড়লে কী করণীয়? রোগ সারবে কী উপায়ে? লিভার সুস্থ রাখতে জীবনযাপনে সংযমই আসল দাওয়াই। যদি এমএএসএলডির মতো জটিল রোগ ধরা পড়ে তা হলেও শরীরচর্চা ও সঠিক ডায়েটের মাধ্যমে তা সারিয়ে তোলা সম্ভব। কী ভাবে জেনে নিন। ১) সবচেয়ে আগে জরুরি সুষম ডায়েট। কার্বোহাইড্রেট ও চিনি খাওয়ার পরিমাণ কমাতে হবে। বাইরের খাবার, ভাজাভুজি, প্রক্রিয়াজাত খাবার, নরম পানীয়, অ্যালকোহল পুরোপুরি বন্ধ করে দিতে হবে। তা হলেই লিভারে প্রদাহ কমবে, ক্ষত সারতে শুরু করবে ধীরে ধীরে। ২) লিভারের ক্ষত সারাতে মেডিটেরেনিয়ান ডায়েট খুবই কার্যকরী হতে পারে। মূলত ডাল ও দানাশস্য জাতীয় খাবার খেতে বলা হয়। বাদ দিতে বলা হয় যে কোনও রকম রেড মিট। সব রান্নাই অলিভ তেলে করা হয়। বিভিন্ন রকম মরসুমি ফল, সবুজ সব্জি বেশি করে খেতে হবে এই ডায়েটে। উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের মধ্যে রাখতে হবে সয়াবিন, ছোলা, মসুর ডাল, লেবু, টোফু, বিভিন্ন রকম বাদাম, কিনোয়ার মতো দানাশস্য।

৩) সপ্তাহে আড়াই থেকে তিন ঘণ্টা হলেও কার্ডিয়ো, ওয়েট ট্রেনিং করতে হবে। সেই সঙ্গে নিয়ম করে হাঁটা, সাঁতার কাটা এই ব্যায়ামও ভাল। প্রশিক্ষকের পরামর্শ নিয়ে যোগাসন করলে লিভারের স্বাস্থ্য ভাল থাকবে। হজম প্রক্রিয়াও ভাল হবে।

৪) বেরিয়াট্রিক সার্জারিতেও অনেক সময়ে লিভারের রোগ সারানো যায়। এই ধরনের অস্ত্রোপচারে পাকস্থলীকে গুটিয়ে ছোট করে দেওয়া হয়, অথবা পাকস্থলীর আকার প্রায় ২০ শতাংশ কমিয়ে তার সঙ্গে অন্ত্রকে জুড়ে (বাইপাস) দেওয়া হয় এমন ভাবে যে কম পরিমাণ খাবারই শরীরে ঢুকবে। স্থূলত্ব, ক্রনিক লিভারের অসুখ, কিডনির রোগ, ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণ করা যায় এই পদ্ধতিতে।

পুষ্পিতার পরামর্শ, ওজন কমানোর ডায়েট আর ফ্যাটি লিভার সারানোর ডায়েট সম্পূর্ণ আলাদা। মদ্যপান থেকে লিভারের রোগ হোক বা না হোক, যকৃতে প্রয়োজনের বেশি চর্বি জমলে এই অভ্যাসটি একেবারে ত্যাগ করতে হবে। সেই সঙ্গে চিনি বা কৃত্রিম চিনি, দুই-ই খাওয়া কমাতে হবে। শরীরচর্চার পাশাপাশি পর্য্যাপ্ত ঘুমও জরুরি।

আলুর বদলে কাঁচাকলার চিপ্স

অফিসে যাওয়ার আগে তাড়াহুড়ো করে খুব বেশি কিছু রাঁধতে পারেন না। আবার, কাজ থেকে ফিরে এক ক্লান্ত লাগে যে, খুব বেশি কিছু রাঁধতে ইচ্ছে করে না। সামান্য ডাল-ভাত আলুভাজা হলেই দিন কেটে যায়। কিন্তু বংশে প্রায় সকলেরই ডায়াবিটিস থাকায় কার্বোহাইড্রেট-যুক্ত খাবার বেশি খেতে বারণ করেছেন চিকিৎসক। লির পরিচয় তো মাছ-ভাতে। তাই অল্প হলেও রোজ ভাত খেতেই হবে। কিন্তু আলুভাজার তো বিকল্প রয়েছে। আলুভাজার বদলে কাঁচকলা ভাজা খেতে মন্দ লাগবে না।

কাঁচকলায় কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ অনেক কম। উল্টে প্রোটিন, ভিটামিন, ফাইবার, খনিজ লবণ আলুর চেয়ে অনেকটাই বেশি। ডাল-ভাত তো বটেই, অফিসে কাজের ফাঁকে হঠাৎ খিদে পাওয়া সামাল দিতে সঙ্গে রাখতে পারেন কাঁচকলার চিপ্স। খুব সহজে বাড়িতেই তা তৈরি করে ফেলা যায়। অনেকটা পরিমাণে চিপ্স ভেজে রাখলে, সহজে নষ্ট হওয়ার ভয়ও থাকে না। রইল পদ্ধতি।

উপকরণ:

কাঁচকলা: ৪টি

নুন: পরিমাণ মতো

গোলমরিচ: আধ চা চামচ

ভাজার জন্য তেল

প্রণালী:

প্রথমে কাঁচকলার খোসা ছাড়িয়ে নিন।

তার পর খুব পাতলা করে কলা কেটে জলে ভিজিয়ে রাখুন।

মিনিট দশেক পর জল থেকে তুলে ঝুড়ির মধ্যে রেখে দিন। একেবারে জলশূন্য করতে হলে খবরের কাগজ বা শুকনো কাপড়ের উপরে ছড়িয়ে রাখতে পারেন।

এ বার কড়াইয়ে বেশ অনেকটা তেল দিন। কেটে রাখা কাঁচকলা অল্প অল্প করে ভেজে তুলুন। আঁচ একেবারে কমিয়ে রাখবেন। কলা ভাজা হয়ে গেলে কলার রং সোনালি হয়ে যাবে। তেল থেকে তুলে পেপার টাওয়েলের উপর ভাজা কলা ছড়িয়ে রাখুন।

মুচমুচে কলাভাজার উপর নুন এবং গোলমরিচ ছড়িয়ে দিলেই চিপ্স তৈরি।

খাঁটি ঘি, অলিভ অয়েলের এক সঙ্গে চুল পড়া রোধ করতে পারে

চুল ঝরার সমস্যায় দামি প্রসাধনী থেকে ঘরোয়া টোটকা, সবই ব্যবহার করে ফেলেছেন। কিন্তু সমস্যার কোনও কিনারা হয়নি। উল্টে কোনও কোনও সময়ে চুল পড়ার পরিমাণ বেড়ে গিয়েছে। তবে নানা ধরনের ঘরোয়া টোটকার মধ্যে খাঁটি ঘি এবং অলিভ অয়েলের মিশ্রণ বেশ কাজের। এই টোটকা মাথায় মাখলে চুল পড়া যেমন কমে, তেমন নতুন চুলও গজায়। কী এমন আছে ঘি এবং অলিভ অয়েলে?

খাঁটি ঘিয়ের মধ্যে রয়েছে ভিটামিন এ, ডি, ই এবং কে। অন্য দিকে ভিটামিন ই এবং কে-র পাশাপাশি অলিভ অয়েল মনোআনস্যাচুরেটেড ফ্যাট এবং অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টে সমৃদ্ধ। এই সমস্ত উপাদান চুলের জন্য ভাল। মাথার ত্বকের আর্দ্রতা, পিএইচের সমতা বজায় রাখতেও সাহায্য করে। ফলে চুল মজবুত হয়। রক্ত চলাচলও স্বাভাবিক থাকে।

কী ভাবে এই মিশ্রণ মাথায় মাখবেন?

প্রথমে ছোট একটি পাত্রে ২ টেবিল চামচ ঘি এবং ২ টেবিল চামচ অলিভ অয়েল ভাল করে মিশিয়ে নিন। এ বার এই মিশ্রণটি হালকা গরম করে নিন। খুব গরম তেল কিন্তু মাথার ত্বকে মাখা যাবে না।

এ বার মোটা দাঁতের চিরুনি দিয়ে ভাল করে চুল আঁচড়ে নিন। তার পর আঙুলের ডগা দিয়ে মাথার ত্বকে এই মিশ্রণ মেখে নিন। বিশেষ করে মাথার যে যে অংশ একেবারে ফাঁকা হয়ে গিয়েছে, সেখানে ভাল করে মাসাজ করুন। আধ ঘণ্টা রেখে শ্যাম্পু করে ফেলুন।

মধুর শিশিতে স্টিলের বদলে কাঠের চামচ ডোবানো হয় কেন?

সকালে খালি পেটে ঈষদুষ্ণ জলে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস এবং মধু খাওয়া এক রকম অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। ঘুম চোখে হাতের সামনে যে চামচটি পাওয়া যায়, সেটি কাপড় দিয়ে মুছে নিয়েই মধু শিশিতে ডুবিয়ে দেন। চামচ ভর্তি মধু তুলে নিয়ে তাকে চালান করে দেন সোজা গ্লাসে রাখা জলের মধ্যে। অনেককেই দেখেছেন মধু তোলার সময়ে স্টিলের চামচের বদলে শৌখিন কাঠের চামচ ব্যবহার করতে।

টেলিভিশনের বিজ্ঞাপনেও তেমন চামচের দেখা মেলে। কিন্তু বিশেষ পুষ্টিগুণও নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তবে পুষ্টিবিদেরা বলছেন, এই ধারণা ভুল না হলেও স্টিলের চামচ ব্যবহার করলে শরীরের কোনও ক্ষতি হয় না। আগে গেরস্ত বাড়িতে তামা বা লোহার পাত্র ব্যবহারের চল ছিল। সে ক্ষেত্রে মধুর সঙ্গে এই সব ধাতুর রাসায়নিক বিক্রিয়া হলেও হতে পারে। কিন্তু ভাল মানের স্টিলের ক্ষেত্রে সাধারণত তেমন কিছু হয় না।

মধুর মান ভাল রাখার জন্য বেশির ভাগ সংস্থা তাই কাচের পাত্র ব্যবহার করে। সব দিক থেকে একেবারে নিশ্চিন্ত থাকতে চাইলে কাঠের

এই চামচটি ব্যবহার করার নেপথ্যে বিশেষ কোনও কারণ আছে কি? মধু একবারেই প্রাকৃতিক জিনিস। অল্প হলেও মধুতে অ্যাসিড রয়েছে। তাই অনেকেরই ধারণা, ধাতব কোনও পাত্র মধুর সংস্পর্শে এলে বিক্রিয়া হতে পারে। এমনকি মধুর চামচ ব্যবহার করা যেতেই পারে। তবে সেই চামচ শিশিতে ডোবানোর আগে দেখে নিতে হবে, তা সঠিক ভাবে পরিষ্কার করা আছে কি না। শিশিতে ভিজে চামচ ডোবালেও কিন্তু মধু নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

সকালে চা, কফির বদলে পাকা পেঁপে খান

সকালে ঘুম থেকে উঠেই চা, কফির খোঁজ করে মন। ধোঁয়া ওঠা গরম চায়ে চুমুক না দিলে দিন যেন শুরু হতেই চায় না। চা মন এবং মেজাজ চাঙ্গা করে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে মাঝেমাঝে অন্য পথে হেঁটে চায়ের বদলে যদি পাকা পেঁপে খেয়ে দিন শুরু করেন, তা হলে জীবন খানিকটা বদলে যেতে পারে। সকালে যদি চায়ের বদলে পাকা পেঁপে খান, তা হলে কতটা সুফল পাবে শরীর?

ওজন হাতের মুঠোয় থাকে- রোগা হওয়া মুখের কথা নয়। তবে সকাল যদি শুরু করা যায় পাকা পেঁপে খেয়ে, তা হলে খানিকটা সুফল পাওয়া যায়। দিনের শুরুতেই যদি পেঁপে খাওয়া যায়, তা হলে দীর্ঘ ক্ষণ পেট ভর্তি থাকে। ঘন ঘন খিদে পায় না। এতে বেশি খাবার খেয়ে নেওয়ার ঝুঁকি থাকে না।

হার্টের খেয়াল রাখে- পেঁপেয় রয়েছে পটাশিয়াম, ফাইবার, ভিটামিনের মতো উপাদান। যা হার্ট সংক্রান্ত সমস্যা দূরে রাখে। তা ছাড়া পেঁপেয় চিনির পরিমাণ খুবই কম। বরং ফাইবার অনেক বেশি আছে। ফলে ডায়াবিটিসের ঝুঁকি কমানোর পাশাপাশি হজমশক্তিও বাড়িয়ে তোলে।

ঝকঝকে ত্বক- পেঁপে ত্বক ভিতর থেকে ঝকঝকে করে তোলে। পেঁপেয় থাকা এনজাইম ত্বকে পুষ্টি জোগায়। বলিরেখা, মেচেতার দাগ দূরে চলে যায়। ব্রণ হওয়ার সুযোগ পায় না। পেঁপে পেটের খেয়াল রাখে। পেট ঠিক থাকলে ত্বকেও তার প্রভাব পড়ে।

শ্যাম্পু করার আগে এবং পরে কী কী নিয়ম মেনে চলা প্রয়োজন

সূর্যের অত্যধিক তাপ, রাসায়নিক মিশ্রিত বিভিন্ন প্রসাধনীর ব্যবহার এবং সঠিক পরিচর্য্যার অভাবে চুল ক্রমশ রুক্ষ ও নিস্তেজ হয়ে পড়ে। শ্যাম্পু করার পর চুল সাময়িক ভাবে বশে এল বলে ভ্রম হয়। কিছু ক্ষণ পরেই তা আবার রুক্ষ ও শুষ্ক হয়ে পড়ে। রুক্ষ চুল দেখতে ভাল তো লাগেই না, উল্টে চুলের ডগা ফাটা, চুল ঝরার মতো প্রাথমিক কিছু সমস্যা বেড়ে যায়। তা সামাল দিতে সিরাম, হেয়ার মাস্ক বা কন্ডিশনার ব্যবহার করলেও স্থায়ী সমাধানের জন্য নিয়মিত যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। শ্যাম্পু করার আগে এবং পরে কী কী নিয়ম মেনে চলবেন? ১) চুলে তেল দেওয়ার চল প্রায় উঠে যেতে বসেছে। কিন্তু চুলের আর্দ্রতা ধরে রাখতে চুলে তেল মাখা জরুরি। প্রতি দিন না হলেও সপ্তাহে অন্তত দু''দিন শ্যাম্পু করার আগে চুলে তেল দিতে হবে। ২) রুক্ষ ও শুষ্ক চুলের জন্য কন্ডিশনার একান্তই দরকারি। শ্যাম্পু করার পর অবশ্যই কন্ডিশনার ব্যবহার করা উচিত। এতে চুল মসৃণ ও কোমল থাকে। ৩) চুলের রুক্ষতা দূর করতে নিয়মিত সিরাম ব্যবহার করা প্রয়োজন। বাইরে বেরোনোর আগেও চুল ধুলোবালি থেকে সুরক্ষিত রাখতে ব্যবহার করুন হেয়ার সিরাম। ৪) ব্লো ড্রায়ারে বেশি চুল শুকোলে তা রুক্ষ হয়ে যায়। এর থেকে রোদে বা পাখার তলায় চুল শুকোনোই ভাল। ব্লো ড্রায়ার ব্যবহার করলে ''কুল মোড'' ব্যবহার করাই শ্রেয়। একটু না হয় সময় দিলেন। চুলও বাঁচবে, সৌন্দর্যও। ৫) ঘন ঘন শ্যাম্পু করলে চুলের স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই সপ্তাহে দু'বার শ্যাম্পু করাই ভাল। প্রয়োজনে চুলের তেলতেলে ভাব কাটাতে ড্রাই শ্যাম্পু ব্যবহার করা যায়। এতে তেলতেলে ভাব কেটে যায়। চুল ঘন দেখায়।

ডায়াবিটিসের রোগীরা জলখাবারে নির্ভয়ে কোন খাবারগুলি খেতে পারেন

ডায়াবিটিস ধরা পড়া মানেই মিষ্টির সঙ্গে সঙ্গে জীবন থেকে বহু খাবার বাদ চলে যায়। ডায়াবেটিকদের জন্য মিষ্টি হল বিষের সমান। রসগোল্লা, সন্দেশ বাদ দিয়েও যে খাবারে আলাদা করে চিনি মেশানো থাকে, সেগুলিও খাওয়া যায় না। ফলে ডায়াবেটিকরা বুঝতে পারেন না কী খাবেন। দুপুর আর রাতের খাবারে মাছ, মাংস, শাকসব্জি রাখলেই চলে যায়। কিন্তু সবচেয়ে মুশকিল হয় সকালের জলখাবার নিয়ে। সকালের জলখাবারে খাওয়া যায় এমন বহু খাবার ডায়াবেটিকরা খেতে পারেন না। তবে ডায়াবিটিস থাকলে সকালে কী কী খাওয়া যায়, এমন কিছু খাবারের খোঁজ রইল। ১) অনেকেই সকালে দুধ আর কর্নফ্লেক্স খান, ডায়াবেটিক রোগীদের এটা না খাওয়াই ভাল। কর্নফ্লেক্সের গ্লাইসেমিক ইনডেক্স অনেকটাই বেশি। তার চেয়ে বরং দুটো হাতে গড়া রুটি কিংবা ব্রাউন ব্রেড খেতে পারেন। ময়দা বা আটার রুটির বদলে রাগি বা বাজরার রুটি খেতে পারেন। এতে ফাইবারও পাবেন বেশি। ২) ডিমের সাদা অংশ দিয়ে অমলেটও তৈরি করা যায়। তার মধ্যে একটু পালং শাক কুচিয়ে দিয়ে দিন, স্বাদ বাড়বে। সঙ্গে একটি ব্রাউন ব্রেড টোস্ট আর শসার কয়েকটি টুকরো। এতে পেট অনেক ক্ষণ ভরা থাকবে। ৩) সকালে একটু ছাতু খেতে পারেন, পেট অনেক ক্ষণ ভরা থাকবে। ডায়বেটিক রোগীদের জন্য খুব ভাল টিফিন হল স্প্রাউট স্যালাড। ছোলা ভিজে কাপড়ে মুড়ে রেখে দিন। অঙ্কুরোদ্গম হলে পরের দিন শশা, পেঁয়াজ, টম্যাটো, লেবু ও লঙ্কাকুচি ছড়িয়ে খান। ৪) পুষ্টিবিদদের মতে, সুজি, ডালিয়া, ওট জাতীয় খাবার ডায়াবিটিস থাকলে খাওয়া যেতে পারে। ডালিয়া দিয়ে খিচুড়ি, ডালিয়ার রুটি খাওয়া যায়। ওট পরিজ, ওটের প্যানকেক, সুজির দোসা বা উপমা খেতে পারেন।

ভাজার জন্য কোন তেল ভাল? সাদা তেল না লাল তেল

''নিজের চরকা'' ছাড়া অন্য কোথাও তেল দেওয়ার ব্যাপারে মানুষ এখন বেশ সাবধানি।

শরীরের কথা ভেবে আজকাল বেশি তেলে রান্নাও করা যায় না। গেরস্থ বাড়িতে প্রতি দিনের রান্নার জন্য সর্ষের তেলই ব্যবহার হয়। আগেও তা-ই হত। প্রতি মাসে মুদি দোকানের জন্য যে ফর্দ তৈরি হয়, তার মধ্যে সর্ষের তেলের পরিমাণ স্বাভাবিক ভাবেই বেশি থাকে। লুচি, পরোটা ভাজার জন্য আগে বনস্পতি বা ডালডা ব্যবহার করা হলেও এখন শরীরের কথা ভেবেই ''সাদা তেল'' খাওয়া হয়। অনলাইনে তেল কিনতে গিয়ে নানা রকম তেলের বিজ্ঞাপন দেখতে পান। ''গুগ্গ বাবা'' কখনও ঝাঁজযুক্ত, কখনও ''কোল্ড প্রেস'', কখনও আবার ''এক্সট্রা ভার্জিন'' তেল খাওয়ার পরামর্শ দেয়। অনেকে বলেন, হার্টের জন্য অলিভ অয়েল ভাল। আবার দক্ষিণে নারকেল তেল খাওয়ার চল রয়েছে। তাই অনেকের ধারণা, এই এত রকম তেলের মধ্যে সেটিই নাকি উৎকৃষ্ট। মোদ্দা কথা হল, তেল খাওয়া নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। কিন্তু সাধারণ মানুষের চোখে ''তেল'' খলনায়ক হল কবে থেকে?

সব না হলেও তেলমশলা দেওয়া রগরগে খাবার খাওয়ার চল অনেক বাড়িতেই রয়েছে। তবে যে দিন থেকে উচ্চ রক্তচাপ, রক্তে ''খারাপ'' কোলেস্টেরলের বাড়বাড়ন্ত শুরু হয়েছে, মোটামুটি সে দিন থেকেই সাধারণ মানুষের চোখে ''ভিলেন''-এর চরিত্রে পাকাপাকি ভাবে জায়গা করে নিয়েছে। ক্রমে দোকান থেকে চপ, শিঙাড়া কেনার আগে তা পোড়া তেলে ভাজা কি না যাচাই করে নিতে শিখেছে আমজনতা। তা সত্ত্বেও হার্টের রোগ, ডায়াবিটিস, হজমের সমস্যা, স্থূলত্ব, চুল পড়ে যাওয়া, মুখে ব্রণের আধিক্য প্রায় সব রোগের জন্যই তেলের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দেওয়া যেন দস্তুর হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে চিকিৎসক এবং পুষ্টিবিদদের মতামত কী? শুনল আনন্দবাজার অনলাইন।

রক্তে ''খারাপ'' কোলেস্টেরল বেড়ে যাওয়া, হার্টব্লক কিংবা উচ্চ রক্তচাপ এ সব রোগের নাম শুনলে এখন চোখ বন্ধ করে যে কেউ বলে দিতে পারেন, ''রান্নায় তেলমশলা বেশি খাওয়া হয় বোধ হয়।'' সাধারণ মানুষের মনে এমন একটা ধারণা অদ্ভুত ভাবে গেঁথে গিয়েছে। কিন্তু বিষয়টা ততটা ''জলবৎতরলং'' নয়। এ প্রসঙ্গে বেশির ভাগ চিকিৎসকের মত, তেলের মান বা ধরনের চেয়েও পরিমাণের দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। হৃদ্রোগ চিকিৎসক রাজা নাগ বলেন, ''হার্টের অসুখের জন্য শুধু তেলকে দোষ দেওয়া যায় না। সর্ষের তেলের বদলে অলিভ অয়েল খেলে যে সমস্যা হবে না, এমনটা কোথাও লেখা নেই। তেল নিয়ে যদি কোনও সতর্কতা থাকে, তা হলে সেটা পরিমাণের উপর। মোদ্দা কথা হল, যে ধরনের তেলই খান, তার পরিমাণ কমাতে হবে।''

সর্ষের তেলের চেয়ে অলিভ অয়েল যে ভাল, সে কথা ভুল নয়। কিন্তু রাঁধার জন্য ভাল কি না, সেখানে প্রশ্নচিহ্ন থেকে যায়। অলিভ অয়েলের আধিক্য সাধারণত ইটালীয় খাবারেই বেশি দেখা যায়। কিন্তু মুশকিলের কথা হল, ইটালিতে তো ভাজাভুজি খাওয়ার চল নেই। এখন অলিভ অয়েল স্বাস্থ্যকর বলে তা দিয়ে যদি কেউ লুচি ভাজতে চান, তা হলে বিপদ। কারণ, সর্ষের তেল বা সূর্যমুখীর তেলের যে ধূমাঙ্ক, তার চেয়ে অলিভ অয়েলের ধূমাঙ্ক অনেক কম। তাই অলিভ অয়েল খুব গরম করলে বা পুড়ে গেলে উল্টে বিপদ বেশি। ঠিক যেমন পোড়া তেলে রান্না করা খাবার শরীরের জন্য বিপজ্জনক। এ বিষয়ে ''ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া'' (এফএসএসএআই)-র পরামর্শ, কোনও তেলই তিন বারের বেশি গরম করা উচিত নয়। তা করলেই ''ট্রান্স ফ্যাট'' তৈরির আশঙ্কা থাকে। বার বার একই তেল গরম করলে তেলের মধ্যে উপস্থিত ফ্যাটের কশা ভেঙে যায়। তা থেকেই তৈরি হয় বিষাক্ত কিছু পদার্থ, যা ক্যানসারের মতো আরও অনেক মারণরোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিও বাড়িয়ে তোলে।

একেবারে সহজ হিসাব। অতিরিক্ত তেল মানেই বেশি ক্যালোরি। সেই ক্যালোরি ক্ষয় না হলেই শরীরে মেদের পরিমাণ বাড়বে। সেখান থেকেই শরীরের যাবতীয় সমস্যার শুরু। সে যে ধরনের বা যত খাঁটি তেলই খাওয়া হোক না কেন, তাতে খুব বেশি হেরফের হওয়ার কথা নয়। তবে প্রতি দিন রাঁধার জন্য কী ধরনের তেল ব্যবহার করবেন, তা নির্ভর করবে কী রাঁধছেন তার উপর। তেমনটাই মত পুষ্টিবিদ এবং যাপন সহায়ক অনন্যা ভৌমিকের। তাঁর বক্তব্য, ''বাজারে নানা ধরনের তেল পাওয়া যায়। তবে সাধারণ বাঙালি রান্নার ক্ষেত্রে পরিমিত পরিমাণে সর্ষের তেল খাওয়াই ভাল। কারণ, স্বাস্থ্যকর ফ্যাট, প্রদাহনাশক এবং অ্যান্টিমাইক্রোবায়াল উপাদান রয়েছে সর্ষের তেলে।''

শারীরবৃত্তীয় নানা ধরনের কাজকর্ম সঠিক ভাবে পরিচালনা করার দায়িত্ব অনেকটাই নির্ভর করে হরমোনের উপর। সে মনমেজাজ বিগড়ে যাওয়াই হোক বা বেশি খেয়ে ফেলার প্রবণতা সবই হরমোনের হেরফেরে ঘটে যেতে পারে। হরমোনের মাত্রা হেরফের হলেই শরীরের ভিত খানিকটা হলেও নড়ে যেতে পারে। হরমোনজনিত রোগের চিকিৎসক প্রদীপ মুখোপাধ্যায় বলেন, ''প্রজনন সংক্রান্ত হরমোনের সঙ্গে তেলের পরোক্ষ যোগাযোগ রয়েছে। হরমোন সংক্রান্ত নানা ধরনের রোগ রয়েছে। তা বশে রাখতে গেলে তেলের ধরন নয়, নজর দিতে হবে পরিমাণের উপর।''

সদর জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে শনিবার সংহতি পদযাত্রার আয়োজন করা হয়।।

কাছাড়ের সোনাইয়ে সড়ক দুর্ঘটনা, নাবালিকা-প্রেমিকাকে নিয়ে পালাতে গিয়ে হত প্রেমিক

শিলচর (অসম), ২ নভেম্বর (হি.স.) : কাছাড় জেলার অন্তর্গত সোনাইয়ে সংঘটিত এক সড়ক দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে প্রেমিকের। মোটর বাইকে তুলে নাবালিকা-প্রেমিকাকে নিয়ে পালাতে গিয়েছিল কাপ্তানপুর এলাকার বাসিন্দা যুবক-প্রেমিক সঞ্জিত রবিদাস। কিন্তু সোনাইয়ের রামনগর এলাকায় একটি সেতুর রেলিঙের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় দুরন্ত মোটর বাইকের। প্রচণ্ড সংঘর্ষে ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সঞ্জিতের। এ ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছে বাইকের নাবালিকা-আরোহী। আহত প্রেমিকাকে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে। তার চিকিৎসা চলছে। আজ শনিবার সোনাই থানার ওসি মানস সন্দিকৈ এ খবর দিয়ে জানান, ঘটনা শুক্রবার রাতে সংঘটিত হয়েছে। সপ্তাহখানেক আগেও এই নাবালিকা-প্রেমিকাকে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করেছিল সঞ্জিত। তবে পুলিশ তাদের পাকড়াও করে কিশোরীটিকে তার পরিবারের হাতে সমঝে দিয়েছিল। কিন্তু শুক্রবার রাতে ফের সঞ্জিত তার কিশোরী-প্রেমিকাকে নিয়ে পালাতে গিয়েছিল। কিন্তু দুর্ঘটনার শিকার হয়ে সঞ্জিতের মৃত্যু এবং তার প্রেমিকা গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। ওসি জানান, মোটর বাইকের দুই আরোহীর কারোর মাথায় হেলমেট ছিল না।

শিলিগুড়িতে ব্যক্তিকে পিটিয়ে খুন

শিলিগুড়ি, ২ নভেম্বর (হি.স.) : শনিবার শিলিগুড়িতে এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে মারার ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে। ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ির এনজেপি থানার রাজহোলিতে। নিহতের নাম মোহাম্মদ জুহুরী (৫৮)। সূত্রের খবর, শুক্রবার কয়েকজন যুবক মোহাম্মদ জুহুরি থেকে ৫০০ টাকা দাবি করে। যা জুহুরী দিতে অস্বীকার করেন। এরপর জুহুরীর পরিবার ও যুবকদের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়। এই সময় ওই যুবকরা জুহুরীকে বেধড়ক মারধর করে এতে সে গুরুতর আহত হয়। পরে পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। যেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। পরিবারের অভিযোগ, এলাকার কয়েকজন জুহুরির কাছে ৫০০ টাকা দাবি করেছিল। জুহুরী যুবককে টাকা না দিলে তারা তাকে মারধর করে। এ ঘটনায় জড়িত যুবককে গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছে পরিবার। এখানে ঘটনার পর এলাকায় বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

ঝড় ও বৃষ্টিতে দুর্বিষহ অবস্থা স্পেনে, মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ২০৫

মাদ্রিদ, ২ নভেম্বর (হি.স.): অদূর অতীতে এমন ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখেনি স্পেন। চলতি বছরে বৃষ্টির পরিমাণ স্বাভাবিকের থেকে বেশি হয়েছে স্পেনে, বিগত কয়েকদিন ধরেই অতি ভারী বৃষ্টি চলছে। যার ফলে বন্যার কবলে পড়েছে একাধিক প্রদেশ। বিশেষ করে স্পেনের দক্ষিণ ও পশ্চিম প্রদেশে বৃষ্টির দাপট বেশি থাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে সেখানে। গত শুক্রবার থেকে ফের বৃষ্টি বেড়ে গিয়েছে স্পেনের আন্ডালুসিয়া ও হিউএলভাতে। নতুন করে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি হয়েছে হিউএলভাতে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে স্পেনের ভ্যালেন্সিয়া প্রদেশে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ও নিখোঁজ বাসিন্দাদের উদ্ধারে ভ্যালেন্সিয়ায় মোতায়েন করা হয়েছে ১০০-র বেশি সেনা। গোটা দেশে মোতায়েন করা হয়েছে ২২০০-র বেশি জওয়ানকে। স্পেনে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের জেরে এখনও পর্যন্ত ২০৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতের সংখ্যাটা বাড়তে পারে বলেই মনে করছেন প্রশাসনের আধিকারিকরা। কারণ বহু প্রদেশে কাদা মাটির নিচে অনেকের আটকে থাকার আশঙ্কা রয়েছে।

কানাডার বর্তমান পরিবেশ অসহিষ্ণুতার চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে : রণধীর জয়সওয়াল

নয়াদিল্লি, ২ নভেম্বর (হি.স.): কানাডার পার্লামেন্ট হিলে দীপাবলি উৎসব বাতিল করা প্রসঙ্গে উদ্বেগ প্রকাশ করলো ভারত। শনিবার বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেছেন, 'আমরা এই বিষয়ে কিছু রিপোর্ট দেখেছি। এটা দুর্ভাগ্যজনক যে, কানাডার বিরাজমান পরিবেশ অসহিষ্ণুতা ও চরমপন্থার চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে।'কানাডিয়ান সরকারের ভিসার সংখ্যা কমানোর

ফুটবলের ইতিহাসে অন্যতম সেরা গোলদাতা গের্ড মুলারের আগামীকাল জন্মদিন

কলকাতা, ২ নভেম্বর (হি.স.): গের্ড মুলার একজন জার্মান পেশাদার বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড়। ৩ নভেম্বর তিনি জন্মগ্রহণ করেন জার্মানির নড লিঙ্গে। ভক্তদের কাছে ডার বোম্বার (জাতির বোমারু) ডাক নামে পরিচিত। মুলার তার খেলোয়াড়ি জীবনের অধিকাংশ সময় বায়ার্ন মিউনিখ এবং পশ্চিম জার্মানি জাতীয় দলের হয়ে আক্রমণভাগের খেলোয়াড় ছিলেন। বিশেষ করে ছয় গজ বাক্সের থেকে তার নির্ভুল গোল গুলির জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন। বিশ্বের বহু ফুটবল খেলোয়াড় এবং বিশেষজ্ঞদের চোখে তিনি ফুটবলের ইতিহাসে অন্যতম সেরা গোলদাতা হিসেবে বিবেচিত হয়েছিলেন। ২০২২ সালে, তার স্মরণে ফ্রান্স ফুটবল মরসুমের শীর্ষ গোলদাতার পুরস্কারটি গের্ড মুলার শিরোপা নামে নামকরণ করেছে।

১৯৬৬ সালে, মুলার পশ্চিম জার্মানি অনূর্ধ-২১ দলের হয়ে অভিষেক করেছিলেন। ওই একই বছরে পশ্চিম জার্মানির হয়ে আন্তর্জাতিক অভিষেক হয় তার। পশ্চিম জার্মানির জার্সি গায়ে তিনি সর্বমোট ৬২ ম্যাচে ৬৮টি গোল করেছিলেন। তিনি পশ্চিম জার্মানির হয়ে ১৯৭০ এবং ১৯৭৪ দুটি বিশ্বকাপে অংশ নিয়েছিলেন। এবং উয়েফা ইউরো ১৯৭২-এ অংশগ্রহণ করেছিলেন, যার মধ্যে ১৯৭২ এবং ১৯৭৪ সালে হেলমুট শনের অধীনে যথাক্রমে উয়েফা ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপ এবং ফিফা বিশ্বকাপের শিরোপা জয়লাভ করেছিলেন। পশ্চিম জার্মানির হয়ে তিনি প্রতি ম্যাচে গড়ে একটির চেয়ে অধিক গোল করেছেন এবং ২০২১ সালের ১১ই জুলাই অনুযায়ী শীর্ষ ৪৮ খেলোয়াড়ের তুলনায় কম ম্যাচ খেলা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সর্বকালের শীর্ষ গোলদাতাদের তালিকায় ২১তম স্থানে রয়েছেন। ব্যক্তিগতভাবে মুলার বেশ কিছু পুরস্কার জয়লাভ করেছিলেন। যার মধ্যে ১৯৭০ সালে বালোঁ দ'অর এবং ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালে বর্ষসেরা জার্মান ফুটবলারের পুরস্কার অন্যতম। এছাড়াও ১৯৭০ সালে মুলার বর্ষসেরা ইউরোপীয় ফুটবল খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন। পশ্চিম জার্মানির হয়ে ১৯৭০ ফিফা বিশ্বকাপে দশটি গোল করে তিনি শীর্ষ গোলদাতা হিসেবে গোল্ডেন বুট জয়লাভ করেছেন। মুলার ফিফা বিশ্বকাপে ১৪ গোল করে ৩২ বছর ধরে সর্বকালের সর্বাধিক গোল করার রেকর্ড ধরে রেখেছিলেন। ১৯৯৯ সালে ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ ফুটবল হিস্টোরি অ্যান্ড স ট্যা টি স টি ক্স (আইএফএফএইচএস) কর্তৃক অনুষ্ঠিত ইউরোপিয়ান প্লেয়ার অব দ্য সেঞ্চুরি নির্বাচনে মুলার নবম এবং আইএফএফএইচএস-এর ওয়ার্ল্ড প্লেয়ার অফ দ্য সেঞ্চুরি নির্বাচনে তিনি ১৩তম স্থান অধিকার করেছিলেন।২০০৪ সালে পেলে কর্তৃক নির্ধারিত বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবিত কিংবদন্তি খেলোয়াড়দের ফিফা ১০০ তালিকায় মুলার স্থান পেয়েছেন।

মাহমুদুর রহমানকে ক্ষমা চাইতে বলল ইস্কন, গুজবে কান না দিতেও আহ্বান

ঢাকা, ২ অক্টোবর (হি.স.): বাংলাদেশে অবস্থিত ইস্কন-এর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ এনেছেন 'আমার দেশ' নামক এক পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদুর রহমান। তিনি ইস্কনকে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর এজেন্ট বলেও মন্তব্য করেছেন, এই অভিযোগের জন্য মাহমুদুর রহমানকে ক্ষমা চাইতে বলল ইস্কন। তাঁকে ৭ দিনের মধ্যে দেশের কাছে ক্ষমা চাইতে বলেছে ইস্কন। এই সময়ের মধ্যে তিনি ক্ষমা না চাইলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া-সহ কঠোর কর্মসূচি ঘোষণার ইঙ্গিত দিয়েছে ইস্কন।শনিবার সকালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত 'ইস্কন সম্পর্কে প্রচারিত বিভ্রান্তিকর ও ভিত্তিহীন বক্তব্য ও সংবাদের প্রতিবাদ' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে ইস্কন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বলা হয়, ইস্কন সমস্ত ধর্ম ও সম্প্রদায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সর্বজনীন মূল্যবোধে বিশ্বাসী। সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা বলেন, "আমরা সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যমে জানতে পেরেছি, আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদুর রহমান ইস্কনকে জঙ্গি সংগঠন বলেছেন। তিনি আমাদের 'র'-এর এজেন্ট বলেছেন। ছাত্রলীগের সঙ্গে জড়িয়েছেন। ওনাকে এসব প্রমাণ করতে হবে। আর প্রমাণ করতে না পারলে দেশের সামনে এসে ক্ষমা চাইতে হবে। ইস্কন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে হিন্দু ধর্ম প্রচার করে। আমরা আমেরিকা, রাশিয়া বা কোনও দেশের গোয়েন্দা সংস্থা না।'সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে ইস্কন বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক শ্রী চারু চন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী বলেন, "সম্প্রতি আমরা দৈনিক আমার দেশ' পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদুর রহমানের পক্ষ থেকে আমাদের সংগঠনের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন ও অসত্য হুমকি এবং নিষেধাজ্ঞার আহ্বানের ব্যাপারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছি। আমাদের বিশ্বাস, এই ধরনের অযাচিত ও ভিত্তিহীন বক্তব্য দেশের শৃঙ্খলা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য ক্ষতিকর। মাহমুদুর রহমানকে অবহিত করতে চাই, তিনি যদি তার বক্তব্য পরিহার করে দুঃখ প্রকাশ করে দেশের কাছে ক্ষমা চান, তাহলে আমরা তাকে সাধুবাদ জানাব, অন্যথায় তার বিরুদ্ধে কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা এবং আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।'সাংবাদিক সম্মেলনে আরও বলা হয়, ইস্কন একটি অরাজনৈতিক ধর্মীয় আন্তর্জাতিক সংগঠন। ইস্কন বাংলাদেশ বরাবরই সকলের প্রতি মানবিক সহমর্মিতা ও ধর্মীয় সহনশীলতার বার্তা প্রচার করেছে এবং জাতীয় সম্প্রীতি ও ঐক্যের পক্ষে কাজ করেছে। সুতরাং এসব মিথ্যা প্রচারণা শুধু বাংলাদেশ ইস্কনের ভাবমূর্তিকেই ক্ষতিগ্রস্ত করেনি, বরং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও ইস্কনের পাশাপাশি বাংলাদেশের সুনাম নষ্ট করছে এবং আমরা এই ধরনের বিভ্রান্তিকর প্রচারণার তীব্র নিন্দা জানাই।

৩-৭ নভেম্বর অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছেন জয়শঙ্কর, সিঙ্গাপুরেও রয়েছে কর্মসূচি

নয়াদিল্লি, ২ নভেম্বর (হি.স.) : বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর ৩-৭ নভেম্বর অস্ট্রেলিয়া সফরে যাচ্ছেন। এরপর ৮ নভেম্বর তিনি যাবেন সিঙ্গাপুরেও। শনিবার বিদেশ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর ৩ থেকে ৭ নভেম্বর অস্ট্রেলিয়া সফরে যাবেন। সফরের সময় তিনি ব্রিসবেনে যাবেন এবং অস্ট্রেলিয়ায় ভারতের চতুর্থ কনস্যুলেট উদ্বোধন করবেন। ক্যানবেরায় অস্ট্রেলিয়ার বিদেশমন্ত্রী পেনি ওং-এর সঙ্গে ১৫-তম বিদেশমন্ত্রীর ফ্রেমওয়ার্ক ডায়ালগের সহ-সভাপতিত্ব করবেন জয়শঙ্কর।বিদেশ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, সফরের দ্বিতীয় পর্যায়ে, ৮ নভেম্বর সরকারি সফরে সিঙ্গাপুরে যাবেন বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। এই সময়ে তিনি এসিয়ান-এর অষ্টমতম গোলটেবিল-ভারতীয় নেটওয়ার্ক অফ থিঙ্ক ট্যাঙ্কস-এ ভাষণ দেবেন। তিনি দুই দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ অংশীদারিত্ব পর্যালোচনা করতে এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও উন্নত করার উপায়গুলি অন্বেষণ করতে সিঙ্গাপুরের নেতৃত্বের সাথে দেখা করবেন।

রাঁচি ও জামশেদপুরে মৃদু ভূমিকম্প, কেঁপে উঠল চক্রধরপুরও

রাঁচি, ২ নভেম্বর (হি.স.): মৃদু তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠলো ঝাড়খণ্ডের বেশ কয়েকটি জায়গা। শনিবার সকালে মৃদু তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছে রাঁচি, জামশেদপুর ও চক্রধরপুর। কম্পন টের পাওয়া মাত্রই আতঙ্কে মানুষজন ঘরবাড়ি ছেড়ে রাস্তায় বেড়িয়ে আসেন। তবে এই কম্পনের জেরে কোনও ক্ষয়ক্ষতি বা প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি।ভূকম্পনের তীব্রতা ছিল ৪.৩। জামশেদপুর, রাঁচি এবং চক্রধরপুরে শনিবার সকাল ৯.২০ নাগাদ কম্পন অনুভূত হয়। এ ছাড়াও আরও কয়েকটি জেলাও কেঁপেছে। কম্পনের উৎসস্থল ছিল খারসাওয়া জেলা থেকে ১৩ কিলোমিটার দূরে। জামশেদপুরের বেশ কয়েকটি জায়গায় কম্পন অনুভূত হয়েছে। কেঁপেছে রাঁচি ও চক্রধরপুরের বেশ কয়েকটি জায়গা।

ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে জলপাইগুড়িতে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, মৃত্যু দু''জনের

জলপাইগুড়ি, ২ নভেম্বর (হি.স.): ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা জলপাইগুড়িতে! পৃথক দু'টি পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দু''জনের, পাশাপাশি আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন আরও ২ জন। দুটি দুর্ঘটনা ঘটে শনিবার সকালে।এদিন সকালে লাটাগুড়ির কাছে সিঙ্গিমারি ফ্লাইওভারে বাসের সঙ্গে একটি গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। তার জেরে মৃত্যু হয়েছে বিশেষ পাল নামক বছর ২২-এর এক যুবকের। তাঁর বাড়ি জলপাইগুড়ির বেগুনটারি এলাকায়। বান্ধবীকে নিয়ে ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছিলেন তিনি। বর্তমানে ওই বান্ধবীর অবস্থাও যথেষ্ট আশঙ্কাজনক। অন্যদিকে, অপর দুর্ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ির গোশালা মোড়ে। একটি ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে প্রীতম পাইন নামক বছর ২০-এর এক যুবকের। মৃতের বাড়ি এই জেলারই খোলাচাঁদফাঁপড়িতে। তাঁর সঙ্গে গুরুতর জখম হয়েছেন মৃতের এক ভাইও।

বটদ্রবার পার্শবর্তী সলাপথারে বমাল আটক ১০ জুয়াড়ি

বটদ্রবা (অসম), ২ নভেম্বর (হি.স.) : নগাঁও জেলার অন্তর্গত বটদ্রবার পার্শবর্তী সলাপথারে পুলিশের অভিযানে বমাল ধরা পড়েছে ১০ জুয়াড়ি। আজ শনিবার বটদ্রবা থানার ওসি বীরেন কলিতা এ খবর দিয়ে জানান, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে শুক্রবার রাতে তাঁর নেতৃত্বে পুলিশের এক দল সলাপথারে অভিযান চালিয়ে ১০ জুয়াড়িকে আটক করে থানায় নিয়ে এসেছে। জুয়া খেলায় মত্ত অবস্থায় পুলিশ তাদের পাকড়াও করেছে।
তিনি জানান, জুয়াড়িদের হেফাজত থেকে নগদ ৩৪ হাজার টাকা, আটটি মোবাইল ফোনের হ্যান্ডসেট, চারটি মোটর বাইক এবং জুয়া খেলায় ব্যবহৃত সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ধৃত জুয়াড়িদের যথাক্রমে উপের্না নাথ, মইন উদ্দিন, আশ্বাদুল ইসলাম, শহিদুল ইসলাম, নাজিম উদ্দিন, জুল সাকির, হেমন্ত নাথ, আনাবুল আলি এবং পাপুয়া খান বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

ঝাড়খণ্ডে বিজেপি ক্ষমতায় এলে ন্যায়বিচার পাবে যুবসমাজ : শিবরাজ চৌহান

রাঁচি, ২ নভেম্বর (হি.স.): ঝাড়খণ্ডে বিজেপি ক্ষমতায় এলে ন্যায়বিচার পাবে যুবসমাজ। আশ্বাস দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা শিবরাজ সিং চৌহান। ঝাড়খণ্ডে বিজেপির নির্বাচনী দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা শিবরাজ সিং চৌহান শনিবার বলেছেন, ঝাড়খণ্ডের জন্য বিজেপির নির্বাচনী ইনচার্জ শিবরাজ সিং চৌহান বলেছেন, 'বিজেপির সংকল্প হল, সরকার গঠনের সাথে সাথেই প্রথম মন্ত্রিসভায় ২ লক্ষেরও বেশি শূন্য পদ পূরণের প্রস্তাব অনুমোদন করা হবে। আমাদের সংকল্প হল, পেপার ফাঁসের পূর্ণাঙ্গ তদন্ত হবে, যুবসমাজ ন্যায়বিচার পাবে, শূন্য পদ ছাড়াও আরও ৫ লক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করব।'হেমন্ত সোরেনের বয়স বিতর্ক এবং সে প্রসঙ্গে তাঁর স্ত্রী কল্পনা সোরেনের মন্তব্য শিবরাজ সিং চৌহান বলেছেন, 'বিষয়টিকে বিভ্রান্ত করবেন না, সত্য কথা বলুন... আপনি কেন সত্যকে আড়াল করার চেষ্টা করছেন।' উল্লেখ্য, কল্পনা শুক্রবার হেমন্তের বয়স বিতর্ক প্রসঙ্গে বলেছিলেন, ''বয়স কি এত বড় ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়িয়েছে?...আমার মনে হয় আপনারা (বিজেপি) হেমন্ত সোরেনের ব্যাপারে এত ভয় পাচ্ছেন যে কোনও বিষয়ই পাচ্ছেন না, আপনাদের ভয় বলছে আপনারা হেমন্তকে কত ভয় পাচ্ছেন।'

"তৃণমূলের গুন্ডাদের বাঁচাতে কেস ধামাচাপা দিচ্ছে পুলিশ", তোপ শুভেন্দুর

কলকাতা, ২ নভেম্বর (হি.স.): "চুরি রুখতে গিয়ে কোথাও কোথাও থানার নীচুতলার পুলিশ কর্মীরা আক্রান্ত হচ্ছেন। অথচ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পরিবর্তে তৃণমূলের গুন্ডাদের বাঁচাতে কেস ধামাচাপা দিচ্ছে থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক।" শুক্রবার রাতে ফেসবুক পোস্টে এমনই গুরুতর অভিযোগ এনেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।
শুভেন্দুবাবুর অভিযোগ, শুধু বিরোধীরা নয়, বাংলায় শাসকদল তৃণমূলের গুন্ডাদের হাত থেকে নিস্তার পাচ্ছেন না নীচুতলার পুলিশ কর্মীরাও।
তিনি জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার পুরুলিয়ার কাশীপুরে অবৈধভাবে বালি খনন ঠেকাতে গিয়ে তৃণমূলের গুন্ডাদের হাতে আক্রান্ত হন স্থানীয় থানার এএসআই রাজীব তেওয়ারি।
বিরোধী দলনেতার অভিযোগ, কাশীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক স্বপন কুমার বেলথারিয়া, তার ভাই শঙ্কু বেলথারিয়া, তার ভাগ্নে অস্তিক বেলথারিয়া এবং ২০ জন দুর্বৃত্ত এএসআই রাজীব-সহ পুলিশ কর্মীদের ওপর হামলা চালায়। তাতে রাজীব এবং দু''জন কনস্টেবল জখম হন।
এএসআই রাজীব তেওয়ারি এবং দু''জন কনস্টেবল আক্রান্ত হলেন। অথচ কাশীপুর পিএসের অফিসার ইন-চার্জ অমিত মাসান্ত পুরো বিষয়টি ধামাচাপা দিতে ব্যস্ত। কারণ অবৈধভাবে বালি উত্তোলন বজায় রাখতে চায় মমতা পুলিশের একাংশ।"
এ ব্যাপারে স্থানীয় তৃণমূল নেতারা শুভেন্দুবাবুর অভিযোগ উড়িয়ে দাবি করেছেন, বাংলায় নিজের জমি তৈরি করতে ব্যর্থ হয়ে তিনি দিল্লির নেতৃত্বর মনোযোগ পেতে লাগাতার মিথ্যে কুৎসা করে চলেছেন।

সাম্প্রতিক সন্ত্রাসী হামলায় উদ্বিগ্ন রাজনাথ, নিরাপত্তা ত্রুটি মানলেন না

কানপুর, ২ নভেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরে নতুন সরকার গঠনের পর থেকেই সন্ত্রাসবাদী হামলার দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। উপর্যুপুরি এই সন্ত্রাসী হামলায় উদ্বেগ প্রকাশ করলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। শনিবার কানপুরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে রাজনাথ সিং বলেছেন, 'এটি নিরাপত্তার ত্রুটির সমস্যা নয়, আগের সময়ের তুলনায়, হামলা কম হয়েছে। আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী সতর্ক অবস্থায় রয়েছে, এমন পরিস্থিতি আসবে যে সেখান (জম্মু ও কাশ্মীর) থেকে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এবং জম্মু ও কাশ্মীরে দ্রুত বিকাশ ঘটবে।' প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং আরও বলেছেন, 'যে হামলাগুলি হয়েছে তা দুর্ভাগ্যজনক, আমাদের নিরাপত্তা বাহিনীও উপযুক্ত জবাব দিচ্ছে, তাই অনেক সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে।'

অতিশীর বাড়ির সামনে দূষিত জল ছেটালেন স্বাতী, দূষণ নিয়ে তোপ সাংসদের

নয়াদিল্লি, ২ নভেম্বর (হি.স.): আম আদমি পার্টির সাংসদ স্বাতি মালিওয়াল শনিবার দূষিত জলে ভরা বোতল নিয়ে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অতিশীর বাসভবনে পৌঁছন এবং মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের বাইরে সেই দূষিত জল ছেটান। স্বাতী মালিওয়াল দাবি করছেন, এই দূষিত জল দিল্লির মানুষকে সরবরাহ করা হচ্ছে।স্বাতী মালিওয়াল এদিন বলেছেন, 'সাগরপুর, দ্বারকার মানুষজন আমাকে ডেকেছিলেন এবং সেখানকার অবস্থা খুবই খারাপ। আমি একটি বাড়িতে গিয়ে দেখি সেখানে কালো জল সরবরাহ করা হচ্ছে। সেই কালো জল আমি বোতলে ভরে সেই জল এখানে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে নিয়ে এসেছি। ২০১৫ সাল থেকে আমরা শুনে আসছি, আগামী বছর সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে, তাদের লজ্জা নেই, দিল্লি কি এই জল পান করবে? মুখ্যমন্ত্রীকে সতর্ক করে দিচ্ছি, একটা নমুনা মাত্র। যদি ১৫ দিনের মধ্যে তিনি পুরো দিল্লির জল সরবরাহ ঠিক না করেন তবে আমি এমন জল ভর্তি একটি ট্যাঙ্কার নিয়ে আসব। আমি তার জন্য এই জল রেখে যাচ্ছি। সে এই জল দিয়ে স্নান করতে পারে, এই জল পান করতে পারে অথবা নিজের পাপ শুদ্ধ করতে পারে।'

গুজরাটি নববর্ষে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর, সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য করলেন প্রার্থনা

নয়াদিল্লি, ২ নভেম্বর (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার গুজরাটি নববর্ষ উপলক্ষে ওই রাজ্যের সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, এই নববর্ষ যেন মানুষের জীবনে সুখ, সমৃদ্ধি এবং সাফল্য নিয়ে আসে। তিনি লেখেন, সব মানুষের স্বপ্ন যেন পূরণ হয় এবং প্রত্যেক দিন মানুষ যেন নতুন শক্তিতে উজ্জীবিত হয়ে ওঠেন।সারা বিশ্বের গুজরাটি সম্প্রদায়ের মানুষজন শনিবার নিজেদের নতুন বছর উদযাপন করেছেন। হিন্দু ক্যালেন্ডার বিক্রম সংবতের কার্তিক মাসের প্রথম দিনে এই নববর্ষ উদযাপিত হয়।

শ্রীনগর এনকাউন্টারে দুই সিআরপিএফ জওয়ান-সহ আহত ৩, চলছে গুলির লড়াই

শ্রীনগর, ২ নভেম্বর (হি.স.): শ্রীনগরের খানাইয়ার এলাকায় জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে আহত হয়েছেন দু''জন সিআরপিএফ জওয়ান। এছাড়াও একজন পুলিশ কর্মীও আহত হয়েছেন। শনিবার সকাল থেকে গোটা এলাকা চারিদিক থেকে ঘিরে রেখেছে সুরক্ষা বাহিনী। বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে শনিবার সকালে শ্রীনগরের খানাইয়ার এলাকায় অভিযান চালায় সুরক্ষা বাহিনী। অভিযান চলাকালীন জঙ্গিরা এলোপাথাড়ি গুলি চালায়।এরপরই শুরু হয় এনকাউন্টার। জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াই চলাকালীন দু''জন সিআরপিএফ জওয়ান আহত হয়েছেন এবং একজন পুলিশ কর্মীও আহত হয়েছেন। জঙ্গিরা যাতে পালিয়ে যেতে না পারে, তাই গোটা এলাকা চারিদিক থেকে ঘিরে রাখা হয়েছে।

ধর্ষণ, খুন রাজনীতির উপাদান না, সমাজের চিন্তার বিষয়, মন্তব্য কুণালের

কলকাতা, ২ নভেম্বর (হি.স.): "এটা রাজনীতির উপাদান না, সমাজের চিন্তার বিষয়।" ধর্ষণ, খুন নিয়ে এই মন্তব্য করলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ।
শনিবার তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, "আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটার ঘটনা জঘন্য। স্থানীয় পূর্বপরিচিতদের মধ্যেই পাশবিক প্রবৃত্তি থেকে এই কুৎসিত সামাজিক অপরাধ। নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগ। এর সঙ্গে সাধারণ আইনশৃঙ্খলার কোনো সম্পর্ক নেই।
স্থানীয় মানুষ এক অভিযুক্তকে যে পিটিয়েছেন, সেটা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া, দোষের কিছু নয়, এমনকি লোকটি মারা গেলেও যেন বাসিন্দাদের কোনো জটিল আইনি গেরোয় না পড়তে হয়। পাশবিক প্রবৃত্তি দেখালে তার সমুচিত প্রতিক্রিয়াও হবে। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই যে ধর্ষণ, খুনের ঘটনা, জঘন্যতম অপরাধ, ফাঁসি, গ্রেপ্তার, ধিক্কার, আন্দোলন, মিডিয়ার প্রচার, সোশ্যাল মিডিয়ার সক্রিয়তার পরেও থামে না কেন? ধনঞ্জয় বলুন, বা দিল্লির নির্ভয়ার খুনিরা, ফাঁসি দিয়েও সমাজে এই বিকৃত রোগটা কমানো যায় না কেন? শুধু বাংলা নয়, সারা দেশে ঘটছে, অতীতে বাংলাতে আরও বেশি ঘটত, এটা কেন?
এই যে আর জি কর নিয়ে এত প্রতিবাদ, প্রচার, তার পরেও বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন এই ঘটনা ঘটে কী করে? তাহলে কি এসব প্রতিবাদ সেই পশুদের স্পর্শ করে না? এই প্রবৃত্তি শুধু পুলিশ দিয়ে, ফাঁসি দিয়ে থামানো যায় না, অতীত থেকে প্রমাণিত, তাহলে? এটা রাজনীতির উপাদান না, সমাজের চিন্তার বিষয়। এক নাবালিকা যদি তার পরিচিত বয়ঃজ্যেষ্ঠের কাছে নিরাপদ থাকতে না পারে, তাহলে এই সমাজ কোনদায়িত্ব পালন করছে? শুধু একে অপরের দিকে আঙুল তোলার? ছিঃ।'

১০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ, দুই দিনে রেকর্ড পরিমাণ অগ্নিকাণ্ডের ফোন পেল দিল্লি দমকল

নয়াদিল্লি, ২ নভেম্বর (হি.স.): দীপাবলিতে অগ্নিকাণ্ডের রেকর্ড গড়ল রাজধানী দিল্লি। ৩১ অক্টোবর ও ১ নভেম্বর, এই দিনে রেকর্ড পরিমাণ অগ্নিকাণ্ডের ফোন পেল দিল্লি দমকল। যা বিগত ১০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ।শনিবার সকালে দিল্লি দমকলের ডিরেক্টর অতুল গর্গ বলেছেন, 'কিছু মানুষ গতকালও দীপাবলি উদযাপন করেছেন। উভয় দিনেই রেকর্ড ভেঙে গিয়েছে। ৩১ অক্টোবর আমরা প্রায় ৩২০টি আগুন লাগার ফোন পেয়েছি এবং ১ নভেম্বর আমরা প্রায় ৪০০টি ফোন পেয়েছি। দিল্লি দমকল এর আগে কখনও ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এতগুলি ফোন পায়নি। আবর্জনায় আগুন লাগার প্রায় ১০০টি ফোন এসেছে, এখনও পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, কোথাও কোনও মৃত্যু হয়নি।'

করিমগঞ্জে পদার্পণ বেলুড় মঠের সহ-সংঘাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গিরিশানন্দজি মহারাজের, সোমবার থেকে দীক্ষাদান

করিমগঞ্জ (অসম), ২ নভেম্বর (হি.স.) : আগামী সোমবার থেকে দীক্ষাদান শুরু হচ্ছে করিমগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশনে। ভক্তদের দীক্ষাদান করতে বেলুড় মঠ থেকে এসেছেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সহ-সংঘাধ্যক্ষ পরম পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী গিরিশানন্দজি মহারাজ। আজ শনিবার বিকাল ৪.৩০ মিনিটে করিমগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশনে পদার্পন করেন তিনি। মহারাজকে স্বাগত জানান ভক্তকুল। উপস্থিত ছিলেন উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ, গৌতম গুপ্ত সহ অনেকে।

কলকাতা থেকে সহ-সংঘাধ্যক্ষ মহারাজ আজ দুপুরে কুম্ভিরগ্রাম বিমানবন্দরে অবতরণ করে বিকালে করিমগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশনে পদার্পণ করেন। পূর্ব নির্ধারিত সুচি অনুযায়ী ৪, ৫, ৭ এবং ৮ নভেম্বর করিমগঞ্জ রামকৃষ্ণ মঠে প্রায় ৫০০ ভক্তকে দীক্ষাদান করবেন শ্রীমৎ স্বামী গিরিশানন্দজি মহারাজ। পূজ্যপাদ মহারাজ ৬ নভেম্বর (বুধবার) সন্ধ্যারতির পর মন্দিরে ভক্তদের উদ্দেশ্যে আশীর্বাণী প্রদান করবেন। সন্ধ্যারতির পর পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী গিরিশানন্দজি মহারাজকে প্রণাম করা যাবে বলে জানিয়েছেন করিমগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী প্রেমাঘনানন্দজি মহারাজ।

রবিবার থেকে পারদ পতনের ইঙ্গিত, মেঘমুক্ত আকাশ ভাইফোঁটা''তে

কলকাতা, ২ নভেম্বর (হি. স.) : রবিবার থেকে পারদ পতনের ইঙ্গিত। তিন থেকে চার ডিগ্রি পর্যন্ত কমবে অর্থাৎ তাপমাত্রা নামবে। তবে, ভাইফোঁটাতেও রয়েছে মূলত মেঘমুক্ত আকাশ। শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। কালীপুজো শেষ হতেই শিয়রে কড়া নাড়ছে শীতের আগমনী বার্তা। আলিপুরের অধিকর্তা ড. হাবিবুর রহমান বিশ্বাস এই প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, শুষ্ক হতে শুরু করেছে আবহাওয়া। দক্ষিণবঙ্গে রাতের দিকে শিশির পড়তে শুরু হয়েছে। রাতের দিকে বিক্ষিপ্ত ভাবে কুয়াশা পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিভিন্ন জেলাগুলি থেকে অল্প বিস্তর এই খবর জানা গেছে। সপ্তাহ শেষে পারদের সূচক নিম্নমুখী হবে। আগামী কয়েকদিনে প্রায় চার ডিগ্রি পর্যন্ত কমতে পারে তাপমাত্রা। এদিকে, বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরের জেলাগুলিতে। অন্যদিকে, দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে তেমন কোনও আভাস পাওয়া যায় নি। আবহাওয়া বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, দখিনা বাতাস ও পুবের বাতাসের বদলে উত্তর - পশ্চিম ও পশ্চিমী হাওয়ার প্রভাব বাড়বে বৈ কমবে না। রবিবার থেকে বুধবারের মধ্যেই পারদ পতনের পূর্বাভাস রয়েছে। কমপক্ষে তিন থেকে চার ডিগ্রি পর্যন্ত নামবে তাপমাত্রা।

শাহরুখ খান''কে ৫৯ তম জন্মদিনে শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ২ নভেম্বর (হি. স.) : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শনিবার জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বিশিষ্ট অভিনেতা শাহরুখ খান ওরফে কিং খান-কে। দেশ জুড়ে তাঁর ৫৯ তম জন্মদিন পালিত হচ্ছে সাড়ম্বরেই। এই নিয়ে ভক্তদের মধ্যেই তুঙ্গে উন্মাদনা। সোশ্যাল মিডিয়া''তে জন্মদিনের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দনের বন্যা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে এই নিয়ে বাংলার প্রাক্তন ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডরকে শুভ কামনা জানিয়েছেন। বেশ কিছু 'উইশ - কার্ড' ও আপলোড করা হয়েছে এর পরিপ্রেক্ষিতেই এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সোশ্যাল মিডিয়া তথা ফেসবুক পোস্টে শাহরুখের সঙ্গে ছবি আপলোড করা হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মালদায় পুকুর থেকে উদ্ধার প্যারামেডিক্যাল ছাত্রের দেহ

মালদা, ২ নভেম্বর (হি. স.) : শনিবার পুকুর থেকে এক প্যারামেডিক্যাল ছাত্রের দেহ উদ্ধার করা হয়। ঘটনাটি ঘটেছে হরিশচন্দ্রপুরের কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। নিহত ছাত্রের নাম মুজাহিদ আলম (২২)। তিনি কলকাতায় পড়াশোনা করেছেন। জানা গেছে, মুজাহিদের বাবা মোহাম্মদ হানিফ বাড়ি থেকে এক কিলোমিটার দূরে নন্দীবাটি এলাকায় একটি পুকুর ইজারা নিয়ে মাছ চাষ করছেন। কলেজ ছুটির কারণে মুজাহিদ বাড়ি এসেছিল। বরাবরের মতো শুক্রবার সন্ধ্যায় পুকুর পাহারা দিতে গিয়েছিলেন মুজাহিদ। শনিবার সকালে ছেলে বাড়ি না ফেরায় তার মোবাইলে ফোন করে তার পরিবার। কিন্তু মুজাহিদ মোবাইলটি বাড়িতেই রেখে গিয়েছিল। এরপর পরিবারের সদস্যরা নন্দীবাটি এলাকায় পৌঁছান। এই সময় পুকুরে মুজাহিদের দেহ পড়ে থাকতে দেখে পরিবার। খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার খবর পেয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশও ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। পরিবারের সদস্যরা খুন হয়েছে ছেলে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তবে পুকুরের পাম্প সেটে শর্ট সার্কিটের কারণে বৈদ্যুতিক শক লেগে তার মৃত্যু হতে পারে বলে ধারণা করছেন স্থানীয়রা। তদন্ত শুরু করেছে হরিশচন্দ্রপুর থানার পুলিশ।

প্রাচীন প্রথার কালীদৌড়ে রাতের মালতিপুরে সর্বধর্মের মিলনক্ষেত্র

মালদা, ২ নভেম্বর (হি.স.): প্রাচীন ঐতিহ্য মেনেই শুক্রবার রাতে চাঁচল ২ নম্বর ব্লকের মালতিপুরে আয়োজিত হল কালীদৌড়। শুধু হিন্দুরাই নয়, এই রেওয়াজে সামিল হন মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষজনও। প্রাচীন প্রথায় রাতের মালতিপুর হয়ে উঠেছিল সর্বধর্মের মিলনক্ষেত্র।

প্রথমে বুড়ি কালী, ও বাজার কালীকে নিয়ে দৌড়ের আয়োজন করা হয়। পরবর্তীতে আরও কিছু কালী প্রতিমাকে এই রেওয়াজে সামিল করা হয়। এখন বুড়ি কালী ও বাজার কালী তো আছেই, তার সঙ্গে হাট কালী, শ্যামা কালী, চনকা কালী-সহ আরও কিছু কালী প্রতিমা এই দৌড়ে অংশ নেয়। বিসর্জনের আগে প্রতিমাগুলিকে কাঁধে নিয়ে দৌড়ন সংগঠকরা। তার আগে প্রতিমার নাচও হয়। যাঁদের প্রতিমা অক্ষত অবস্থায় প্রথম ঘাটে পৌঁছয়, সেটিরই আগে বিসর্জন দেওয়া হয়। শুক্রবার রাতেও তার আয়োজন করা হয়েছিল মালতিপুরে।

স্থানীয় বাসিন্দা অমিত দাস বলেন, 'এলাকায় যত কালীপুজো হয়, প্রতিটি পুজোর সংগঠকদের সমন্বয়ে এই দৌড়ের আয়োজন করা হয়। প্রতি বছরের মতো এবারও সেই ঐতিহ্যবাহী দৌড়ের আয়োজন করা হয়েছে। আগে রাজারা এই দৌড়ের আয়োজন করতেন। প্রথমে দু''টি প্রতিমা নিয়ে দৌড়ের সূচনা হয়েছিল। পরে কালীর সংখ্যা বেড়ে যায়। এবার এখানে ৮টি প্রতিমা দৌড়ে অংশগ্রহণ করেছে।'

স্থানীয়রা জানান, কালীদৌড় শুরু হয়েছিল প্রায় ৩০০ বছর আগে। শুরু করেছিলেন চাঁচলের রাজা শরৎচন্দ্র রায়চৌধুরী। সেই প্রাচীন রীতি আজও বর্তমান।

কুমারগ্রামে ১০ বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ, ধৃত অভিযুক্ত

আলিপুরদুয়ার, ২ নভেম্বর (হি.স.): শুক্রবার রাতে আলিপুরদুয়ারের কুমারগ্রামে ১০ বছরের এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে প্রতিবেশী এক যুবকের বিরুদ্ধে। শনিবার অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে কুমারগ্রাম থানার পুলিশ। আশঙ্কাজনক অবস্থায় নির্যাতিতাকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পকসো ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।সূত্রের খবর, শুক্রবার রাতে ওই নাবালিকার বাবা-মা বাড়িতে ছিলেন না। সেই সুযোগেই তাঁর বাড়িতে আসে প্রতিবেশী ওই যুবক। নাবালিকার বাড়িতেই তাকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। নাবালিকার গোপনাঙ্গ থেকে রক্তক্ষরণ হতে দেখে মেয়ের সঙ্গে কথা বলেন তাঁর মা। সেই সময়ই প্রতিবেশী যুবকের কুকীর্তি কথা মাকে জানায় নাবালিকা। রাতেই অভিযোগ দায়ের করেন নাবালিকার অভিভাবকেরা।নাবালিকার শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু করায় তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভর্তি করানো হয়েছে আলিপুর জেলা হাসপাতালে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনায় মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা হবে। ৬ বছরের নাবালিকাকে 'ধর্ষণ ও খুন'-এর ঘটনায় শুক্রবার থেকেই উত্তপ্ত ফালাকাটা। এরই মধ্যে ফের আলিপুরদুয়ারে এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল।

বকেয়া না মেটানোয় বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ অর্ধেক করল গৌতম আদানির সংস্থা

নয়াদিল্লি, ২ নভেম্বর (হি. স.) : বকেয়া না মেটানোয় বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ অর্ধেক করে দিল গৌতম আদানির সংস্থা। 'পাওয়ার পারচেজ এগ্রিমেন্ট' অনুযায়ী, ৩০ অক্টোবরের মধ্যে টাকা দিয়ে দেওয়ার কথা ছিল। এ বিষয়ে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারকে আগাম সতর্কও করেছিলেন গৌতম আদানি। কিন্তু তারপরও বকেয়া না পেয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ কমিয়ে দেওয়া হল। এর জেরে ওপার বাংলায় বিদ্যুতের সংকট দেখা দিয়েছে। ৫ আগস্ট সে দেশে হাসিনা সরকারের পতন হয়েছে। তারপর থেকে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির জেরে বিদ্যুতের বিল বকেয়া রয়ে গিয়েছে। জানা গেছে, বাংলাদেশের কাছে আদানি পাওয়ারের বকেয়া রয়েছে ৮৪৬ মিলিয়ন ডলার। অক্টোবরের ৩০ তারিখের মধ্যে বকেয়া টাকা মিটিয়ে দেওয়ার কথা ছিল। সেকথা মনে করিয়ে ২৭ অক্টোবর বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারকে চিঠিও দিয়েছিল আদানি গোষ্ঠী। এমনকি বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ডকে (পিডিবি) এনিয়ে সতর্কও করা হয়েছিল। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিল পরিশোধ করা হয়নি। সেকারণে বিদ্যুৎ সরবরাহ কমানো হয়েছে। এতে বিদ্যুৎ সংকট দেখা দিয়েছে দেশটিতে। বকেয়া পরিশোধ না করলে বিদ্যুৎ সরবরাহ পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে সংস্থার তরফে।

১৫ নভেম্বর রাজ্যভিত্তিক ১৪৯তম বিরসা মুণ্ডা জন্মজয়ন্তী

আগরতলা, ২ নভেম্বর।। রাজ্যভিত্তিক ১৪৯তম বিরসা মুণ্ডা জন্মজয়ন্তী-২০২৪ ও জনজাতি গৌরব দিবস এবছর আগামী ১৫ নভেম্বর কৈলাসহরের গোলকপুর উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত হবে। এ উপলক্ষে আজ চণ্ডিপুর ব্লকের কনফারেন্স হলে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামী টিঙ্কু রায়ের সভাপতিত্বে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দ দাস, চণ্ডিপুর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান বিনয় সিং, বিডিও প্রসেনজিৎ মালাকার, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহ অধিকর্তা বিশ্বজিৎ দেব প্রমুখ।প্রস্তুতি সভায় ক্রীড়ামী টিঙ্কু রায় বলেন, বিরসা মুণ্ডার জন্মজয়ন্তীকে জনজাতীয় গৌরব দিবস হিসেবে উদযাপন করা হয়। রাজ্যে ঊনকোটি জেলায় সবচেয়ে বেশি চা বাগান রয়েছে। তারমধ্যে জেলার গোলকপুরে অনেকগুলো চা বাগান রয়েছে। তাই সবদিক বিচার করে এ বছর গোলকপুর উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে রাজ্যভিত্তিক ১৪৯তম বিরসা মুণ্ডা জন্মজয়ন্তী উদযাপন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে চা শ্রমিকদের ঝুমুর নৃত্য সহ তাদের সংস্কৃতিকে যাতে তুলে ধরা যায় এর ব্যবস্থা করতে হবে। প্রস্তুতি সভায় বিরসা মুণ্ডার জন্মদিবসকে কেন্দ্র করে রাজ্যভিত্তিক জনজাতীয় গৌরব দিবস সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে সভাধিপতি অমলেন্দ দাস সবার সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করেন। প্রস্তুতি সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহ অধিকর্তা বিশ্বজিৎ দেব। প্রস্তুতি সভায় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামী টিঙ্কু রায়কে চেয়ারম্যান করে একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

গঙ্গার স্রোতে ভেসে গেল নিমতলা ঘাটের একাংশ, এলাকায় আতঙ্ক, মন্তব্য মেয়রের

কলকাতা, ২ নভেম্বর (হি.স.): শুক্রবার রাত্রিবেলা গঙ্গার স্রোতে ভেসে গিয়েছে নিমতলা ঘাটের একাংশ। ফলত, গঙ্গার গ্রাসে তলিয়ে যাওয়ার আতঙ্ক বাড়ছে নিমতলা-বাগবাজার সহ একাধিক এলাকায়। চিন্তায় প্রশাসন। শুধু তাই নয়, এমনকী নিমতলা ঘাটে রবিঠাকুরের সমাধিক্ষেত্র ঘিরে বাড়ছে উদ্বেগ। সেটিও কার্য্যত বিপদসীমার মধ্যে। কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের দাবি, হাওড়ার দিকে প্রবল পলি জমায় বদল হয়েছে স্রোতের গতিপথ। গঙ্গার স্রোত এসে বারবার ধাক্কা দিচ্ছে কলকাতার দিকের পাড়গুলিতে। আর এর জেরে পাড় ভাঙয় বাড়ছে বিপদ। পুরমন্ত্রী ফিরাহাদ শনিবার সংবাদমাধ্যমকে বলেন, "এটা খুব চিন্তার বিষয়। কারণ কলকাতার একটা অংশ ভাঙনের দিকে আসছে। ওই জায়গাটা পোর্ট ট্রাস্টের আওতায়। এমনকী ওদের একটা আলাদা বিভাগ রয়েছে যাঁরা এই সকল গঙ্গার ভাঙনের বিষয় দেখে থাকে। আমি ওদের সঙ্গে কথা বলেছি। দ্রুত বিশেষজ্ঞদের কাজে লাগিয়ে কীভাবে রোধ করা যায় তা দেখতে হবে। আমার ব্যক্তিগত ভাবে যেটা মনে হয়েছে, যেহেতু ওইদিকে (হাওড়া) পলি জমে যাচ্ছে, তার জন্য গঙ্গা এসে এ দিকে গ্রাস করছে।"

হিন্দুস্থান সমাচার / অশোক সেনগুপ্ত / সোনালি

মহিলা জুনিয়র ডাক্তারকে 'যৌন হেনস্থা', অভিযোগ পূর্ব যাদবপুর থানায়

কলকাতা, ২ নভেম্বর (হি.স.): অ্যাপ বাইকের রাইড বাতিল করায় মহিলা জুনিয়র ডাক্তারকে শুক্রবার যৌন হেনস্থার অভিযোগ উঠেছে এক অ্যাপ ক্যাব চালকের বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, ক্যাবের চালক ফোন করে গালিগালাজ ও হুমকি দিয়েছে বলেও জানাচ্ছেন অভিযোগকারী। খবরটি প্রকাশ্যে এসেছে শনিবার। শুক্রবার মহিলা জুনিয়র ডাক্তার একটি সংস্থার অ্যাপ বাইক বুক করেন। তখন ১২ মিনিট দেরিতে সেই গাড়ি নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছবে বলে দেখায়। তাড়া থাকার জন্য সেই বুকিং বাতিল করে দেন মহিলা ডাক্তার। অভিযোগ, কেন বুকিং বাতিল করা হল সেই প্রশ্ন তুলে বারবার চালক ফোন করতে থাকেন। কল রিসিভ করার পর গালিগালাজ শুরু করে দেন। চালক এরপর ফোনে অশ্লীল ভিডিও পাঠাতে থাকেন। তাঁর কথায়, "অশ্রাব্য ভাষায় গালগালাজ করতে থাকেন চালক। বলেন এলাকায় দেখতে পেলে চামড়া তুলে নেব। যেহেতু পূর্ব যাদবপুর থানা এলাকায় ঘটনাটি ঘটে, তাই আমি সেখানে অভিযোগ দায়ের করি।" চালকের নাম, ফোন নম্বর দিয়ে কলকাতা পুলিশের সাইবার সেলেও অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযুক্ত চালকের নামে তিনটি ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

৫ নভেম্বর খুলছে চেঙ্গাইলে লাডলো জুট মিল

কলকাতা, ২ নভেম্বর (হি. স.) : অবশেষে হাওড়া জেলার লাডলো জুট মিল খুলছে। রাজ্য সরকারের তরফে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। গত দুই দিন ধরে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়েছে। এরপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে। শুক্রবার ও শনিবার দফায় দফায় শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক এ নিয়ে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার শ্রমিক ও কর্মচারী রয়েছেন। চেঙ্গাইলে আগামী ৫ নভেম্বর থেকে জুটমিলের দরজা খুলে যাচ্ছে। প্রথমেই রক্ষণাবেক্ষণের কাজ শুরু হবে। রাজ্য সরকারের শ্রম দফতর উদ্যোগী হয়েছে। পূর্ব ঘোষণা মত, ছুটির মধ্যেই শ্রম দফতরে প্রথম দফায় দুদিন ধরে হয় দ্বিপাক্ষিক বৈঠক। আগামী ১১ নভেম্বর থেকে উৎপাদনের কাজ শুরু হবে। উল্লেখ্য, গত ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে বন্ধ ছিল জুটমিলটি। মালিকপক্ষ বন্ধ করে দেয় এর অন্যতম কারণ, স্থানীয় কিছু দুষ্কৃতীদের হামলা। বন্ধ মিলের শ্রমিক কর্মচারীরা মজুরি বাবদ অর্থ ও বোনাস পুজোর ছুটির মধ্যেই মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে শ্রম দফতর ও স্থানীয় প্রশাসন যৌথভাবে। এদিনের ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে লাডলো জুট মিলের আটটি ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্ব ছাড়াও মালিকপক্ষের প্রতিনিধিরা। স্থানীয় বিধায়ক বিদেশ বসু ছাড়াও পূর্ত মন্ত্রী পুলক রায়, শ্রম দফতরের বিশেষ শ্রম কমিশনার তীর্থঙ্কর সেনগুপ্ত, কলকাতা ও হাওড়ার ডেপুটি শ্রম কমিশনার, জুট শ্রমিক ইউনিয়ন নেতা সোমনাথ শ্যাম ও আইএনটিটিইউসি''র রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

অসমিয়া ভাষাকে ধ্রুপদীর স্বীকৃতি, সম্মান জানাতে আগামীকাল থেকে "ভাষা গৌরব সপ্তাহ" পালন রাজ্যে

গুয়াহাটি, ২ নভেম্বর (হি.স.) : অসমিয়া ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ায় তাকে সম্মান জানাতে রাজ্য সরকার চালু করেছে "ভাষা গৌরব সপ্তাহ" শীর্ষক এক কর্মসূচি। মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে আগামীকাল (৩ নভেম্বর) থেকে শুরু হবে "ভাষা গৌরব সপ্তাহ"। চলবে আগামী ৯ নভেম্বর পর্যন্ত। এই উদ্যোগের লক্ষ্য অসমিয়াকে ধ্রুপদী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ায় রাজ্য জুড়ে সপ্তাহব্যাপী নানা কর্মসূচি উদযাপন করা। অসমিয়া ও অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষার তাৎপর্য তুলে ধরতে বিভিন্ন জেলায় প্রস্তাবিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন রাজ্যের মন্ত্রীরা। এই উদ্যোগ অসমের জনগণের মধ্যে গর্ব ও ঐক্যের অনুভূতি জাগিয়ে তুলবে বলে আশা করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা এই উদ্যোগে সবাইকে অংশগ্রহণ করতে আহ্বান জানিয়েছেন। অসমিয়া এবং রাজ্যের অন্যান্য ভাষা উদযাপনের গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে নাগরিকদের সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠেয় এই উদ্যোগে যোগ দিতে এবং অসমের সমৃদ্ধ ভাষাগত ঐতিহ্যকে সম্মান করতে আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

গাজোলে 'নরবলি' সন্দেহে গুঞ্জন, তদন্তের পর নস্যাৎ করলেন তদন্তকারীরা

মালদা, ২ নভেম্বর (হি.স.) : শুক্রবার সকালে গাজোলের দেওতলা অঞ্চলের ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে একজনের মুণ্ডবিহীন দেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। ঘটনাটি ঘিরে 'নরবলি' সন্দেহ করে গুঞ্জন শুরু হয়। তদন্তে নেমে শনিবার তা নস্যাৎ করে দিলেন তদন্তকারী পুলিশ অফিসাররা। মালদার গাজোলে জাতীয় সড়কের ধারে মুণ্ডহীন দেহ ও কিছুটা দূরে কাটা মাথা উদ্ধারের ঘটনার রহস্য শনিবার উন্মোচন করল পুলিশ। মর্মান্তিক দুর্ঘটনার বলি ওই ব্যক্তি। বিলাসবহুল গাড়ির ধাক্কায় সামনের কাচ ভেঙে মাথা ঢুকে যায় গাড়ির ভিতর। দেহটা পড়েছিল ইঞ্জিনের উপর। গাড়ির মদ্যপ চালক ও আরোহী মিলে দেহ সরানোর চেষ্টা করতেই মুণ্ড ও দেহটি আলাদা হয়ে যায়। ঘাতক বিলাসবহুল গাড়িটি পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে। পাশাপাশি 'অনিচ্ছাকৃত' খুনের অভিযোগে পুলিশ তিন যুবককে গ্রেফতারও করেছে। নিহতের পায়ে গভীর ক্ষতচিহ্ন ছিল।

খেলোয়াড় নির্বাচনী কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ২ নভেম্বর: খেলোয়াড় নির্বাচনী কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় শনিবার। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সভাধিপতি সহ অন্যান্যরা। জাতীয় যোগা প্রতিযোগিতাকে সামনে রেখে ত্রিপুরা যোগা অ্যাসোসিয়েশন রাজ্য ভিত্তিক যোগা দল গঠনের লক্ষ্যে চলছে যোগা খেলোয়াড় নির্বাচনী কর্মসূচি।তারই অঙ্গ হিসাবে শনিবার মোহনপুর মহকুমার যোগা আসোসিশনের উদ্যোগে মহকুমা স্তরের যোগা খেলোয়াড় নির্বাচনী কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় বামুটিয়ায়। বিধানসভার গান্ধীগ্রামস্থিত বিবেকানন্দ সৎসঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় এই নির্বাচনী কর্মসূচি।আগামীকাল ৩ রা নভেম্বর পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা যোগা দল নির্বাচনী কর্মসূচিটি অনুষ্ঠিত হবে আগরতলা এগিয়ে চলো সংঘে। শনিবার উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সভাধিপতি বলাই গোস্বামী, বামুটিয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান দীপক কুমার সিংহ, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা যোগা এসোসিয়েশনের সভাপতি উত্তম দেবনাথ,সহ যোগা শিক্ষক শিক্ষিকা,যোগা খেলোয়াড়,তাদের অভিভাবক ও স্থানীয় জনগণ।এই যোগা দল পরবর্তী সময়ে রাজ্য,জাতীয় ,আন্তর্জাতিক ও এশিয়ান গেমসে অংসগ্রহন করবেন। এই যোগা খেলোয়াড় নির্বাচনী কর্মসূচির প্রধান অতিথি পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সভাধিপতি বলাই গোস্বামী উনার বক্তব্যে বলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আহ্বানে রাজ্য দেশ সহ বহির বিশ্বে যোগা শারীরিক ও মানসিক গঠনের ক্ষেত্রে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।যোগাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্কুল,সামাজিক সংস্থা,ক্লাবের সঙ্গে কথা বলবেন। শুধু কথা বলা নয়, তাকে বাস্তবায়িত করার জন্য কাজ করবেন এবং সরকারি ভাবে খেলোয়াড়দের এগিয়ে নিয়ে যেতে সরকার খেলোয়াড়দের পাশে থাকবে।

বালির গাড়ি আটকে বিক্ষোভ বিজেপির, নজরদারি শিকেয়

দুর্গাপুর, ২ নভেম্বর(হি.স.): শারদ উৎসবের শেষের মুখে। আর তার মধ্যেই বুদবুদের চাকতেঁতুল পঞ্চায়েতের শাঁকুড়ি, শালডাঙা, মুন্সিপুরে ফের সক্রিয় বালি মাফিয়ারা। দিনরাত অবাধে চলছে ট্রাক্টরে অবৈধভাবে দামোদর বুক চিরে বালি পাচার। নদী থেকে বালি তুলে মজুত করা হচ্ছে ডিভিসি ক্যানেল পাড় ও পানাগড় - চাকতেঁতুল সড়কের পাশে। বেপরওয়া বালির গাড়ী যাতায়াতে দুর্ঘটনার আতঙ্কে গ্রামবাসীরা। শনিবার অবৈধ বালির গাড়ী আটকে বিক্ষোভ শুরু করল স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। নজরদারি শিকেয়। প্রশ্ন উঠেছে ভুমিরাজস্ব দফতরের ভুমিকায়।বুদবুদের শাঁকুড়ি, শালডাঙা, মুন্সিপুর গ্রামের পাশেই দামোদরে বালিঘাট। দিনরাত অবাধে ছুটছে অবৈধ বালি বোঝাই লরি, ট্রাক্টর। আর তাতেই আতঙ্কিত এলাকাবাসী। কমপক্ষে ৫০ টি ট্রাক্টরে চলছে ওই তিনটি বালিঘাট থেকে বালি পাচার। বালির গাড়ি যাতায়াতে ভেঙে পড়ছে গ্রামের রাস্তা। আর তাতেই গ্রামবাসীরা আরও ক্ষোভে ফেটে পড়ে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, 'গ্রামের সরু রাস্তা। পাশেই সংকীর্ন ক্যানেল ব্রীজ। বালি বোঝাই লরি, ডাম্পার যাতায়াতে ভেঙে পড়ছে রাস্তা। এমনকি সেতুটিও ভেঙ্গে পড়ার শঙ্কা রয়েছে।' গ্রামবাসীদের দাবী,' অবৈধ উপায়ে বালি উত্তোলন চলছে। নম্বরবিহীন কিছু ট্রাক্টর নদী থেকে বালি তুলে শালডাঙা ডিভিসি ক্যানেলপাড়ে, পানাগড়- চাঁকতেতুল সড়কের পাশে মজুত করছে। তারপর সেখান থেকে লরি ডাম্পারে কোলকাতায় পাচার হচ্ছে। অবৈধ উপায়ে বালি উত্তোলনের ফলে অচিরে নদী ভাঙন হবে। নদী তীরবর্তি কয়েক''শ হেক্টর চাষজমি নষ্ট হবে, চাষের ক্ষতি হবে। তাই এধরনের অবৈধ বালিঘাট বন্ধ হোক।' শনিবার শালডাঙা ক্যানেল ব্রীজে অবৈধ বালি বোঝাই করার সময় লরি আটকে দেয় বিজেপি নেতা কর্মীরা। বিজেপির সংখ্যালঘু সেলের বর্ধমান-দুর্গাপুর সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক কাজী হাসিবুল রহমান বলেন,' বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে? তৃণমূলের মদতে দিনরাত চলছে অবৈধ বালি পাচার। নম্বরবিহীন ট্রাক্টরে বালি পাচার করছে। সেখান থেকে বালি শালডাঙা ক্যানেল পাড়ে মজুত করা হচ্ছে। এবং ওই মজুত বালি লরি ডাম্পারে ভর্তি হয়ে জাতীয় সড়ক দিয়ে কলকাতায় চলে যাচ্ছে। সড়কের পাশে বালি মজুত করায় প্রায় দিনই দুর্ঘটনা ঘটছে। রাস্তার ওপর বালিতে স্লিপ করে মোটরবাইক পড়ে দুর্ঘটনা ঘটছে। মরনফাঁদ হয়ে উঠেছে সড়ক। তাই প্রতিবাদে সরব হয়েছে।' বিজেপির চাকতেঁতুল পঞ্চায়েতের সদস্য বর্নালি মাজি বলেন,' খোদ তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধান, তৃণমূলের সদস্যের নিজস্ব নম্বরবিহীন ট্রাক্টর রয়েছে। তাতে বালি পাচার করছে। এই চক্রের মুল মাথা রয়েছে স্থানীয় সৌরভ ঘোষ, শাঁকুড়ির দিলিপ ঘোষ সহ অনেকে। অবৈধ বালি পাচারে লোকসান হচ্ছে রাজ্যের কোটি কোটি টাকার রাজস্ব। তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।' জানা গেছে, দামোদর নদ বাঁকুড়ার জেলার অধীনে। বালি তোলার জন্য সরকারি টেন্ডার হয়। তারপরও রয়েলটি দিয়ে চালান নিতে হয়। কিন্তু সেই নিয়মকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে অবাধে আলছে বালি পাচার। প্রশ্ন, উঠেছে ভুমি রাজস্ব দফতরের নজরদারিতে। সম্প্রতি রাজ্য সরকার যখন ঋণে জর্জরিত। তখন কোটি কোটি টাকার রাজস্ব লোকসান ঠেকাতে তৎপর নয় কেন? প্রশ্ন উঠেছে, রাজনৈতিক মহলে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান,' বহুবার প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। সুবিচার পাওয়ায় যায়নি। নির্বিকার প্রশাসন। উল্টে বালি মাফিয়াদের হুমকি আসে।' যদিও এবিষয়ে সৌরভ ঘোষ কোন মন্তব্য করেনি। শাঁকুড়ির বাসিন্দা দিলীপ ঘোষ অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন,' বালি কারবারে আমি নেই। মিথ্যা অভিযোগ তুলছে।' আবারচাকতেঁতুল পঞ্চায়েত প্রধান অনুপ মেটের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে কোন মন্তব্য করেনি। যদিও এবিষয়ে পুলিশ জানিয়েছে একটি লরি আটক হয়েছে। মামলা দায়ের হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।' তবে ভূমি রাজস্ব দফতর কোন মন্তব্য করতে চায়নি।

অভয়া প্লাস - শীর্ষক মহিলাদের সুরক্ষায় ক্যারাটে কর্মসূচি গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে দেওয়া হবে - বারাসতে ঘোষণা করলেন রাজ্যপাল

কলকাতা, ২ নভেম্বর - (হি. স) : রাজভবনে 'আপনা ভারত — জাগতা বেঙ্গল' উদ্যোগের অধীনে মহিলাদের আত্মরক্ষার জন্য অভয়া প্লাস শীর্ষক কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে চালু করা হয়েছে ক্যারাটে প্রশিক্ষণ। শনিবার বারাসাতে অনুষ্ঠিত ভাইফোঁটার প্রাক্কালে রাজ্যপালের ঘোষণা, এই অভয়া প্লাস কর্মসূচি গ্রামাঞ্চলেও সম্প্রসারিত হবে। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে তিনি, একাধিক মহিলার সঙ্গে এ রাজ্যের নারীদের দুঃখজনক অবস্থার বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন।প্রসঙ্গত রাজ্যপালের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, নারীদের আত্মরক্ষার জন্য কেরালার ঐতিহ্যবাহী যুদ্ধকলা কলারিপায়াট্টু পশ্চিমবঙ্গে আনা হবে।নতুন এই আত্মরক্ষা পদ্ধতিটি কলারিপায়াট্টু এবং ক্যারাটে - এর এক মিশ্রণ হবে এবং নামকরণ করা হয়েছে কলা-টে। কলা-টে হবে কলারিপায়াট্টু ও ক্যারাটে-এর একটি সংমিশ্রণ, যা উভয়ের সেরা এবং সহজে শেখা যায় এমন কৌশলগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করবে।উল্লেখ্য, রাজ্যপাল মেয়েদেরকে আত্মরক্ষার কৌশল শেখার জন্য উৎসাহিত করেছেন। যা তাদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার পাশাপাশি শারীরিক এবং মানসিক সুস্থতাও বজায় রাখতে খুব সহায়ক হবে।

ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক

● প্রথম পাতার পর

পণ্যবাহী ট্রেনের ট্রায়াল চলছে। পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত হলে আগামীকাল (০৩.১১.২০২৪) সকাল থেকে নিয়মিত যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

একটি টানেলের ভিতরে একটি পণ্যবাহী ট্রেনের বোঝাই ওয়াগন লাইনচ্যুত হওয়ার কারণে গত বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে পার্বত্য বিভাগে ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখতে হয়েছিল।

চাকরিচ্যুত শিক্ষিকার মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

পরিজনদের প্রতি গভীর মর্ম বেদনা জ্ঞাপন করা হয়েছে।

হওয়ার বার্তা মন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

অতিসত্বর সমাধান করা হবে। এদিকে, এবিষয়ে সামাজিক মাধ্যমে মন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, আমার নজরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদেরকে বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে এ সম্পর্কে স্পষ্টিকরণ এবং গ্রাহকদের অভিযোগ নিষ্পত্তি করনের নির্দেশ দিয়েছি। আশা করি খুব শীঘ্রই সমস্যা মিটে যাবে। এ বিষয়ে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

তৈরির ষড়যন্ত্র চলছে

● প্রথম পাতার পর

সভাপতি আশিস কুমার সাহা বলেন, প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে ৩১ অক্টোবর থেকে ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত রাজ্যব্যাপী সংহিতা পদযাত্রার আয়েজন করা হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ঘটনায় শাসক দলের ভূমিকা অত্যন্ত আপত্তিজনক। রাজ্যে বিভেদের ও সন্ত্রাসের পরিবেশ কায়েম করার ষড়যন্ত্র চলছে।

এদিন তিনি আরও অভিযোগ করেন, বিভিন্ন জাতি, ধর্ম ও বর্ণের মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বীজ রোপণ করে গভীর ষড়যন্ত্রে দেশকে জাতিগত দিক দিয়ে বিভেদ তৈরী করছে।

নিকেশ ২ জঙ্গি

● প্রথম পাতার পর

পুলিশ কর্মী-সহ ৩ জন আহত হয়েছেন।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1
11/3/2024, 1:00 AM

খেলাধুলা

নাইডু ট্রফি : চন্ডিগড়, ওড়িশা ম্যাচের জন্য আনন্দের নেতৃত্বে রাজ্যদল ঘোষিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। কর্নেল সি কে নাইডু ট্রফি ক্রিকেটে রাজ্য দলের নেতৃত্বে এবার আনন্দ ভৌমিককে আনা হয়েছে। আসন্ন দুটি ম্যাচের জন্য রাজ্য দল ঘোষণা করা হয়েছে। চন্ডিগড় ও ওড়িশার বিরুদ্ধে ত্রিপুরার ম্যাচ যথাক্রমে ৮ ও ১৫ নভেম্বর থেকে শুরু হবে। ত্রিপুরা দল এবার চন্ডিগড় যাবে। কর্ণেল সি কে নাইডু ট্রফি ক্রিকেটে। ত্রিপুরা দলের পরবর্তী ম্যাচ ৮ থেকে ১১ নভেম্বর চন্ডিগড়ের বিরুদ্ধে। খেলা হবে চন্ডিগড়ের মহাজন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে। ৮ দলীয় এলিট গ্রুপ-এ এর চতুর্থ রাউন্ডের খেলা।

এর আগের তিন ম্যাচের তিনটিতেই ত্রিপুরা দল হেরে পয়েন্টের সারণিতে একেবারে তলানিতে রয়েছে। তিন ম্যাচ থেকে ত্রিপুরা দলের সংগৃহীত পয়েন্ট নয়। সেস্থলে, চন্ডিগড় রয়েছে পঞ্চম শীর্ষে। তিন ম্যাচ থেকে ২৭ পয়েন্ট পেয়ে। ত্রিপুরা দল প্রথম খেলায় মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ২৫ রানে হেরেছিল। পরবর্তী দুটি ম্যাচে যথাক্রমে কর্নাটকের কাছে ইনিংস সহ ১৩১ রানে এবং তামিলনাড়ুর কাছে ইনিংস সহ ৩৫ রানের ব্যবধানে পরাজিত হয়েছে।

পক্ষান্তরে, চন্ডিগড় প্রথম ম্যাচে সরাসরি জয় পেয়েছিল কেরালার বিরুদ্ধে ৭ উইকেটের ব্যবধানে। দ্বিতীয় ম্যাচে তামিলনাড়ুর কাছে ইনিংস সহ ৮৩ রানে পরাজিত হয়েছিল।

তৃতীয় ম্যাচে উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচ ড্র হলেও প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। এদিকে নতুন ভাবে ঘোষিত রাজ্য দল হলো: সেন্টু সরকার (উইকেট কীপার), আরমান হোসেন, ঋতুরাজ ঘোষ রায়, আনন্দ ভৌমিক (অধিনায়ক), অরিন্দম বর্মন, সপ্তজিৎ দাস, নবারুণ চক্রবর্তী (উইকেট কিপার), দুর্লভ রায়, সাহিল সুলতান, অমিত আলী, ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ, অভিজিৎ দেববর্মা (সহ অধিনায়ক), দীপ্তনু চক্রবর্তী, দেবরাজ দে, সৌরভ কর। খেলোয়াড়দের আগামীকাল (রবিবার) বেলা বারোটায় পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে।

পূর্বাঞ্চলীয় মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবলে জয় অব্যাহত ত্রিপুরার

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। পূর্বাঞ্চলীয় মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় টানা দ্বিতীয় ম্যাচে জয় পেল ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রথম ম্যাচে গতকাল বেনারস মহাত্মা গান্ধী কাশি বিদ্যাপীঠকে এক প্রকার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে জয় ছিনিয়ে নিয়েছিল রাজ্যের মেয়েরা। প্রথম ম্যাচে জয় পাওয়ার পর টুর্নামেন্টের পুল ডি গ্রুপে শনিবার ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় মুখোমুখি হয় নাগাল্যান্ডের।এদিন ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় দল দাপটের সঙ্গে খেলে নাগাল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয় কে ৮-০ গোলে পরাজিত করে।এদিন সকাল ৯ টায় মনিপুর রাজ্য ফুটবল স্টেডিয়ামে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় খেলতে নামে নাগাল্যান্ডের বিরুদ্ধে। প্রথম থেকেই ত্রিপুরার মেয়েরা আক্রমাত্মক ফুটবল খেলতে শুরু করে। খেলার ছয় মিনিটে প্রথম গোল করে বাসন্তী রিয়াং।

১২ মিনিটে গোল করে মৌসুমী ওরাং। ১৭ মিনিটে আবার মৌসুমী গোল করে ব্যবধান বাড়িয়ে দেয়। ২৪ মিনিটে সহ- অধিনায়িকা অঞ্জলি দেববর্মা আরো একটি গোল করে। ২৮ মিনিটে আবার গোল করে বাসন্তী রিয়াং। ৩১ মিনিটে গোল করে কাজলতি রিয়াং। ৩৪ মিনিটে মৌসুমীর আবার গোল।

এই ভাবেই একের পর এক প্রতিপক্ষকে গোলের বন্যায় ভাসায় রাজ্যের মেয়েরা।দ্বিতীয়ার্ধে একটি মাত্র গোল করতে সক্ষম রাজ্য দল। আর একমাত্র এই গোলটি করে বাসন্তী রিয়াং ১২ মিনিটে। আগামীকাল ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রুপের শেষ ম্যাচ লড়বে আয়োজক ন্যাশনাল স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি মনিপুরের বিরুদ্ধে সকাল সাতটায় মণিপুর স্টেট ফুটবল স্টেডিয়ামে। পরপর ম্যাচ খেলে মেয়েরা কিছুটা ক্লান্ত। নিজেদের শেষ ম্যাচেও রাজ্য দলের জয় সম্পর্কে অনেকটা আশাবাদী দলের প্রশিক্ষক মধু মানিক লোধ।

রাজ্যভিত্তিক স্কোয়াশ টুর্নামেন্ট জমজমাট সমাপ্তি অনুষ্ঠানে আজ পুরস্কার বিতরণ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে রাজ্যভিত্তিক স্কোয়াশ চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হয়েছে। চলবে আগামীকাল (রবিবার) পর্য্যন্ত। আগামীকাল বিকেল তিনটায় প্রতিযোগিতার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হবে। শনিবার বিকেল পাঁচটায় রাজধানীর আসাম রাইফেলস স্কোয়াশ কমপ্লেক্সে এই প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান রতন সাহা। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে ব্রিগেডিয়ার মনীষ রানা, যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ, ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের জয়েন্ট সেক্রেটারি স্বপন সাহা, অল ত্রিপুরা স্কোয়াশ রেকেটস অ্যাসোসিয়েশনের মুখ্য উপদেষ্টা সুজিত রায়, সভাপতি রাজু দত্ত প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। শনিবার বেলা ১১ঃ৩০ টা থেকে রাজ্যের সব কটি মহকুমা থেকে আগত প্রায় ৪০ জন পুরুষ মহিলা স্কোয়াশ খেলোয়াড় বিভিন্ন বিভাগে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে বিকেলে। আগামীকাল সমাপ্তি অনুষ্ঠানে অতিথি বৃন্দ উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেবেন।

৮ নভেম্বর থেকে গ্রুপ লীগের অন্য খেলায় বালাঙ্গীরে উড়িষ্যা খেলবে কর্নাটকের বিরুদ্ধে। নাসিকে মহারাষ্ট্র ও কেরালা পরস্পরের মুখোমুখি হবে। সালেমে তামিলনাড়ু খেলবে উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে।

পশ্চিম জেলা স্তরীয় যোগার আসর আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। পশ্চিম জেলা যোগা কম্পিটিশন আগামীকাল (রবিবার) আগরতলায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে। রাজধানীর এগিয়ে চলো সংঘ কমপ্লেক্সে এই প্রতিযোগিতা হবে। সকাল দশটায় এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। পশ্চিম জেলার তিনটি মহকুমা সদর, জিরানিয়া এবং মোহনপুর থেকে শতাধিক ছেলে-মেয়ে এতে অংশ নিতে পারে বলে পশ্চিম জেলার যোগা এসোসিয়েশনের তরফে জানানো হয়েছে। এদিকে রবিবার সকাল দশটায় এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সচিব সুকান্ত ঘোষ, পশ্চিম জিলা সহ-সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, আগরতলা পুর নিগমের কর্পোরেটর জাহ্নবী দাস চৌধুরী, যোগা এসোসিয়েশনের উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান ড. ইন্দ্রনীল ভৌমিক, আয়ুর্বেদিক হসপিটাল এর দপ্তর প্রধান ড. গৌরীশংকর ভৌমিক, আয়ুষ-এর ব্রাঞ্চ অফিসার ড. সুব্রত দেব, এগিয়ে চল সংঘের সভাপতি চঞ্চল নন্দী, সম্পাদক সুমন্ত গুপ্ত, যোগা গুরু ড. যীশু চক্রবর্তী, যোগা এসোসিয়েশনের সম্পাদক দিব্যেন্দু দত্ত প্রমুখ উপস্থিত থাকবেন। অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করবেন পশ্চিম জেলা যোগা অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি উত্তম দেবনাথ। অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে সংশ্লিষ্ট সকলকে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

নরেশ স্মৃতি ক্রিকেটের উদ্বোধনী জয় শতদলের

ক্রীড়া প্রতিনিধি গোলাঘাটি। সিপাহীজলা প্লে সেন্টারের উদ্যোগে নরেশ চন্দ্র দাস স্মৃতি অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট এর শুভ উদ্বোধন হয় শনিবার। সিপাহীজলা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় মাঠে টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয় এদিন। উদ্বোধনী ম্যাচে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান নবাদল বণিক, বিশালগড় প্রেসক্লাবের সভাপতি ভবতোষ ঘোষ, ডুকলী পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান কিশোর ঘোষ, বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য রবীন্দ্র দত্ত, গোলাঘাটি গ্রাম প্রধান পুষ্প রায়, উপপ্রধান দুলাল শীল, সিপাহীজলা ইয়ং ব্লাড ক্লাবের সভাপতি শচীন্দ্র দত্ত, সিপাহীজলা প্লে সেন্টারের সচিব সৈকত লস্কর সহ অগণিত ক্রিকেট প্রেমী বৃন্দ। উদ্বোধনী ম্যাচে এদিন অংশ নেয় শতদল ও ক্রিকেট অনুরাগী। টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর দুইদলের লড়াই শুরু হবার আগে টসে জিতে প্রথমে ব্যাট হাতে মাঠে নেমে ৩২.৪ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ১২৬ রান সংগ্রহ করে শতদল। দলের পক্ষে অঙ্কিত দাস ২৭, পাপাই দাস ৩২ রান করে। ক্রিকেট অনুরাগীর উদয়ন পাল একাই ৪টি উইকেট পায়। জবাবে ১২৭ রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে খেলতে নেমে ক্রিকেট অনুরাগী ৩৪.১ ওভারে সবগুলো উইকেট হারিয়ে মাত্র ৯৪ রান করতে সক্ষম হয়। বিজয়ী হয় শতদল। শতদলের আদিত্য এবং রাজবীর ২ টি করে উইকেট পায়। ম্যান অব দ্যা ম্যাচ নির্বাচিত হয় পাপাই দাস এবং সেরা ফিল্ডারের পুরস্কার পায় অংকিত দাস।ধারাভাষ্যে ছিলেন সুকান্ত ঘোষ। আগামী ৬ নভেম্বর পরবর্তী ম্যাচে কাকড়াবন খেলবে এ ডি নগরের বিপক্ষে।

বামুটিয়ায় সম্পন্ন মহকুমা যোগাসন প্রতিযোগিতা

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। বামুটিয়া বিধানসভার গান্ধীগ্রাম স্থিত বিবেকানন্দ সৎ সংঘের নাট্য মন্দিরে মোহনপুর যোগা দল গঠনের লক্ষ্যে এক দিবসীয় প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শনিবার জাতীয় যোগা দল ফেডারেশন জেলা স্তরে গঠনের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ক্রমান্বয়ে পশ্চিম জেলায় রাজ্য দল গঠন করা হবে।এদিনের শিবিরে বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়েরা প্রতিনিধিত্ব করে এবং খেলার মাধ্যমে জয়ী হয়। শিবিরের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম জেলার জেলা সভাপতি বলাই গোস্বামী, বামুটিয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান দীপক কুমার সিংহ এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্য যোগা অ্যাসোসিয়েশনের উপদেষ্টা ডক্টর যীশু চক্রবর্তী, সম্পাদক দিব্যেন্দু দত্ত, পশ্চিম জেলার যোগা এসোসিয়েশনের সভাপতি উত্তম দেবনাথ, সম্পাদক অমল ভট্টাচার্য্য, পূর্ব গান্ধীগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জানকি বিশ্বাস এবং পশ্চিম গান্ধীগ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুদর্শন ভট্টাচার্য্য যোগা শিক্ষক-শিক্ষিকা গণ সহ অনেকেই। মোহনপুর মহকুমা যোগা এসোসিয়েশনের সম্পাদক অমলেন্দু দে এর অক্লান্ত পরিশ্রমে এদিন ৩ নং বামুটিয়াতে এই মহতী উদ্যোগের শুভ সূচনা হয়।তার অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে বিগত বহু বছর যাবত বামুটিয়ে বিধানসভা কেন্দ্রে ছেলেমেয়েদের প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছেন বিনা স্বার্থে যুব সমাজের প্রতি নিজের কর্তব্যকে বজায় রেখে। সরকারি সহযোগিতা পেলে তিনি স্থানীয় ছেলে মেয়েদের থেকে শুরু করে মোহনপুর সাব ডিভিশনে এক ইতিহাস তৈরি করতে পারেন।তার ব্যক্তিগত মতামত অনুযায়ী সরকারের কাছে তিনি করজোরে দাবী জানিয়েছেন যুব সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে তাকে সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সহযোগিতা করার।জেলা সভাধিপতি বলাই গোস্বামীও আশ্বাস দিয়েছেন তাকে এই বিষয়ে সরকারি সহায়তা প্রদানের।

বিলোনিয়ায় আজ জেলাভিত্তিক যোগা

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। আগামী ১৬-১৭ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে রাজ্য ভিত্তিক যোগাসন প্রতিযোগিতা।রাজ্যভিত্তিক এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য জেলাভিত্তিক দল গঠনের লক্ষ্যে বিভিন্ন মহকুমায় চলছে এখন মহকুমা ভিত্তিক প্রতিযোগিতা।আগামীকাল রবিবার বিদ্যাপীঠ কোচিং সেন্টারে অনুষ্ঠিত হবে বিলোনিয়া জেলাভিত্তিক যোগাসন প্রতিযোগিতা। এদিন সকাল ১০ ঘটিকা হইতে ৮ থেকে ১৪, ১৪ থেকে ১৮, ১৮ থেকে ২৪, ২৪ থেকে ৩০, ৩০ থেকে ৪০, ৪০ থেকে ৫০, ৫০ থেকে ৬০ বছরের পুরুষ এবং মহিলাদের নিয়ে দক্ষিন জেলা ভিত্তিক নির্বাচন শিবির অনুষ্ঠিত হবে। যারা অংশ গ্রহন করবেন ইচ্ছুক তাদেরকে যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য বিলোনীয়া যোগা এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আহ্বান জানান বিলোনিয়া যোগাসন এসোসিয়েশনের সচিব জয়দেব মজুমদার।

ব্রুজোঁ সঠিক দিশায় নিয়ে যাচ্ছেন দলকে

: শেষ বাঁশি বাজতেই উসেইন বোল্টের মতো স্প্রিন্ট টেনে কোচের কোলে ঝাঁফিয়ে পড়ল প্রভসুখন গিল। কিছুটা দূরে জাতীয় পতাকা নিয়ে সেলিব্রেশনে মেতেছে শৌভিকরা। ভুটানের পাহাড়ে ইস্ট বেঙ্গলের কামব্যাক দেখতে দেখতে আশিয়ান কাপের কথা মনে পড়ছিল। জাকার্তায় ঐতিহাসিক ফাইনালের পর এভাবেই আনন্দে মেতেছিল আলভিটো, টুলুঙ্গারা। প্রজন্ম, জমানা অনেকটাই পাল্টে গেলেও পিছিয়ে পড়া ইস্ট বেঙ্গল আজও ভয়ঙ্কর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মশালের গনগনে আলোয় আরও একবার গর্বিত ভারতীয় ফুটবল। দীপাবলির সন্ধ্যায় লাল-হলুদ সমর্থকদের হাতে উৎসবের রংমশাল।

ঋষভের জন্য ঝাঁপাতে পারে কেকেআর, চেন্নাই

মুম্বই: ঋষভ পন্থকে দিল্লি ক্যাপিটালসের রিটেইন না করা রীতিমতো বড় চমক। আর তাতেই আলাদা মাত্রা পেয়েছে আইপিএলের আসন্ন মেগা নিলাম। তারকা উইকেটরক্ষককে পাওয়ার জন্য যে ঝড় উঠবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যে বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি পন্থকে নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। তাদের মধ্যে অন্যতম কলকাতা নাইট রাইডার্স। গতবারের আইপিএল জয়ী ক্যাপ্টেন শ্রেয়স আয়ারকে ছেড়ে দিয়েছে তারা। কেকেআর রিটেইন করেছে রিঙ্কু সিং, আন্দ্রে রাসেল, সুনীল নারিন, বরুণ চক্রবর্তী, হর্ষিত রানা ও রামনদীপ সিংকে। কিন্তু তাঁরা কেউই নেতৃত্বের দাবিদার নন। তাই শাহরুখ খানের ফ্র্যাঞ্চাইজি ঋষভের হাতেই ব্যাটন তুলে দিতে চায়। যদিও কাজটা সহজ হবে না। কারণ, নিলামে ঋষভকে ছিনিয়ে নেওয়ার ছক কষছে চেন্নাই সুপার কিংস ও পাঞ্জাব কিংস। দিল্লির রাইট টু ম্যাচের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।মহেন্দ্র সিং ধোনির উত্তরসূরির খোঁজে রয়েছে চেন্নাই সুপার কিংস। তাদের পছন্দের তালিকায়ও ঋষভ অটোমেটিক চয়েস। ভয়াবহ দুর্ঘটনার পর যেভাবে ক্রিকেটে তাঁর কামব্যাক ঘটেছে, সেটা কম অনুপ্রেরণার নয়। আর ঋষভের ব্যাটিং নিয়ে তো আলাদা করে কিছু বলার নেই। বিধ্বংসী মেজাজে একাই ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন তিনি। সবমিলিয়ে ঋষভ যে কোনও দলের সম্পদ হতে পারেন। তাই তাঁর জন্য ঝাঁপাতে পারে পাঞ্জাব কিংসও। প্রীতি জিন্টার ফ্র্যাঞ্চাইজি মাত্র দু'জন ক্রিকেটারকে রিটেইন করেছে। তাদের হাতেও রয়েছে সবচেয়ে বেশি ১১০.৫ কোটি টাকা। তবে পাঞ্জাবকে পুরো টিম কম্বিনেশন তৈরির ব্যাপারেও ভাবতে হবে। এদিকে, ১৮ কোটির বিনিময়ে যশপ্রীত বুমরাহকে ধরে রেখেছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। ফ্র্যাঞ্চাইজির এমন আস্থায় আপ্লুত তারকা ভারতীয় পেসার। তাঁর মন্তব্য, 'এই ফ্র্যাঞ্চাইজি আমায় অনেক কিছু দিয়েছে। মাত্র ১৯ বছর বয়সে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে যোগ দিয়েছিলাম। এখন আমার বয়স ৩১। সম্প্রতি আমি বাবাও হয়েছি। মনে হচ্ছে, বৃত্ত পূর্ণ হল।' উল্লেখ্য, মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ইতিহাসে সর্বাধিক উইকেট শিকারির তালিকায় লাসিথ মালিঙ্গার পরই রয়েছেন বুমরাহ। ১৩৩ ম্যাচে তাঁর সংগ্রহ ১৬৫ উইকেট। তাঁর সংযোজন, 'মুম্বইয়ে অনেক কিংবদন্তির সঙ্গে ড্রেসিং রুম শেয়ার করেছি। সর্বদাই তাদের থেকে শেখার চেষ্টা করেছি। সেই অভিজ্ঞতা দিয়ে এখন আমি জুনিয়রদের গাইড করার চেষ্টা করি।'

দাবায় বাংলার সাড়ে তিন বছরের খুদের বিশ্বরেকর্ড!

বিশ্বের কনিষ্ঠতম হিসাবে রেটিং পয়েন্ট কলকাতার অনীশের

হেরে গেলে মটন বিরিয়ানি, জিতলে চিকেন বিরিয়ানি। ৩ বছর ৮ মাস ১৮ দিনের অনীশ সরকারের এটাই দাবি। সে দাবাড়ু। বিশ্বের কনিষ্ঠতম হিসেবে ফিডে রেটিং পেয়ে বিশ্বরেকর্ড করা দাবাড়ু। ভেঙে দিল ভারতেরই তেজস তিওয়ারির রেকর্ড। সে পাঁচ বছর বয়সে ফিডে এলো রেটিং পেয়েছিল। কৈখালির অনীশকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত তার কোচ দিব্যেন্দু বড়ুয়া।গত বছর পুজোর সময় অনীশের মামা তাকে উপহার দিয়েছিলেন দাবা বোর্ড। এই বছর জানুয়ারি মাসে তিন বছরে পা দেওয়া অনীশের সেই উপহার বোধ হয় জীবনটাই বদলে দিল। সেন্ট জেমস স্কুলের লোয়ার নার্সারির ছাত্র অঙ্ক কষতে ভালবাসে। সেই কারণেই তাকে দাবা বোর্ড উপহার দেন মামা। পরিবারের লোকজনের মনে হয়েছিল দাবা খেলে অনীশের বুদ্ধি আরও ক্ষুরধার হবে। সেই ভাবনায় যে ভুল ছিল না তা প্রমাণ করে দিয়েছে সে। এখন দাবাই তার ধ্যানজ্ঞান। সারা দিন কেটে যায় পড়াশোনা আর দাবা নিয়েই। অনীশ ১৫৫৫ ফিডে এলো রেটিং পেয়েছে। রাজ্যের অনূর্ধ-৯ দাবা প্রতিযোগিতায় রেটিং থাকা দুই দাবাড়ুকে হারিয়ে দেয় সে। তাতেই বাজিমাত। তার থেকে বয়সে প্রায় ছ'বছর বড় দুই দাবাড়ুকে হারিয়ে চমকে দেয় অনীশ। সে এতই ছোট যে চেয়ার বসে ঘুঁটিতে হাত পায় না। চেয়ারের উপর হাঁটু মুড়ে বসে খেলতে হয়। উচ্চতা কম হলেও ইতিমধ্যেই আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন দেখা শুরু হয়ে গিয়েছে তাকে নিয়ে।মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম অনীশের। বাবা স্কুলে অঙ্কের শিক্ষক। মা গৃহবধূ। অনীশকে নিয়েই সময় কাটে মায়ের। নাম প্রকাশ্যে আনতে অনিচ্ছুক তাঁরা। ছেলের কৃতিত্বে উচ্ছ্বসিত হলেও চান না তাঁদের পরিচয় জানুক সকলে। নেপথ্যে থেকেই ছেলেকে এগিয়ে দিতে চাইছেন তাঁরা। আনন্দবাজার অনলাইনকে অনীশের মা বললেন, "অন্য কোনও খেলনার থেকে দাবাটাই মনে হয়েছিল বেশি সুরক্ষিত। ও তো খুব ছোট, কোনও কিছু পেলেই মুখে দেওয়া অভ্যেস। দাবার ঘুঁটিগুলো বড়, তাই মুখে দিলেও গিলে ফেলতে পারবে না। সেই কারণেই দাবা নিয়ে বসিয়ে দেওয়া হত ওকে। ইউটিউব দেখে দেখে খেলা শিখত। আমি খেলতে বসলে ওর সঙ্গে পাঁচ দানও খেলতে পারি না। দাবার প্রতি এই ভালবাসা দেখেই দিব্যেন্দু বড়ুয়ার কাছে নিয়ে যাই। ওঁর হাতেই তৈরি হচ্ছে অনীশ।ছাত্রের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত দিব্যেন্দু। বাংলার গ্র্যান্ডমাস্টার প্রথমে অনীশকে নিতে চাননি। কারণ অ্যাকাডেমিতে পাঁচ বছরের কম বয়সি কাউকে নেওয়া হয় না। কিন্তু দিব্যেন্দু অবাক হয়ে যান অনীশের খেলা দেখে। অ্যাকাডেমিতে নেওয়ার আগে তার পরীক্ষা নিয়েছিলেন দিব্যেন্দু। সব পরীক্ষাতেই পাশ করে অনীশ। এখন তো কোচকেই বিভিন্ন পরীক্ষার মুখে ফেলে দেয় সে। দিব্যেন্দু বললেন, "প্রথম দিন আমি পরীক্ষা নিয়েছিলাম, এখন সেই ছেলে আমাকে বিভিন্ন ঘুঁটি সাজিয়ে দিয়ে পরীক্ষা নেয়।" ছাত্রের কাণ্ডের কথা বলতে বলতে দিব্যেন্দুর গলায় গর্বের হাসি।অনীশের প্রিয় খাবার ফ্রেঞ্চ ফ্রাই। মা বললেন, "ওর বিরুদ্ধে খেলা এক প্রতিযোগী আমাকে বলল, ও খুব ভাল খেলছিল, হঠাৎ করে হেরে গেল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছিল? বলল, খুব খিদে পেয়েছে, তাই খেলতে ইচ্ছা করছিল না। আমাকে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই কিনে দাও।" তবে সারা দিনে যাই খাক, রাতে দুধ-রুটি দিতেই হবে।

ম্যাচ ৮, সেঞ্চুরি ৭, ব্র্যাডম্যানকে হারিয়ে দিলেন বিধু বিনোদের পুত্র! ঠিক যেন সিনেমা

গত বছর রঞ্জি ট্রফিতে অভিষেক হয়েছে। প্রথম চারটি ম্যাচে পাঁচটি শতরান। এ রেকর্ড স্যর ডন ব্র্যাডম্যানেরও নেই। ২৫ বছরের তরুণ ব্যাটার মিজোরামের হয়ে এ বারও ফর্মে। পর পর দু'টি ম্যাচে দ্বিশতরান। সব মিলিয়ে আট ম্যাচে সাত সেঞ্চুরি। তিনি অগ্নিদেব চোপড়া। বাবার নাম বিধু বিনোদ চোপড়া।বলিউডের চিত্র পরিচালকের পুত্র বুধবার মুখোমুখি আনন্দবাজার অনলাইনের। মিজোরামকে তৃতীয় ম্যাচ জিতিয়ে এখন তিনি মুম্বইয়ে। সেখান থেকেই ফোনে জানালেন, এ বার লক্ষ্য আইপিএলের গ্রহে ঢুকে পড়া। 'থ্রি ইডিয়টস', 'টুয়েলথ ফেল'-এর মতো সিনেমা যিনি উপহার দিয়েছেন, তাঁর ছেলের তেমন উৎসাহ নেই রুপোলি পর্দায়। তাঁর ধ্যান-জ্ঞান শুধুই ক্রিকেট।শেষ ম্যাচটির আগে পর্যন্ত প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে আটটি ম্যাচ খেলেছেন অগ্নি। ১৬টি ইনিংসের সাতটিতে শতরান। অর্ধশতরান চারটি। গড় ৯১.১৩। অভিষেকের পর থেকে টানা চারটি ম্যাচে শতরানের নজির আর কারও নেই বলেই মনে করা হচ্ছে। ক্রিকেটের পরিসংখ্যান নিয়ে যাঁরা ঘাঁটাঘাঁটি করেন তাঁরা জানিয়েছেন, এটি বিশ্বরেকর্ড।বিধু বিনোদের পরিচালনায় 'টুয়েলথ ফেল' সিনেমা আলোড়ন ফেলেছিল। বহু মানুষ প্রশংসা করেছিলেন সেই সিনেমার। বাবার সেই ছবি মুক্তির পরেই অভিষেক ম্যাচে অগ্নির শতরানের কথা প্রকাশ্যে এসেছিল। তার পর বিশ্বরেকর্ড গড়েছিলেন। সেই কথা প্রথম জানিয়েছিলেন অগ্নির মা, চলচ্চিত্র সমালোচক অনুপমা চোপড়া।অগ্নির জন্ম আমেরিকায়। তাঁর বাবা 'থ্রি ইডিয়েটস', 'লাগে রাহো মুন্না ভাই', 'পিকে', 'সঞ্জু'র প্রযোজক। সেই সঙ্গে 'খামোশ', '১৯৪২: আ লভ স্টোরি', 'টুয়েলথ ফেল'এর পরিচালক। মা-ও যেখানে চলচ্চিত্র সমালোচক, তাঁদের ছেলে হয়ে অগ্নি ক্রিকেটকে নিজের জীবিকা হিসাবে বেছে নিয়েছেন। সেটা কাকাকে দেখে। আনন্দবাজার অনলাইনকে অগ্নি বললেন, "মনে হয় বীর পাপার (বিধু বিনোদ চোপড়ার ভাই) থেকে ক্রিকেট খেলার আগ্রহ তৈরি হয়েছে। তিনি আমার কাকু। কাশ্মীরে বড় হয়েছেন তিনি। তাঁর ক্রিকেটে আগ্রহ ছিল। তিনি জম্মু-কাশ্মীরের হয়ে খেলেছেন। উত্তরাঞ্চলের হয়ে খেলেছেন। বিষাণ সিংহ বেদীর বিরুদ্ধে খেলেছেন। বাবার কাছে গল্প শুনেছি। বীর পাপার সঙ্গে ক্রিকেট নিয়ে কথা হত। আমার পরিবারে একমাত্র তিনিই ক্রিকেটের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কয়েক বছর আগে কোভিডের সময়ে তিনি মারা গিয়েছেন।" একেবারেই সিনেমাপ্রেমী নন। তাই খুব একটা সিনেমা দেখেনও না। অগ্নি বললেন, "সিনেমা দেখতে ভাল লাগে। তবে খুব একটা হলে যাওয়া হয় না। বাড়ি বসেই দেখি মাঝেমাঝে। আমি সিনেমা খুব যে ভালবাসি তেমনটা নয়।" তবে বাবার একটি সিনেমা খুব পছন্দ অগ্নির 'থ্রি ইডিয়েটস'। অনেক বার দেখেছেন। অগ্নি বললেন, "থ্রি ইডিয়েটস আমার খুব ভাল লেগেছিল। আমি অনেক বার দেখেছি সিনেমাটা। অনেক সময় ওই ছবির কোনও কোনও মজার দৃশ্যগুলো দেখি।" মাত্র পাঁচ বছর বয়সে অগ্নিকে মুম্বইয়ের শিবাজি পার্কে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর মা। সেই শুরু ব্যাট ধরা। এর পর সাত বছর বয়সে এমআইজি ক্রিকেট ক্লাবে তাঁকে নিয়ে যান বিধু। সেখানে ছোট্ট অগ্নিকে দেখে কোচ বিশ্বাস করতে পারেননি তিনি ক্রিকেট শিখতে এসেছেন। কোচ বলেছিলেন, "তোমার দাদা কোথায়?" বিধু তখন বলেছিলেন, "ওর কোনও দাদা নেই। ও-ই ক্রিকেট শিখবে।" ছোট্ট অগ্নিকে নিতে রাজি ছিলেন না কোচ। কিন্তু নাছোড় অগ্নি কোচকে রাজি করানোর জন্য ক্লাবের মাঠে দৌড়তে শুরু করেন। দু'পাক দৌড়নোর পর কোচ রাজি হন তাঁকে নিতে।

রাজধানীর ইসকন মন্দির এবং জগন্নাথ জিউ মন্দিরে অন্নকূট উৎসব পালিত

আগরতলা, ২ নভেম্বর : আজ সারা দেশের সঙ্গে রাজ্যে ও বিভিন্ন মন্দির সহ একাধিক বাড়িতে গোবর্ধন পূজা এবং অন্নকূট উৎসব পালন করা হয়েছে। আগরতলা শহরের ইসকন মন্দির এবং জগন্নাথ জিউ মন্দিরেও অন্নকূট উৎসব পালিত হয়েছে।
ইসকন মন্দিরে গোবর্ধন পূজার আয়োজক সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সম্মুখে বলেন, গোবর্ধন পূজার দিনে অন্নকূট পালন করা হয়। গোবর্ধন পূজার দিনটি ভাগবত পুরাণে সেই ঘটনার স্মৃতিচারণ করে যখন কৃষ্ণ বৃন্দাবনের গ্রামবাসীদের মুষলধারে বৃষ্টি থেকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য গোবর্ধন পাহাড় তুলেছিলেন। এই উৎসব ইন্দ্রের বিরুদ্ধে ভগবান কৃষ্ণের বিজয়কে স্মরণ করে।
গোবর্ধন পূজা অন্নকুট উৎসব নামেও পরিচিত। এই দিনে গোবর্ধন পাহাড়ের আকারে খাবারের স্তূপ তৈরি করে ভগবান কৃষ্ণকে নিবেদন করা হয়। তারপর খাবারটি ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ হিসাবে ভাগ করা হয়।
তিনি আরো বলেন, গোবর্ধন উৎসব উপলক্ষে সন্ধ্যা বেলা ভক্তদের জন্য প্রদীপ দানের আয়োজন করা হয়েছে। ভক্তরা বিনামূল্যে মন্দির কর্তৃপক্ষ থেকে প্রদীপ সংগ্রহ করে ভগবানের চরণে জ্বালাতে পারবেন। এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য সকলকে আহ্বান জানান তিনি।

জল কষ্টে ভুগছেন রামনগরবাসী প্রশাসনের ভূমিকায় ক্ষোভ

আগরতলা, ২ নভেম্বর : দীর্ঘদিন ধরে জল কষ্টে ভুগছেন রাজধানী আগরতলায় রামনগর এলাকার জনগণ। জলের পাইপলাইন রয়েছে। কিন্তু জল মিলছে না। এলাকায় জল আসছে না। ফলে পাইপলাইনের জলের পরিবর্তে আয়রন যুক্ত ডিপ টিউবওয়েলই একমাত্র ভরসা। রামনগর্বাসীর অভিযোগ নিয়মিত পানীয় জল সরবরাহের জন্য দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও কোনো সুরাহা হচ্ছে না। ঘটনা সম্পর্কে জানা গেছে, দুর্গাপূজার পর থেকেই জলের অভাবে ভুগছেন আগরতলায় রামনগর এলাকার জনগণ। বাড়ি বাড়ি জলের পাইপলাইন থাকলেও জল আসছে না। রাস্তায় থাকা নল থেকেও জল পাচ্ছেন না তাঁরা। বহুবার পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিভাগ দপ্তরে অভিযোগ জানানো হলেও সরবরাহের ব্যাঘাতের কারণ খুঁজে পাচ্ছেন না দপ্তরের কর্মীরা। তাদের দাবি লাইনে সমস্যা নেই। টা সত্ত্বেও জল সরবরাহ ব্যাঘাত কেন ঘটছে তা তারা বুঝতে পারছেন না। রামনগর এলাকার বাসিন্দা জনৈক মহিলা জানান, দীর্ঘদিন ধরে জলের সমস্যায় ভুগতে হচ্ছে তাঁদের। কোনো বাড়িতেই জল আসছে না। এই সমস্যার জন্য নেতাদের কটাক্ষ করেন তিনি। এলাকার অন্যান্য জনগণ জানান, পুরনিগমের জলের ট্যাংকারের মাধ্যমে এলাকাবাসীর কাছে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কিন্তু এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান চাইছেন রামনগরবাসী।
এদিকে, পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীরা রামনগর এলাকায় সমস্ত পাইপলাইন পরিদর্শন করে দেখেছেন। তারা জানান, জলের পাইপ লাইনে কোনো সমস্যা নেই। তবুও জল সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটছে। এক্ষেত্রে এলাকায় বিভিন্ন বাড়িতে মোটরের সাহায্যে জল চুরির বিষয়টিকে জলের সরবরাহে ব্যাঘাতের কারণ হিসেবে অনুমান করছেন তাঁরা।

সিআরপিএফ জওয়ানের বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরি, চাঞ্চল্য

আগরতলা, ২ নভেম্বর: বাড়ির মালিকের অনুপস্থিতির সুযোগে সিআরপিএফ জওয়ানের বাড়িতে চোরের দল হানা দিয়েছে। চোরের দল হানা দিয়ে ১২ ভরি স্বর্ণালংকার সহ নগদ ৯০ হাজার টাকা নিয়ে পালিয়েছে। ওই ঘটনায় গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, বিশালগড় রেল স্টেশন এলাকায় সিআরপিএফ জওয়ানের পরিবারের সদস্যরা কেউ বাড়ি ছিলেন না। আজ এলাকাবাসী দুপুরে তাদের ঘরের দরজার তালা ভাঙা অবস্থায় দেখতে পান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে পরিবারের সদস্যরা। এমন অবস্থা দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি। সাথে সাথে খবর দেয় বিশালগড় থানায়।

গৌরনগর ব্লকের শীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জন দুর্ভোগ চরমে

আগরতলা, ২ নভেম্বর: গৌরনগর ব্লকের শীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জন দুর্ভোগ পিছু ছাড়ছে না। বিগত নির্বাচনে যেমনটা হয়েছিল তেমনটা এবারে পঞ্চায়েত নির্বাচনেও ফলাফল হবার কারণে পঞ্চায়েত বাসীর কপালে দুর্ভোগের ঘনঘটা শুরু হয়েছে।
এবারে পঞ্চায়েত নির্বাচনে শীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে নির্বাচনী ফলাফল হয় কংগ্রেস দল ৪টা , আসন সিপিএম দল ৩টা আসন এবং শাসক দল বিজেপি দল পায়৬টা আসন। ১৩ আসন বিশিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত। গৌরনগর ব্লকের সবচেয়ে বড় গ্রাম পঞ্চায়েত শীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েত।খমতা লোভী কংগ্রেস দল ও সিপিএমকে সাথে নিয়ে পনচায়েত পরিচালনা কমিটি গঠন করে। কংগ্রেস ৪ ও সিপিএম ৩ জন সদস্য মিলে পঞ্চায়েত পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়। গ্রাম প্রধান হন কংগ্রেসের সুভাষ দেব ও উপ প্রধান হন সি পি এমের সদস্য আরমান আলী।
এদিকে গত ২৮ অক্টোবর আটজন পনচায়েত সদস্য জেলা পনচায়েত অফিসারের কাছে শীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব জমা দেয়। যদিও এখনো জেলা পঞ্চায়েত অফিসার আস্তাভোটের জন্য নির্দিষ্ট দিন নির্ধারণ করে দেয় নি। প্রধান যদি আস্ত ভোটে পরাজিত হন তবে উনার প্রধান পদ থাকবে না। উল্লেখ্য যে বিগত বছরের নির্বাচনে ও ফলাফল এইরকম ছিল কংগ্রেস ১৩ আসন বিশিষ্ট শীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে কংগ্রেস দল লাভ করেছিল ২টি সিপিএম পায় ৫টিও বিজেপি লাভ করে ৬টি আসন। পনচায়েত হয় জগাখিচুড়ী। কিছু দিন পর পর গ্রাম প্রধান আজ এই দলে তো কাল আরেক দলের।এই ভাবে চলতে থাকে। ব্লক প্রশাসন পরে বিরম্বনার সেই সাথে পঞ্চায়েতের জনগণ ও। উন্নয়ন স্তব্ধ হয়ে পড়ে।
এবার ও গতবারের অবস্থা পুনরাবৃত্তি চলছে। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন বন্ধের পথে।

১৫-১৭ নভেম্বর ৩ দিনব্যাপী ব্রহ্মকুণ্ড মেলা

আগরতলা, ২ নভেম্বর।। আগামী ১৫-১৭ নভেম্বর রাসপূর্ণিমা উপলক্ষে ৩ দিনব্যাপী ব্রহ্ম কুণ্ড মেলা অনুষ্ঠিত হবে। আজ ব্রহ্ম কুণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে এক প্রস্তুতি সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সভায় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি বলাই গোস্বামী, টিটিএএডিসি'র কার্যনির্বাহী সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা, মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রাকেশ দেব, ভাইস চেয়ারম্যান সঞ্জীব কুমার দাস, হেজামারা বিএসি'র চেয়ারম্যান সুনীল দেববর্মা, ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগম লিমিটেডের চেয়ারম্যান সমীর রঞ্জন ঘোষ, মোহনপুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন অনীতা দেবনাথ, জিলা পরিষদের সদস্য জয়লাল দাস, মোহনপুর মহকুমার মহকুমা শাসক সুভাষ দত্ত, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সব্যসাচী দেবনাথ, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের সহকারি অধিকর্তা অমৃত দেববর্মা, মোহনপুর ব্লকের বিডিও ধৃতিশেখর রায় প্রমুখ। সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৩ দিনব্যাপী ব্রহ্ম কুণ্ড মেলা উপলক্ষে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। তাছাড়াও মেলা উপলক্ষে বিভিন্ন দপ্তর ও স্বসহায়ক দলের প্রদর্শনী মণ্ডপ খোলা হবে। মেলায় দোকান খোলার জন্য আগামী ৯ থেকে ১২ নভেম্বর নাম নথীভুক্ত করতে হবে। আগামী ১৩ নভেম্বর লটারির মাধ্যমে দোকান ভিটি বন্টন করা হবে। সভায় ব্রহ্ম কুণ্ড মেলাকে সফল করে তোলার জন্য একটি পরিচালন কমিটি গঠন করা হয়েছে। সভায় জিলা পরিষদের সভাধিপতি বলাই গোস্বামী ব্রহ্ম কুণ্ড মেলা সফল করে তোলার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

১৪ নভেম্বর বিলোনীয়ায় রাজ্যভিত্তিক শিশু দিবস

আগরতলা, ২ নভেম্বর।। বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে আগামী ১৪ নভেম্বর রাজ্যভিত্তিক শিশু দিবস বিলোনীয়ায় অনুষ্ঠিত হবে। এ উপলক্ষে আজ সমবায় মী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়ার সভাপতিত্বে জেলাশাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সিদ্ধান্ত হয় অনুষ্ঠানটি হবে বিলোনীয়ার শচীন দেববর্মণ অডিটোরিয়ামে। অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করবে। অনুষ্ঠানকে সফল করে তুলতে একটি উপদেষ্টা কমিটি, একটি কার্যকরী কমিটি এবং ছয়টি উপকমিটি গঠন করা হয়েছে। সমবায় মী অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে প্রত্যেকের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, সহকারি সভাধিপতি তপন দেবনাথ, বিধায়ক স্বপা মজমদার, জেলাশাসক ও সমাহর্তা মিতা মল, বিলোনীয়া ও শান্তিরবাজার পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন ও ভাইস চেয়ারপার্সন, বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যানগণ, জেলা শিক্ষা আধিকারিক সহ এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ।

চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে আটক কুখ্যাত চোর

আগরতলা, ২ নভেম্বর: চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে আটক কুখ্যাত চোর। তার কাছ থেকে নগদ অর্থ ও স্বর্নালংকার উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গতকাল সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ রাজবাড়ী দুর্গাপুর এলাকার বাসিন্দা আইনজীবী সাহিম উদ্দিন বিশেষ কাজে পরিবার নিয়ে টঙ্গী বাড়ি এলাকায় গিয়েছিলেন। সেখান থেকে বাড়ি ফিরে দেখতে পান এক চোর ঘরের ছাউনির টিন খোলে ঘর থেকে পালিয়ে যাচ্ছে। তখন চিৎকার চেঁচামেচি করলে আশপাশের লোকজন ছুটে এসে ঐ চোরকে আটক করেন। তাকে উত্তম মধ্যম দিয়ে ধর্মনগর থানার পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক টিম পরিদর্শন সাব্রুমে

আগরতলা, ২ নভেম্বর : আজ আচমকা সাব্রুমের বিকেপল্লী সাব সেন্টারে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের একটি টিম পরিদর্শনে গিয়েছে। মূলত, সাব সেন্টারে পরিষেবা খতিয়ে দেখতে এসেছে।
আজ আচমালকাই সাব্রুমের বিকেপল্লী সাব সেন্টারে পরিষেবা খতিয়ে দেখতে কেন্দ্রীয় টিম গিয়েছে। ১২টি প্যারামিটারের মধ্যে সাতটি প্যারামিটারের মান্যতা দিয়ে পর্য্যবেক্ষণ করেন।

ধর্মনগরে সপ্তাহ ব্যাপী দীপাবলী উৎসবে ব্যাপক উৎসাহ

ধর্মনগর, ২ নভেম্বর: উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরে সপ্তাহ সপ্তাহ ব্যাপী দীপাবলী উৎসবকে কেন্দ্র করে দর্শনার্থীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হচ্ছে। ধর্মনগরে কালীপুজো প্রতি বছরই ৭ দিনব্যাপী আয়োজন করা হয়, যা এক বিশেষ আকর্ষণ। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ তো আসেনই, পাশাপাশি পার্শবর্তী রাজ্য আসাম থেকেও বহু দর্শনার্থী ধর্মনগরের কালীপুজো দর্শনে আসেন। ধর্মনগর শহরে প্রায় ১০ থেকে ১৫টি পূজো হয় যা বেশ বড় মাপের বাজেটে আয়োজিত হয়। এছাড়াও শহরের বাইরে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পূজো হয়, যেগুলো প্রতিযোগিতায় ধর্মনগরের কালীপুজোর সাথে তুলনীয়। সপ্তাহজুড়ে এই পূজোয় সারা রাত ধরে মানুষের ভিড় থাকে, এবং সবাই পূজোর আনন্দে মেতে ওঠেন। এই সময় বিভিন্ন ধরনের খাবারের দোকান এবং বাচ্চাদের জন্য বিনোদনের ব্যবস্থাও থাকে। ব্যবসায়ীরাও পূজো উপলক্ষে নানা রকমের সামগ্রী নিয়ে আসেন। পুরো আয়োজনের নিরাপত্তার জন্য পুলিশের কঠোর প্রহরা থাকে, যাতে দর্শনার্থীরা নিশ্চিন্তে পূজোর আনন্দ উপভোগ করতে পারেন।

অমরপুর সড়কে ত্রিশ কার্ড এলাকায় বেইলি ব্রিজ ভেঙে পড়ায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন

আগরতলা, ২ নভেম্বর: গন্ডাছড়া অমরপুর সড়কে ত্রিশ কার্ড এলাকায় বেইলি ব্রিজটি ভেঙ্গে পড়ে। বেশ কিছুদিন ধরে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। বাশের সাঁকো যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম হয়ে উঠেছে।
ধলাই জেলার গন্ডাছড়া অমরপুর সড়কে ত্রিশ কার্ড এলাকায় বেইলি ব্রিজটি মহকুমার লাইফ লাইন হিসেবে পরিচিত। প্রায় পক্ষ কাল আগে পণ্যবাহী গাড়িসহ বেইলি ব্রিজটি ভেঙে পড়েছে। হেলদোল নেই দপ্তরের। তাতে চরম দুর্ভোগের সম্মুখীন হয়েছেন এই সড়ক পথে যাতায়াতকারী মানুষজন। গন্ডাছড়া পূর্ত দপ্তর থেকে সতর্ক করা হয়েছিল ১০ টনের বেশি মাল নিয়ে যাতে কোন যানবাহন এই বেইলি সেতুর উপর দিয়ে যাতায়াত না করে। কিন্তু পূর্ত দপ্তরের নির্দেশিকা অমান্য করে ১৬ চাকার লরি কুড়িটন পাথর নিয়ে এই বেইলি ব্রিজের উপর দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে ব্রিজ ভেঙ্গে গাড়িটি নিচে পড়ে যায়। ফলে অমরপুর ও গন্ডাছড়ার মধ্যে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এই সেতুর উপর দিয়ে প্রতি দিন হাজার হাজার মানুষ চলাচল করেন। কৃষকেরা উৎপাদিত ফসল জুমিয়ারা জুমের ফসল নিয়ে বাজারে আসেন। রোগিদের ২০/২৫কিলোমিটার দূর থেকে মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা জন্য নিয়ে আসতে হয়। ব্রিজটি ভেঙ্গে যাবার ফলে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে স্কুল কলেজের ছাএ ছাত্রীরা বিপদের সম্মুখীন।
পূর্ত দপ্তরের এসডিও কথা দিয়েছিলেন যে এক সাপ্তাহের মধ্যে ঠিক করে দেবেন। কিন্তু বেইলি ব্রিজ এখনো সংস্কার হয়নি। চলাচলের জন্য একটি বাঁশের সাঁকো তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। সাঁকো দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে। অবিলম্বে ব্রিজটি সংস্কার করে চলাচলের উপযোগী করার জন্য এলাকাবাসী জোরালো দাবি জানিয়েছেন।

চার দফা দাবিতে রাজ্যপালের নিকট ডেপুটেশন টিআইএসএফ-এর

আগরতলা, ২ নভেম্বর: রাজ্যের বিভিন্ন স্কুল-কলেজগুলোর সমস্যা সংক্রান্ত মোট চার দফা দাবিতে সরব হয়েছে টিআইএসএফ। আজ পাঁচজনের এক প্রতিনিধি দল রাজ্যপালের নিকট ডেপুটেশন মিলিত হয়েছেন।
সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সংগঠনের এক ছাত্র নেতা বলেন, রাজ্যে অনেকগুলি স্কুল রয়েছে। কিন্তু স্কুলগুলি অধ্যয়নের জন্য অনুপযোগী। বিদ্যালয়গুলিতে একক কক্ষের ব্যবস্থা নেই, মেয়েদের এবং ছেলেদের জন্য উপযুক্ত বিশ্রাম কক্ষ নেই, পানীয় জলের সঠিক ব্যবস্থাপনা নেই। তাই টিআইএসএফ-এর তরফ থেকে চার দফা দাবিতে সরব হয়েছে। সংগঠনের দাবিগুলি হল, প্রতিটি বিদ্যালয়ে লাইব্রেরি ব্যবস্থা করা, এবং প্রত্যেক স্কুল, কলেজ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য বাধ্যতামূলক ড্রেস কোডের ব্যবস্থা করা। পাশাপাশি, প্রতিটি বিদ্যালয়ে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের অধ্যয়নে অবকাঠামো তৈরি করা হোক।

৯ নভেম্বর সিপাহীজলা জেলাভিত্তিক যুব উৎসব

আগরতলা, ২ নভেম্বর।। আগামী ৯ নভেম্বর সিপাহীজলা জেলাভিত্তিক যুব উৎসব এবং বিজ্ঞান মেলা অনুষ্ঠিত হবে। এ উপলক্ষে আজ বিশ্রামগঞ্জস্থিত জেলাশাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত এক সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত। সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে আগামী ৯ নভেম্বর সকাল ১১ টায় বিশ্রামগঞ্জের শচীন দেববর্মণ মতি কলাক্ষেত্রে জেলাভিত্তিক যুব উৎসব ও বিজ্ঞান মেলার উদ্বোধন হবে। বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে জেলাভিত্তিক বিজ্ঞান মেলা অনুষ্ঠিত হবে বিশ্রামগঞ্জ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে। যুব উৎসবে জেলার ৭টি ব্লক, ২টি পুর পরিষদ ও ১টি নগর পঞ্চায়েত এলাকার প্রতিযোগীরা অংশ নেবে। সভায় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক সুব্রত মজমদার, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উপঅধিকর্তা সমীর দেববর্মা এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ।

৫ বাংলাদেশী নাগরিক সহ ৩ লক্ষাধিক টাকার নেশা সামগ্রী উদ্ধার

আগরতলা, ২ নভেম্বর: পৃথক পৃথক অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেয়েছে বিএসএফ। বিএসএফ অভিযানে মোট ৫ জন বাংলাদেশী নাগরিক আটক করা হয়েছে। পাশাপাশি, ১২টি গবাদি পশু উদ্ধার করে এবং ৯০০ কেজি চিনি এবং ৩ লক্ষাধিক টাকার নেশা সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। আজ বিএসএফের তরফ থেকে এক বিবৃতি জারি করে একথা জানানো হয়েছে। বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, বিএসএফের কাছে গোপন সংবাদের খবর আসে সিপাহীজলা জেলায় কমলাসাগার এলাকায় অবৈধভাবে বাংলাদেশী নাগরিক বসবাস করছেন। সেই খবরের ভিত্তিতে আজ বিএসএফ অভিযানে চালিয়েছে। অভিযানে চারজন বাংলাদেশী নাগরিক আটক করা হয়েছে। বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার বাসিন্দা। অন্য একটি অভিযানে, বিএসএফে একজন বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করা হয়েছে। অপর একটি অভিযানে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে পাচারকালে ১২টি গবাদি পশু উদ্ধার করে এবং ৯০০ কেজি চিনি এবং ৩ লক্ষ টাকা মূল্যের অন্যান্য মাদকদ্রব্য জব্দ করে।

কমলপুর প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে সংহতি পদযাত্রা

আগরতলা, ২ নভেম্বর: উন্নততর, ঐক্যবদ্ধ, ধর্মনিরপেক্ষ এবং প্রগতিশীল ভারত গড়ার লক্ষ্যে শনিবার কমলপুর প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে সংহতি পদযাত্রা ও যোগদানের আয়োজন করা হয়। শনিবার কমলপুর প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে উন্নততর, ঐক্যবদ্ধ, ধর্মনিরপেক্ষতা, এবং প্রগতিশীল ভারত গড়ার লক্ষ্যে সংহতি পদযাত্রা ও যোগদানের আয়োজন করা হয়।
এদিন, সংহতি পদযাত্রা শুরু করা হয় সংখ্যালঘু অধ্যুষিত দুর্গা চৌমুহনী ব্লকের মোহনপুর পঞ্চায়েত থেকে শুরু হয়ে শহরের একাংশ পথ পরিক্রমা করে সীমান্তের গঙ্গানগর সংখ্যালঘু গ্রাম পরিক্রমা করে সৈয়দ চৌমুহনীতে সমাপ্ত করে। এরপর যোগদান শান্তির বাজার থেকে বাপি রানী দাস সহ তিন পরিবারের ১৪ জন ভোটার বিজেপি দল ত্যাগ করে কংগ্রেস দলে যোগদান করেন। তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন উপস্থিত নেতৃত্বরা।
কংগ্রেসের সংহতি পদযাত্রার নেতৃত্ব দেন ধলাই জেলার কংগ্রেস সভাপতি অনিল চন্দ্র দাস, পিসিসি সদস্য মানিক ভট্টাচার্য্য, সমীর দাস, কমলপুর ব্লক কংগ্রেস সভাপতি দেবব্রত মালাকার প্রমুখ। এবিষয়ে ধলাই জেলার কংগ্রেস সভাপতি অনিল চন্দ্র দাস বলেন, রাজ্যের প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে কমলপুর প্রদেশ কংগ্রেস সংহতি পদযাত্রা শুরু করা হয়। আগামী ১৯ নভেম্বর ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধীর জন্মদিন পালন করা সংহতি পদযাত্রা সমাপ্ত করা হবে। এর মূল উদ্দেশ্য হল, রাজ্য তথা ভারতবর্ষের জাতি জাতি হিংসা, হানাহানি সেগুলো বন্ধ করে মৈত্রী স্থাপন। আমরা পাহাড়ী-বাঙালি, হিন্দু--মুসলিম এক সাথে বসবাস করতে পারি এরজন্য এই সংহতি পদযাত্রা। তৎ সঙ্গে রাজ্যের বেকারদের কর্মসংস্থান নেই, কাজ নেই, দ্রব্যমুল্য বৃদ্ধি, পানীয় জলের অভাব।

রাজ্যের ত্রিপুরা পর্যটন শিল্পের পুনরুজ্জীবনকে আরও ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে শনিবার গীতাঞ্জলি স্টেট স্টুরিস গেস্ট হাউসে পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর নেতৃত্বে এক উচ্চ পর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ছবি ঃ নিজস্ব

ভারপ্রাপ্ত মুদ্রক ও প্রকাশক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2
11/3/2024, 1:00 AM